বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি

পঞ্চম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ, সংকলন ও রচনা

অধ্যাপক ড. রোমেল আহমেদ

অধ্যাপক মো. শওকত আলী খান

সরোজ কুমার সাহা

মুহাম্মদ মোখলেছ উদ্দিন

মোঃ জাকির হোসেন

আরশাদুল কবির

রেজাউল করিম বয়াতী

গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন

ছবি ও অলংকরণ

মনজুর রহমান

গ্রাফিক্স

মোহাম্মদ ফজলুল কবির

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

২০২৫

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে ইবতেদায়ি শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবতেদায়ি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করাও এই স্তরের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইবতেদায়ি স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে ইবতেদায়ি স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

ইবতেদায়ি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি ইবতেদায়ি স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল ও ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটির প্রতি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণত দশ বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠগ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ ও সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

২০২৬

সূচিপত্র

১। জলবায়ু পরিবর্তন	০১
২। আমরা মানুষ	০৯
৩। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	১৯
৪। আমাদের স্মরণীয় নেতা	৩২
৫। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	৪১
৬। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন	৬১
৭। দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	৭৭
৮। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা	৮৭
৯। রাষ্ট্র এবং সমাজে আমার অধিকার ও কর্তব্য	৯৪
১০। নৈতিক ও সামাজিক আচরণ	১১০
১১। বাংলাদেশের যোগাযোগ মানচিত্র	১১৫
১২। বাংলাদেশের বনভূমি ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান	১২৬
১৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ	১৩৩
১৪। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনসম্পদ	১৪১
১৫। ব্যক্তিগত বাজেট ও ব্যাংক	১৪৮
১৬। জরুরি পরিস্থিতি	১৫৪
শব্দভান্ডার	১৬০

অধ্যায় ১

জলবায়ু পরিবর্তন

১ জলবায়ু পরিবর্তন ও আর্থসামাজিক প্রভাব

ছবি-১

ছবি-২

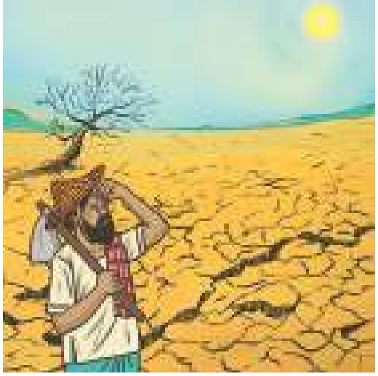

ছবি-৩

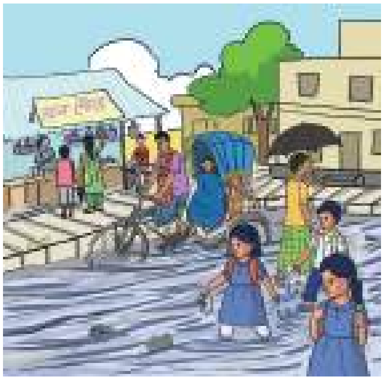

ছবি-৪

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে ছবিতে কী ঘটছে তা লিখি।

ছবি	কী ঘটছে
১	
২	
৩	
৪	

আগামীকাল সকালবেলা আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল থাকবে, বায়ু শান্ত থাকবে, দুপুরবেলা আকাশ মেঘলা থাকবে এবং রাতে বৃষ্টি হতে পারে। এটি আগামীদিনের সম্ভাব্য আবহাওয়ার চিত্র। কোনো নির্দিষ্ট স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতাকে আবহাওয়া বলে।

সাধারণত একটি অঞ্চলের ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে জলবায়ুর হিসাব করা হয়। যেমন- দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার চিত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে জুন-জুলাই মাসে বৃষ্টি হয় ও বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে শীত পড়ে, তখন বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে। এটিই জলবায়ুর চিত্র। কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের বায়ুর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা ইত্যাদির গড় মানের হিসাবকে জলবায়ু বলে।

বিভিন্ন কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হলেও মূলত মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ুর এ পরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলোর মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন– কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অতিরিক্ত ব্যবহার অন্যতম। এছাড়া কলকারখানা, যানবাহন, এসি ও ফ্রিজ থেকে নির্গত গ্যাস, ইটভাটার ধোঁয়া, বন উজাড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুই মেরুর বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিচ্ছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিধসের মতো দুর্যোগ। ফলে প্রকৃতি, বন্যপ্রাণী, মানুষের জীবন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে ক্ষতি করছে উপকূলীয় এলাকার কৃষিজমির। কম বৃষ্টিপাত ও অধিক পানি ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে শুকিয়ে যাচ্ছে ফসলের মাঠ।

জলবায়ুর পরিবর্তন বেশি হলে দুর্যোগের আশংকাও বেড়ে যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে অনেক এলাকা পানির নিচে স্থায়ীভাবে তলিয়ে যেতে পারে। খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। সুপেয় পানির অভাব দেখা দিতে পারে।

খ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করে নিচের মাইন্ডম্যাপটি সম্পন্ন করি।

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটুকু পড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে তার তালিকা তৈরি করি।

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা
২.
৩.
৪.
৫.

ঘ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটুকু পড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের আর্থসামাজিক প্রভাবগুলো লিখি।

....

....

....

....

....

২০২৬

২ জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি এবং ডান পাশের ঘরে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১) কী কাজ করা হচ্ছে?

২) কেন কাজটি করা হচ্ছে?

৩) কীভাবে কাজটি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়তা করবে?

১) কী কাজ করা হচ্ছে?

২) কেন কাজটি করা হচ্ছে?

৩) কীভাবে কাজটি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়তা করছে?

১) কী কাজ করা হচ্ছে?

২) কেন কাজটি করা হচ্ছে?

৩) কীভাবে কাজটি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়তা করছে?

১) কী কাজ করা হচ্ছে?

২) কেন কাজটি করা হচ্ছে?

৩) কীভাবে কাজটি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়তা করছে?

খ) নিচের ঘরে দেওয়া তথ্যগুলো পড়ি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী তা ডান পাশের খালি ঘরে লিখি।

বিদ্যুৎসাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহার, এসি কম ব্যবহার, অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারি। বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার কম হয়।

এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

দৈনন্দিন জীবনে জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন– ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, গ্যাস অধিক মাত্রায় ব্যবহার করায় বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়।

আমাদের করণীয় কী?

প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে এবং জলবায়ুকে পরিবর্তন করে। আবার পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহার পরিবেশ ও জলবায়ুকে ঠিক রাখে।

আমাদের করণীয় কী?

২০২৬

স্রোত, বাতাস, সূর্যের আলো এবং বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত বায়োগ্যাস নবায়নযোগ্য শক্তির বড়ো উৎস। এ শক্তি পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং তা পরিবেশবান্ধব। জলবায়ুর স্বাভাবিকতা রক্ষা করে।

আমাদের করণীয় কী?

বনভূমি ধ্বংস, কম বনায়ন হলে বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ে। বায়ুর তাপমাত্রাও বাড়ে।

আমাদের করণীয় কী?

গ) নিচের বিবৃতিগুলো পড়ি এবং কোনগুলোর সাথে আমি একমত তা টিক চিহ্ন দিই। যে বিবৃতিগুলোর সাথে একমত নই তা কারণসহ লিখি।

বিবৃতি	(√)টিক	কেন একমত/একমত নই তা লিখি
জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।		
বনাঞ্চল ধ্বংস ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ পরিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।		
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার পরিবেশবান্ধব।		
মোটরগাড়ি ব্যবহার না করে সম্ভব হলে হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর অভ্যাস গড়তে হবে।		
জ্বালানির জন্য কাঠ ও কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।		

বিবৃতি	(√)টিক	কেন একমত/একমত নই তা লিখি
পাহাড় কাটা, ফসলি জমির মাটি কাটা বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।		
জলাধার সংরক্ষণ না করে পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড় ইত্যাদি ভরাট করে কোনো কাজ করতে হবে।		
প্লাস্টিক ও পলিথিন জাতীয় দ্রব্য পচে না ও নষ্ট হয় না বলে বেশি ব্যবহার করা উচিত।		

ঘ) নিজ এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ও পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের করণীয় লিখি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানি?

ক) তাপশক্তি   খ) সৌরশক্তি   গ) প্রাকৃতিক গ্যাস   ঘ) বায়ুপ্রবাহ

২. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রার কী পরিবর্তন হচ্ছে?

ক) দ্রুত বাড়ছে   খ) কমে যাচ্ছে

গ) একই রকম রয়েছে   ঘ) ধীরে ধীরে বাড়ছে

৩. কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় সেচের পানি না পাওয়ার মূল কারণ কী?

ক) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া   খ) পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া

গ) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া   ঘ) দুই মেরুর বরফ গলে যাওয়া

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. প্লাস্টিকের ব্যবহার ________ দূষিত করে।

২. জীবাশ্ম জ্বালানি অধিকমাত্রায় ব্যবহারে বায়ুতে ______ বেড়ে যায়।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে _______ প্রয়োজন।

৪. কংক্রিট ব্লকের ব্যবহার পরিবেশের ________ কমায়।

গ. সত্য হলে তার পাশে ‘স’ ও মিথ্যা হলে তার পাশে ‘মি’ লেখ।

১. জলবায়ু পরিবর্তন হলে দুর্যোগের আশংকা কমে যায়।

২. অধিক বন উজাড়ের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে।

৩. তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে।

৪. ডিজেল এক ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ।

২. জলবায়ু পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট তিনটি কারণ লেখ।

৩. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার তিনটি প্রভাব লেখ।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে তোমার করণীয় লেখ।

২. পরিবেশ সংরক্ষণে আমরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারি?

অধ্যায় ২

আমরা মানুষ

১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে ডান পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

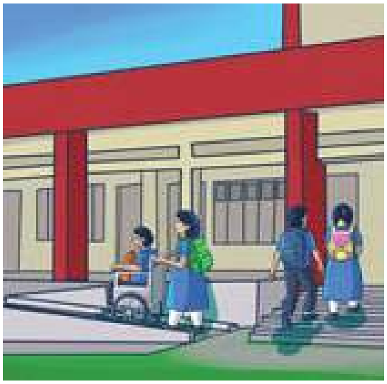

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের জন্য র‍্যাম্প করা হয়েছে কেন?

শিক্ষার্থীর কানে কী লাগানো আছে? এটি কেন প্রয়োজন হয়?

শিক্ষকের দেখানো ছবিটি ভালোভাবে দেখতে শিক্ষার্থীর কীসের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে?

২০২৬

সাগর কুমিল্লার একটি স্কুলে পড়ত। ছোটোবেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় সাগরের পা ভেঙে যায়। পরে সে হাঁটতে পারলেও তার একটি পা অন্য পা থেকে ছোটো থেকে যায়। ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা। বাসার পাশের মাঠে সে তার স্থানীয় বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলত। পায়ের সমস্যা থাকার পরও খুব ভালো খেলত সাগর। তার বাবার চাকুরিতে বদলিজনিত কারণে তারা শরীয়তপুর চলে যায়। নতুন জায়গায়, বিদ্যালয়ের মাঠে সাগরকে কেউ খেলায় নিতো না। কেউ ভাবত তাকে নিলে তাদের দল হেরে যাবে। কেউ ভাবত, তার পায়ের সমস্যা আরও বেড়ে নতুন কোনো সমস্যা তৈরি হতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক লক্ষ করলেন, সবাই যখন খেলে তখন সাগর খুব মন খারাপ করে থাকে। তিনি একদিন তাকে বিদ্যালয়ের দলে খেলার সুযোগ দিলেন। সেদিন তার দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের কারণে জয়ী হলো তার দল। বিদ্যালয়ের সবাই খুব গর্ব করেছিল সাগরকে নিয়ে। শিক্ষকের একটু সহমর্মিতা ও সহপাঠীদের সহযোগিতায় পাল্টে গেল সাগরের জীবন।

খ) সাগরের মতো কোনো বন্ধু থাকলে আমি তাকে যেভাবে সাহায্য করব তা ৫টি বাক্যে লিখি।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু	সাধারণত তাদের প্রয়োজন
শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (শরীরের কোনো একটি অঙ্গ বা অংশ ব্যবহার করে কাজ করতে অসুবিধা হয়।)	* চলাফেরা ও অন্যান্য কাজে অপরের সহযোগিতা * চলাচলের জন্য হুইল চেয়ার, স্ক্রাচ, র‍্যাম্প ইত্যাদি * উপযোগী টয়লেট ও শ্রেণিকক্ষে বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (ছোটো ও দূরের কিছু জিনিস দেখতে অসুবিধা হয় বা কিছুই দেখতে পায় না। অনেকে চলাফেরার সময় ধাক্কা বা হোঁচট খায়।)	* উপযুক্ত চশমা ব্যবহার * শ্রেণিকক্ষে বড়ো লেখা ও উপকরণ ব্যবহার * শ্রেণিকক্ষে সামনে বসার ব্যবস্থা * দেখানোর সাথে সাথে মুখে বলে দেওয়া বা শোনার ব্যবস্থা করা * চাহিদাভিত্তিক শিখন উপকরণ সরবরাহ
অটিস্টিক (এটি মস্তিষ্কের একটি বিকাশগত সমস্যা। তাদের কেউ কেউ চমৎকার প্রতিভার অধিকারী হতে পারে। যেমন– ছবি আঁকা, গান গাওয়া, গাণিতিক সমস্যা সমাধান। সাধারণত দেখা যায়– ১) কথা বলার সময় চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। ২) একই কাজ একটানা করতে থাকে। ৩) একটি নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে। ৪) দলে কাজ করতে অসুবিধা হয়।)	* বিশেষ যত্ন নেওয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা * কথা বলার সময় জটিল শব্দ ব্যবহার না করা * উৎসাহ প্রদান করা * শিক্ষক, অভিভাবক ও সহপাঠীদের আন্তরিকতা * কষ্ট পায় ও রেগে যায় এমন আচরণ না করা
বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (অনেক সময় নিয়ে কাজ করে এবং তার চেয়ে কমবয়সি শিশুদের মতো আচরণ করে। কোনো কিছু গুছিয়ে ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা হয়। কোনো বিষয় বোঝাতে বারবার বুঝিয়ে বলতে হয়।)	* কাজে উৎসাহ প্রদান * আলাদা ও অতিরিক্ত সময় প্রদান * মনোভাব বুঝে সাড়া দেওয়া * বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আচরণ করা

শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (কানে কম শোনে বা শুনতে অসুবিধা হয়। কেউ কেউ নাও শুনতে পারে।)	* কথা বলার সময় ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বোঝানো * কোনো নির্দেশনা মুখে বলার সাথে সাথে লিখে দেয়া * চিত্র বা ভিডিয়ো দেখানো * শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার * শ্রেণিকক্ষের সামনে বসতে দেওয়া * চাহিদাভিত্তিক শিখন উপকরণ সরবরাহ
বাক প্রতিবন্ধিতা (কথা বলতে না পারা বা বলায় জড়তা থাকা।)	* ধীরগতিতে কথা বলা * মনোযোগের সাথে তাকে বোঝার চেষ্টা করা * ভালো আচরণ করা ও না রাগানো * চাহিদাভিত্তিক শিখন উপকরণ সরবরাহ

গ) উপরের ছকে দেওয়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন জেনে তাদের প্রতি আমাদের করণীয় বিষয়ে একটি তালিকা তৈরি করি।

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

ঘ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একজন প্রতিবেশীর চাহিদা অনুযায়ী তাকে আমি কীভাবে সহযোগিতা করব তা লিখি।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমি যেভাবে সহযোগিতা করব–

⊙ ....

⊙ ....

⊙ ....

⊙ ....

২ ছেলেমেয়ের সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের গুরুত্ব

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে বাক্সে দেওয়া শব্দ থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে নিচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে অর্থবোধক বাক্য তৈরি করি।

দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী, অংশগ্রহণ, সমতাভিত্তিক

১. পৃথিবীর উন্নয়নে ছেলেমেয়ে উভয়েরই .... প্রয়োজন।

২. ছেলেমেয়ে দলগতভাবে কাজ করলে .... শিখন পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

৩. ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে .... ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ববোধ তৈরি হয়।

৪. বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছেলেমেয়ে .... হয়ে ওঠে।

সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রস্তুত করতে পারে। বিদ্যালয়ে তাদের উপযোগী কাজ মিলেমিশে করলে কাজের পরিবেশ সুন্দর হয়। পারস্পরিক সম্মানবোধ তৈরি হয়। কেউ নিজেকে অবহেলিত মনে করে না।

২০২৩

সকলেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে একে অপরের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করে। কেউ কিছু বুঝতে না পারলে একে অপরের সহযোগিতায় সহজেই বুঝে নিতে পারে। তাদের মধ্যে সমঅংশগ্রহণ, সমঅধিকার এবং সমমর্যাদা নিশ্চিত হয়। ছেলেমেয়ে উভয়েরই নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়। বিদ্যালয়ের সকল কাজ আমরা মিলেমিশে করব, মিলেমিশে শিখব।

খ) উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে ছেলেমেয়ের জন্য সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের গুরুত্ব লিখি।

ক্রমিক	ছেলেমেয়ের সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের গুরুত্ব
১	
২	
৩	
৪	
৫	

গ) নিচের যে বাক্যগুলো সঠিক তার পাশে টিক চিহ্ন ও যে বাক্যগুলো সঠিক নয় তার পাশে ক্রস চিহ্ন দিই। যেগুলো সঠিক নয় তার পরিবর্তে সঠিক বাক্যটি লিখি।

শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি দলনেতা শুধু ছেলেরাই হতে পারবে।	×
শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি দলনেতা ছেলে ও মেয়ে উভয়ই হতে পারবে।	

ছেলে ও মেয়ে সকলেরই নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে।	

বাগান করা, গাছ লাগানো বা বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজ ছেলেরা ভালো করতে পারে।	

মেয়েদের দায়িত্ব হলো ঘর-বাড়ি ও বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।	

যেকোনো প্রতিযোগিতায় মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি ভালো করে।	

ঘ) শিক্ষকের সহায়তায় ছেলেমেয়ে সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের উপর শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের জন্য একটি ভূমিকাভিনয়ের আয়োজন করি।

৩ ছেলেমেয়ের সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

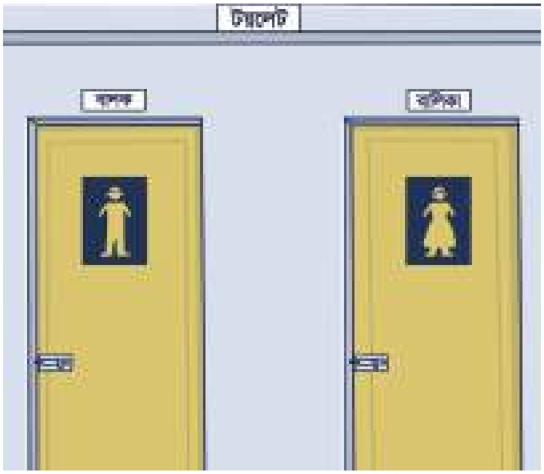

ছবি-৪

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে ছবিগুলোতে আমরা ছেলেমেয়ে সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক যেসব ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি সেগুলো লিখি।

ছবি নং	সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক ক্ষেত্র
১	
২	
৩	
৪	

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী জুঁই। বিদ্যালয় থেকে বাসায় ফিরে জুঁই তার মায়ের সাথে গল্প করছিল। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ক্লাসটি আজ তার খুব ভালো লেগেছে। শিক্ষক পাঠদানের সময় কিছু প্রশ্ন করেন। যারা পারে তাদের হাত তুলতে বললেন। যারা হাত তুলেছে তিনি তাদের মধ্যে দুজনকে আগে উত্তর বলতে বললেন। তারপর যারা হাত তোলেনি এবার তিনি তাদের কাছ থেকে উত্তর জানতে চাইলেন। এভাবে তিনি দুজন ছেলে ও দুজন মেয়ে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর শুনতে চাইলেন। তারপর দলগতভাবে কাজ করতে দিলেন। ছেলে ও মেয়ে নিয়ে প্রতিটি দল গঠন করলেন। কোনো দলে ছেলে আবার কোনো দলে মেয়ে শিক্ষার্থীকে দলনেতা বানালেন। দলের দলনেতা কাজটি উপস্থাপন করল। সবশেষে তিনি পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুটি দলে ভাগ করলেন। দুই দলের মধ্যে তিনি কুইজ প্রতিযোগিতা করলেন। কুইজ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে জুঁইদের দল। জুঁই মাকে আরও খুশির খবর দিলো। সে বলল, "আমরা বিদ্যালয়ে একটি বাগান করেছিলাম। বাগানে আজ পাঁচটি গোলাপ ফুটেছে। বিরতির সময় আমরা সবাই নিজেদের খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছি। বন্ধুদের সাথে কানামাছি খেলেছি। খেলার সময়ে রাজীব, বৃষ্টি, আকাশ ও আমার চোখ বাঁধা হয়েছিল।" কথাগুলো বলতে বলতে হাসতে লাগল জুঁই।

খ) উপরের ঘটনাটি পড়ি ও কোন কোন কাজে সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ ছিল তা লিখি।

ক্রমিক	সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ
১	
২	
৩	
৪	

গ) নিচে দেওয়া আকাশ, আশা, তিশা, আনা, বাদল ও কুসুমের বিবৃতিগুলো পড়ি এবং খালি ঘরে আমার করণীয় লিখি।

আমি যখন পড়তে বসি, তখন আমার বোন মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে

আকাশ

আমি কী করব?

আমার বিদ্যালয়ে ছেলেদের খেলার সুযোগ আছে আমাদের নেই

আশা

আমরা কী করব?

২০২৫

তিশা		আনা	
আমার শ্রেণিতে সব সময় ছেলেরাই শ্রেণি ক্যাপ্টেন হয়, আমিও হতে চাই		আমাদের স্কুলে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট নেই	
তিশা	আমি কী করব?	আনা	আমরা কী করব?

বাদল		কুসুম	
আমার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রশ্ন করার সময় মেয়েদের গুরুত্ব দেন বেশি		আমার বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছেলেদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়	
বাদল	আমি কী করব?	কুসুম	আমরা কী করব?

ঘ) সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ তৈরিতে আমি কী কী কাজ করতে পারি তা লিখি।

* --
* --
* --

২০২৬

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ‘একই কাজ বারবার করার প্রবণতা’ নিচের কোন ধরনের শিশুর বৈশিষ্ট্য?

ক) শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত   খ) অটিস্টিক

গ) বুদ্ধিগত সমস্যাগ্রস্ত   ঘ) শ্রবণ সমস্যাগ্রস্ত

২. সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যে কী তৈরি হয়?

ক) হতাশা   খ) নিরাপত্তাবোধ

গ) অসহযোগিতার মনোভাব   ঘ) একাকিত্ব

খ. সত্য হলে তার পাশে ‘স’ ও মিথ্যা হলে তার পাশে ‘মি’ লেখ।

১. শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত শিশুরা ধীর গতিতে কথা বলে।

২. বিদ্যালয়ে মিলেমিশে কাজ করলে সকলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

৩. মিলেমিশে কাজ করলে কাজে বেশি ভুল হয়।

৪. সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে সবাই একে অপরের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করে।

গ. বাম পাশের শব্দগুচ্ছের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা	কথা বলায় অসুবিধা
বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা	একই কাজ একটানা করতে থাকা
শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা	দেখতে অসুবিধা
বাক প্রতিবন্ধিতা	কোনো বিষয় গুছিয়ে বলতে অসুবিধা
	অনেক সময় নিয়ে কাজ করা
	শুনতে অসুবিধা

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অটিস্টিক শিশুর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

২. বিদ্যালয়ে মিলেমিশে কাজ করার তিনটি সুবিধা লেখ।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রবণ ও বাক সমস্যাগ্রস্ত সহপাঠীকে তুমি কীভাবে সহযোগিতা করবে?

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

১ গারো

ছবি-১

ছবি-২

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছবি-১	নারী ও পুরুষ কী ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন?	নারী	পুরুষ

ছবি-২	কীসের ছবি?	
	তারা কী করছেন?	

বাংলাদেশে সাধারণত ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল জেলায় গারো নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। তাদের বিশেষভাবে তৈরি ঘরের নাম নকমান্দি। গারোদের নিজস্ব ভাষার নাম আচিক বা গারো ভাষা। গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। সমাজে সন্তানদের বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার মায়ের গোত্রের দিক থেকে হয়। তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে বিশ্বাসী। গারো নারী-পুরুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের থেকেও বেশি পরিশ্রম করে। গারোদের আদি ধর্মের নাম সাংসারেক। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ গারো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। তারা ভাত, মাছ, মাংস এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খেতে পছন্দ করে। গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম দকবান্দা ও দকসারি। পুরুষেরা শার্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি পরিধান করে।

গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম ওয়ানগালা। এই সময়ে তারা দেবতা সালজং-এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নতুন শস্য উৎসর্গ করে। এদেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে সবার মতো তারাও অবদান রেখে চলেছে। গারো নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জেনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা উচিত।

খ) অনুচ্ছেদটি পড়ে গারোদের প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে নিচের তথ্যগুলো পূরণ করি।

গ) নিচের ছকে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও গারো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে ছকে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	বাঙালি	গারো
ভাষা		
পোশাক		
খাবার		
জীবনধারা		
উৎসব		

ঘ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/বাঙালিদের প্রতি আমরা যেভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করব সে সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখি।

----

২ খাসি

ছবি-১

ছবি-২

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছবি-১	নারী ও পুরুষ কী ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন?	নারী	পুরুষ

ছবি-২	কীসের ছবি?	
	তারা কী করছেন?	

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় খাসি জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তাদের জীবনযাপনে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য। তারা গ্রামকে পুঞ্জি বলে। খাসি জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। নারী-পুরুষ কঠোর পরিশ্রমী। তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। সমাজে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে কৃষি ও সংসারের কাজকর্ম করে। তারা কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। তারা প্রচুর পান ও সুপারি চাষ করে। বাড়িতে অতিথি এলে পান-সুপারি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে। তাদের ভাষার নাম মনখেমে। তারা বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। তাদের প্রধান দেবতার নাম উব্লাই নাংথউ। খাসিদের প্রধান খাবার ভাত, মাছ, মাংস, শুঁটকি। খাসি মেয়েরা কাজিম পিন নামক ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরে। আর ছেলেরা পকেট ছাড়া শার্ট ও লুঙ্গি পরে, যার নাম ফুংগ মারুং। তারা 'খাসি সেং কুটস্নেম' বা বর্ষবিদায় উৎসব পালন করে। এ উৎসবে তারা নতুন বছরকেও বরণ করে। এই উৎসবে তারা মেলাসহ নাচ, গান ও খেলার আয়োজন করে।

এছাড়াও সকল ধরনের অনুষ্ঠান যেমন– পূজাপার্বণ, বিয়ে, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নাচ, গান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে খাসি জনগোষ্ঠী উৎসবের আয়োজন করে। বাংলাদেশের বসবাসকারী খাসি জনগোষ্ঠী এদেশেরই অবিচ্ছেদ্য এবং অনিবার্য অংশ। এদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মতো খাসি জনগোষ্ঠীও অবদান রেখে চলেছে।

খ) খাসি জনগোষ্ঠীর প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিখি।

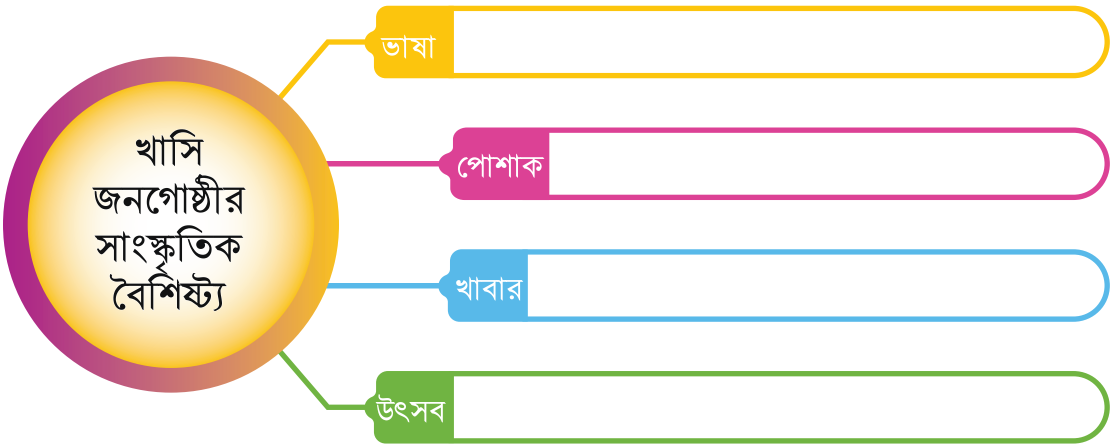

গ) গারো ও খাসি নৃগোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে নিচের ছকে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	খাসি	গারো
ভাষা		
পোশাক		
খাবার		
জীবনধারা		
উৎসব		

ঘ) একটি খাসি/বাঙালি পরিবার আমার প্রতিবেশী। তাদের প্রতি আমার করণীয় সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখি।

----

৩ ওঁরাও

ছবি-১

ছবি-২

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছবি-১	নারী ও পুরুষ কী ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন?	নারী	পুরুষ

ছবি-২	কীসের ছবি?	
	তারা কী করছেন?	

ওঁরাও জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে বসবাস করে। ওঁরাওদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। সমাজে সন্তানদের পরিচিতি, বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা বাবার গোত্রের দিক থেকে হয়। তারা নারী ও পুরুষ উভয়ই পরিশ্রমী। এই জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। তাদের প্রধান দেবতার নাম ধার্মেশ। ওঁরাওদের ভাষার নাম কুড়ুখ ও সাদরি। ওঁরাওদের জীবন কৃষিনির্ভর। তারা গবাদি পশুসহ হাঁস-মুরগি পালন করতে ভালোবাসে। তাদের প্রধান খাবার ভাত। এছাড়া তারা গম, ভুট্টা, মাছ, মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খেয়ে থাকে। পুরুষেরা ধুতি, লুঙ্গি, শার্ট ও প্যান্ট পরে। মেয়েরা শাড়ি ও ব্লাউজ পরে। নারীরা বিভিন্ন অলংকার পরিধান করে। ওঁরাওদের প্রধান উৎসবের নাম কারাম। ভাদ্র মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। এছাড়াও তারা প্রতি

২০২৫

মাসে ও ঋতুতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে। নৃত্য ও সংগীত ওঁরাও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে।

ওঁরাওদের ঘরের দেয়াল সাধারণত মাটির এবং ছাউনি ছন ও খড়ের। তাদের অধিকাংশ ঘর আকৃতিতে ছোটো ও চারচালা বিশিষ্ট। ওঁরাওদের ঘরগুলো খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের দেয়ালে অঙ্কন করা হয় গাছ, লতা-পাতা, ফুল, পাখি ইত্যাদি। এগুলো বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

খ) উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১) ওঁরাওদের প্রধান খাবার ----------------------।

২) তাদের প্রধান ---------------------- ধার্মেশ।

৩) ওঁরাওদের ভাষার নাম --------------- ও -----------------।

গ) ওঁরাও ও খাসি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে নিচের ছকে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	ওঁরাও	খাসি
ভাষা		
পোশাক		
খাবার		
জীবনধারা		
উৎসব		

ঘ) আমাদের শ্রেণিতে একজন নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। শিক্ষক জানালেন, আমাদের নতুন সহপাঠী একজন ওঁরাও পরিবারের সদস্য। আমি যেভাবে তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ ও সহযোগিতা করব সে সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখি।

----

৪ ম্রো

ছবি-১

ছবি-২

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছবি-১	নারী ও পুরুষ কী ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন?	নারী	পুরুষ

ছবি-২	কীসের ছবি?	
	তারা কী করছেন?	

বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ম্রো নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। ম্রো পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। তাদের রয়েছে গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। ম্রোদের নিজস্ব ভাষার নাম ম্রো এবং এর লিখিত রূপ আছে। ম্রোরা প্রকৃতিপূজারি এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তারা সৃষ্টিকর্তাকে থোরাই নামে ডেকে থাকে। বর্তমানে তাদের মধ্যে অনেকে নতুন প্রবর্তিত ধর্ম ক্রামা এবং খ্রিষ্টধর্ম পালন করছে। তাদের প্রধান খাবার ভাত, শাকসবজি, শুঁটকিমাছ ও বিভিন্ন ধরনের মাছ-মাংস। যেকোনো তরকারি রান্না করতে তারা নাপ্পি ব্যবহার করে থাকে। ম্রোরা জুম চাষ করে জীবনধারণ করে। বর্তমানে জুম চাষের সুবিধা কমে যাওয়ায় তারা ফলজ বাগাননির্ভর হয়ে পড়েছে। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও ক্ষেতে কাজ করে।

ম্রো পুরুষেরা খাটো সাদা পোশাক বা লেংটি পরে, এর নাম দংকের। মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম ওয়াংক্লাই। তারা বর্ষবরণের জন্য চাংক্রান উৎসব পালন করে। এছাড়া জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ম্রোরা বিভিন্ন আচার উৎসব পালন করে। তাদের একটি রীতি অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ে শিশু উভয়েরই বয়স ৩ বছর হলে কান ছিদ্র করে দেওয়া হয়। অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো ম্রোদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

খ) ম্রোদের প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিখি।

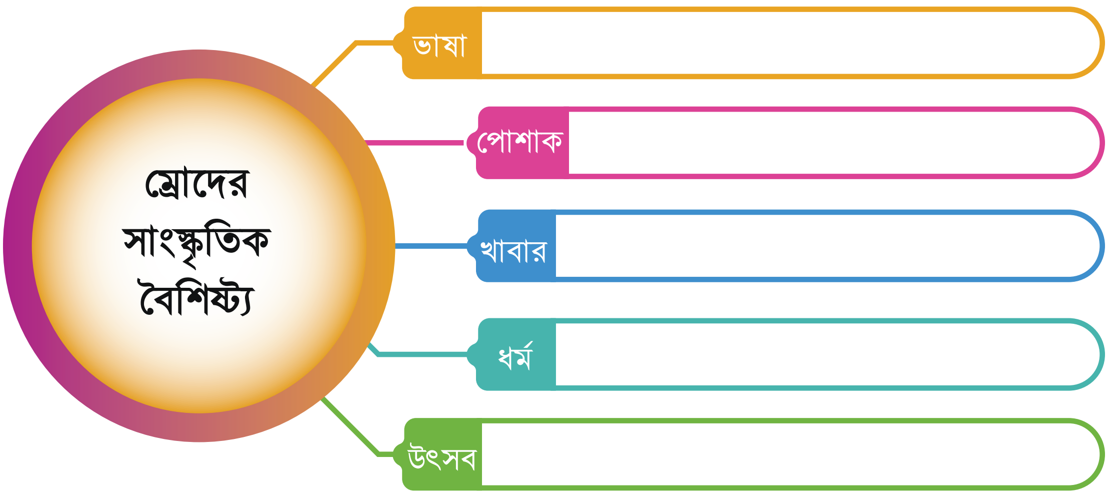

গ) ম্রো ও ওঁরাও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে নিচের ছকে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	ম্রো	ওঁরাও
ভাষা		
পোশাক		
খাবার		
জীবনধারা		
উৎসব		

ঘ) সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের যেরূপ আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি।

----

৫ সাঁওতাল

ছবি-১

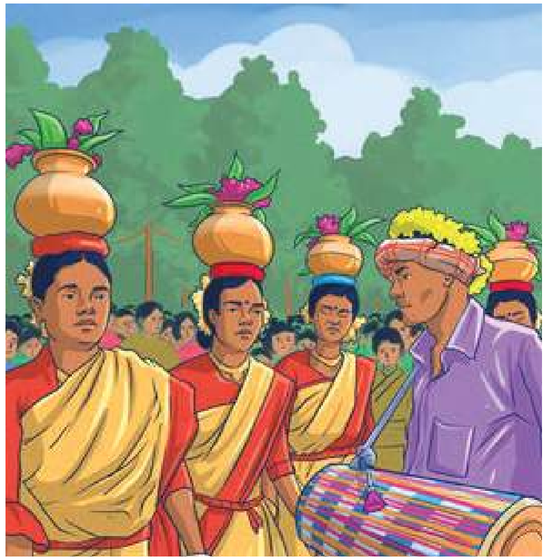

ছবি-২

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

		নারী	পুরুষ
ছবি-১	নারী ও পুরুষ কী ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন?		

ছবি-২	কীসের ছবি?	
	তারা কী করছেন?	

বাংলাদেশের দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় সাঁওতালদের বসবাস। এই নৃগোষ্ঠী পিতৃতান্ত্রিক। তাদের প্রধান পেশা কৃষি। কৃষিকাজে তারা খুবই পারদর্শী। এছাড়াও মাছ ধরা, চা বাগানের কাজ, কুটির শিল্পসহ আরও নানা ধরনের কাজ করে থাকেন। সাঁওতাল নারী-পুরুষ সকলেই কর্মঠ এবং মাঠে-ময়দানে কাজ করে। সাঁওতালদের প্রধান খাবার ভাত। এছাড়াও তারা মাছ, মাংস ও সবজি খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের নিজস্ব ভাষার নাম সাঁওতাল ভাষা। তারা প্রকৃতিপূজারি ও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। তাদের ঘরগুলো ছোটো এবং মাটি, ছন ও খড়ের তৈরি।

সাঁওতালরা অতিথিপরায়ণ। তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসেন। মেয়েদের দুই খণ্ড কাপড়ের উপরের অংশকে বলা হয় 'পানচি' এবং নিচের অংশকে বলা হয় 'পাড়হাট'। ছেলেরা আগে ধুতি পরতেন। বর্তমানে লুঙ্গি, গেঞ্জি ও শার্ট পরেন। তাদের প্রধান উৎসব সোহরাই। ফসল তোলার পর পৌষ মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। আমাদের সাঁওতালসহ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জেনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা উচিত।

খ) সাঁওতাল ও ম্রো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে নিচের ছকে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	সাঁওতাল	ম্রো
ভাষা		
পোশাক		
খাবার		
জীবনধারা		
উৎসব		

গ) নিচের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যবহার করে পরের পৃষ্ঠার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত ধারণাচিত্রটি সম্পূর্ণ করি।

আচিক	কুড়ুখ ও সাদরি
মনখেমে	জুম চাষ
ধার্মেশ	ধুতি
নাপ্পি	দকবান্দা
পানচি ও পাড়হাট	সেং কুটস্নেম
সোহরাই	কারাম
সাংসারেক	দংকের
ফুংগ মারুং	পিতৃতান্ত্রিক

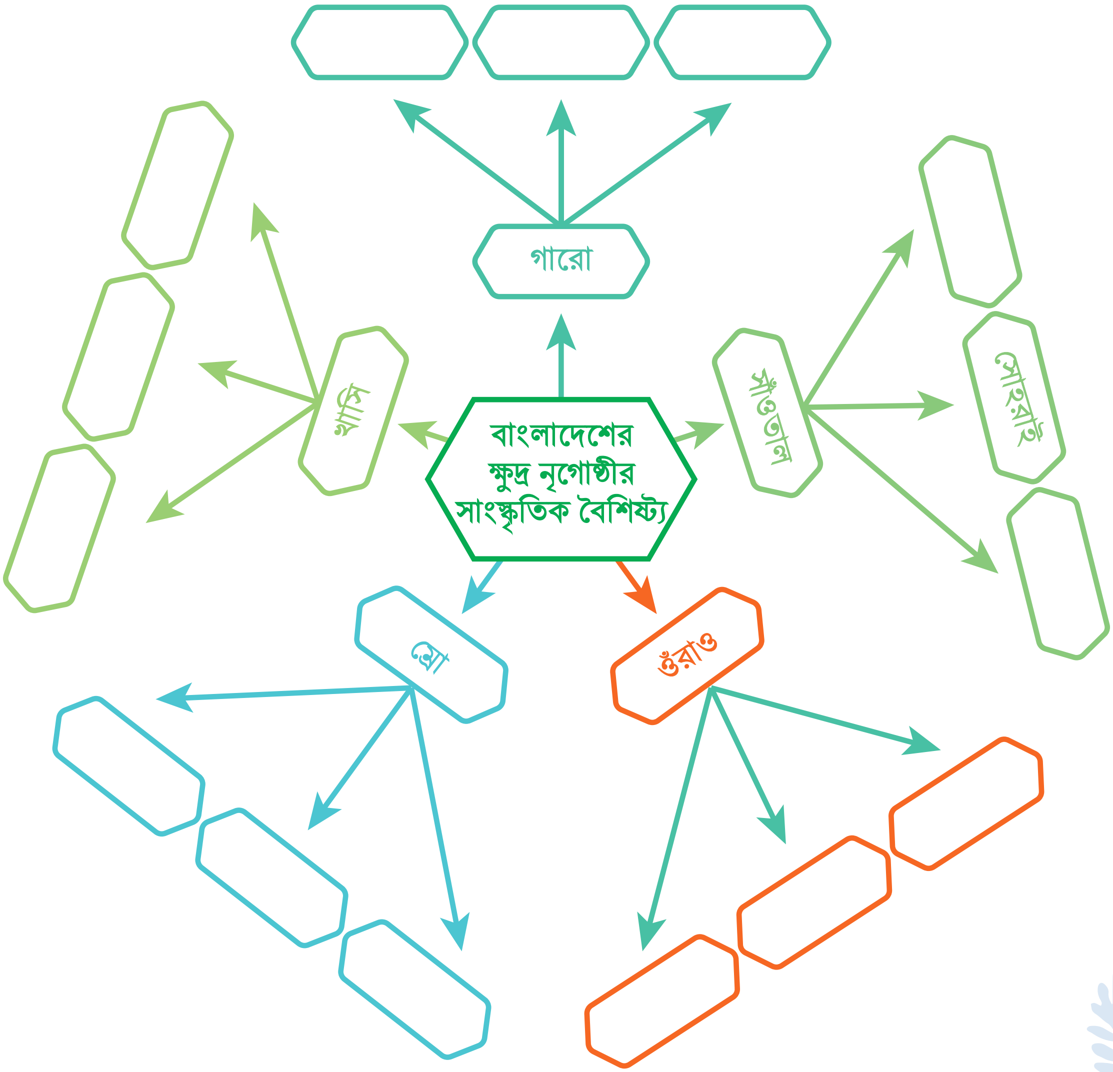
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য
গারো
খাসি
সাঁওতাল
সোহরাই
ম্রো
ওঁরাও

ঘ) বাংলাদেশের গারো, খাসি, ম্রো, ওঁরাও ও সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী সাধারণত যে জেলায় বসবাস করে তা নিচের মানচিত্রে ঐ জেলাকে চিহ্নিত করি।

২০২৪

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. গারোদের নিজস্ব ভাষা কোনটি?

ক) আচিক খ) মনখেমে গ) কুরুখ ঘ) সাদরি

২. নিচের কোন নৃগোষ্ঠী বান্দরবান জেলায় বসবাস করে?

ক) গারো খ) খাসি গ) ম্রো ঘ) সাঁওতাল

৩. সাঁওতালদের প্রধান উৎসব–

ক) চাংক্রান খ) সোহরাই গ) কারাম ঘ) ওয়ানগালা

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. খাসি সমাজ _______ ।

২ ম্রো নৃগোষ্ঠীর জীবনধারণের জন্য ______ চাষ করে।

৩. গারোদের বিশেষভাবে তৈরি _______ নাম নকমান্দি।

৪. আমরা সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি ______ করব।

গ. বাম পাশের শব্দগুচ্ছের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
গারোদের উৎসব	সাংগ্রাই
ম্রোদের উৎসব	ওয়ানগালা
ওঁরাওদের উৎসব	সেং কুটস্নেম
খাসিদের উৎসব	বিঝু
	কারাম
	চাংক্রান

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ওঁরাও জনগোষ্ঠীর তিনটি খাবার ও পোশাকের নাম লেখ।

২. গারো নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় বাস করে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. খাসি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা বর্ণনা করো।

২. বাংলাদেশের সাঁওতাল ও ম্রো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৪

আমাদের স্মরণীয় নেতা

১ এ কে ফজলুল হক

অবিভক্ত বাংলায় এ কে ফজলুল হক ছিলেন অত্যন্ত সাহসী একজন অবিসংবাদী নেতা। তাঁর সাহস ও দৃঢ় মনোভাবের জন্য তাঁকে শেরে বাংলা বা বাংলার বাঘ বলা হতো। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। ইংরেজি, বাংলা ও উর্দুতে অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। তাঁর পুরো নাম আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি ১৮৭৩ সালে বর্তমান বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (এসএসসি), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ (এইচএসসি) এবং বিএ (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গণিত শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৮৯৭ সালে কলকাতার 'ইউনিভার্সিটি ল কলেজ' থেকে বিএল ডিগ্রি লাভ করে আইন পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন।

পিতার মৃত্যুর পরে তিনি বরিশাল শহরে চলে আসেন। ১৯০৬ সালে আইন পেশা ছেড়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ফজলুল হক সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। একই বছরে তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত হক সাহেব ছিলেন সমবায়ের সহকারী রেজিস্ট্রার। পরবর্তীকালে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি জনসেবামূলক কাজ ও আইন পেশাকে বেছে নেন। ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত শেরে বাংলা ছিলেন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি। তিনি ১৯৩৫ সালে কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করেন। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। সেসময় এদেশে জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। দেশের বেশিরভাগ জমির মালিক ছিল কিছু জমিদার। আর বাকি সবাই ছিল প্রজা। শেরে বাংলা এই জমিদারি প্রথা বাতিল করে কৃষকের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেন। মহাজনদের ঋণের অত্যাচার থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন।

এদেশের মানুষের শিক্ষার জন্য তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। ১৯২৪ সালে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। তখন শিক্ষাসংক্রান্ত অবকাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষভাবে বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষার নতুন কাঠামো তৈরিতেও তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্দশাগ্রস্ত ও অতি দরিদ্রদের সাহায্য করতে তিনি ছিলেন উদার। তাঁর উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

ক) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে নিচের তালিকা পূরণ করি।

প্রশ্ন	উত্তর
১। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?	
২। তিনি কোন নামে অধিক পরিচিত ছিলেন?	
৩। তাঁকে বাংলার বাঘ উপাধিতে কেন ভূষিত করা হয়?	

খ) এদেশের প্রজা সাধারণের ভাগ্য উন্নয়নে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিশেষ অবদানের তালিকা তৈরি করি।

১.

২.

৩.

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার তথ্যের আলোকে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সম্পর্কে একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করি।

২ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের মজলুম জননেতা হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। মজলুম শব্দের অর্থ নির্যাতিত বা নিপীড়িত। মওলানা ভাসানী সারাজীবন নির্যাতিত মানুষের জন্য কাজ করেছেন। তিনি শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করার ফলে বহুবার জেল খেটেছেন। মওলানা ভাসানী ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুল ও মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে কিছুদিন তিনি ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট এলাকার কালা গ্রামে একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। ত্রিশের দশকের শেষদিকে তিনি আসামের ঘাগমারায় বসবাসকারী বাঙালিদের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ঐ এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাসানচরে বন্যার কবল থেকে বাঙালি কৃষকদের রক্ষার জন্য তিনি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। ভাসানচরের জনসাধারণ তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে 'ভাসানী' উপাধি দিয়ে সম্মান জানায়।

১৯৩৭ সালে ভাসানী মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং অচিরেই দলের আসাম শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সর্বদা সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলন ও সংগ্রাম করে গেছেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে শাসকশ্রেণির জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ছাত্র-জনতা নিহত হলে ভাসানী এর কঠোর প্রতিবাদ করেন। তাতে শাসকগোষ্ঠী রুষ্ট হয়ে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে মওলানা ভাসানী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মওলানা ভাসানী এমন একটি সমাজ চাইতেন যেখানে মানুষের উপর নির্যাতন থাকবে না, সমাজে বৈষম্য থাকবে না। তিনি গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন। দেশ ও দেশের মানুষের উপর করা

সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন। ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ফারাক্কা অভিমুখে তাঁর লংমার্চ জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন পায়। শিক্ষার বিস্তারে তিনি ভারতের আসামে এবং বাংলাদেশে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী মৃত্যুবরণ করেন।

ক) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে নিচের তালিকা পূরণ করি।

প্রশ্ন	উত্তর
১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?	
২. মওলানা ভাসানীকে কেন মজলুম জননেতা বলা হয়?	
৩. তাঁর নামের সাথে 'ভাসানী' শব্দটি কীভাবে যুক্ত হয়?	
৪. এদেশের মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে তাঁর জীবনী থেকে কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?	

খ) উপরের অনুচ্ছেদটুকু পড়ে বাঙালির অধিকার আদায়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অবদান লিখি।

- ....
- ....
- ....

গ) মওলানা ভাসানীর জীবনী থেকে আমরা কী কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা নিচের ছকে লিখি।

- ....
- ....
- ....

৩ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার একজন প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৮৯২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (সম্মান) ও বিসিএল ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরে তিনি আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একজন দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক। তিনি কলকাতা খেলাফত কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে নাবিক, রেল কর্মচারী, পাটকল ও সুতাকল কর্মচারী, রিকশাচালক, গাড়িচালক প্রভৃতি মেহনতি মানুষের প্রায় ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, বাংলা প্রাদেশিক সরকারের শ্রমমন্ত্রী, সরবরাহ মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি মুসলিম লীগেরও গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। হিন্দু-মুসলিমদের মিলন ও সংহতি রক্ষায় তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। এই যুক্তফ্রন্ট গঠনে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান ভূমিকা পালন করেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে পাকিস্তানে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারে সোহ্‌রাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন পাকিস্তানের সকল জাতি ও সকল ধর্মের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত সুনাম ও সুখ্যাতির জন্য তিনি কখনো লালায়িত ছিলেন না। দলীয় সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখতে তিনি সদা তৎপর থাকতেন। ১৯৬৩ সালে ৫ই ডিসেম্বর বৈরুতের এক হোটেল কক্ষে গণতন্ত্রের এই অতন্দ্র প্রহরী মৃত্যুবরণ করেন।

ক) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

প্রশ্ন	উত্তর
১. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?	
২. তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন?	
৩. তিনি কোন পেশার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন?	

খ) হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবনী থেকে নিচের বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করি।

শিক্ষা	কর্ম	রাজনীতি
১.	১.	১.
২.	২.	২.

গ) হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের তালিকা তৈরি করি।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

২০২৬

৪ শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় গিমাডাঙ্গা স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৭ সালে বিএ পাশ করেন। তিনি কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন। ছাত্র অবস্থায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতি শুরু করেন এবং তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

ভারতবর্ষ বিভক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি পাকিস্তান সরকারের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ফলে তাঁকে অনেকবার কারাবরণ করতে হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কল্যাণের জন্য ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এর প্রতিবাদে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি নিঃশর্ত মুক্তিলাভ করেন। পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ফলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এতে পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আটক করে পাকিস্তানে কারাবন্দি করে রাখে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পরিবারের সদস্যবর্গসহ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

ক) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

প্রশ্ন	উত্তর
১. শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?	
২. তিনি কোন কলেজে পড়াশোনা করতেন?	
৩. তাঁকে কখন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়?	

খ) উপরের অনুচ্ছেদটুকু পড়ে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবদানগুলোর তালিকা প্রস্তুত করি।

- ....
- ....
- ....

গ) শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী থেকে নিচের বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করি।

শিক্ষা	রাজনীতি
১.	১.
২.	২.

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কে?

ক) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
খ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
গ) হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কী হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত?

ক) বাংলার বাঘ
খ) মজলুম জননেতা
গ) অবিসংবাদী নেতা
ঘ) রাজনীতিবিদ

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. ঋণের অত্যাচার থেকে __________ বাঁচানোর জন্য ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করা হয়।

২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানচরে কৃষকদের জন্য __________ ভিত্তিতে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন।

৩. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী __________গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

গ. বাম পাশের নামের সাথে ডান পাশের শব্দগুচ্ছের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
এ কে ফজলুল হক	শ্রমিকনেতা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন
আবদুল হামিদ খান ভাসানী	কৃষকনেতা
হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী	বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান	মজলুম নেতা
	বাংলার বাঘ
	যুবনেতা

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঋণ সালিশি বোর্ড কেন গঠন করা হয়েছিল?

২. মওলানা আবদুল হামিদ খানকে কেন 'ভাসানী' উপাধি দেয়া হয়?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ইতিহাসে স্মরণীয় নেতাদের জীবনী থেকে কী কী আদর্শ গ্রহণ করতে পারো তা বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৫

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

১ স্বাধীনতা ঘোষণার পটভূমি ও মুজিবনগর সরকার

ক) ছবিগুলো দেখে পাশের ঘরের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৬

১. ছবিটি কোন আন্দোলনের?

----

২. আন্দোলনটি কখন হয়েছিল?

----

৩. ছয় দফা আন্দোলন কেন করা হয়েছিল?

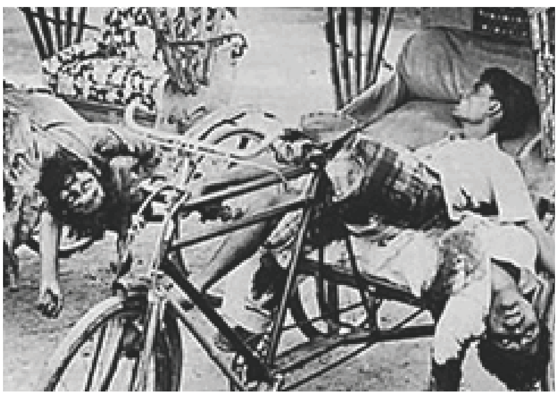

২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যা, ১৯৭১

১. ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?

----

২. কখন এ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল?

----

৩. কারা এ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল?

পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। প্রথমেই আঘাত করে বাংলা ভাষার উপর। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। এদেশের মানুষ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেও বেশি দিন টিকতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। পাকিস্তানের শাসন-শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এদেশের মানুষকে বারবার সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর এসেছে সত্তরের জাতীয় নির্বাচন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় লাভ করে। কিন্তু শাসকচক্র ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। আলোচনার মধ্যেই ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্বর হামলা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, শিক্ষকদের বাসভবন, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ইপিআর সদর দফতরসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। প্রতিরোধ গড়ে তুলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের সদস্যরা। এ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পুলিশ, ইপিআর সদস্যসহ নির্বিচারে সবার উপর গণহত্যা চালায়। পাকবাহিনী এই আক্রমণের নাম দেয় ‘অপারেশন সার্চলাইট’। এটিই বাংলাদেশের ইতিহাসে ‘কালরাত’ নামে পরিচিত। ঐ রাতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করা হয়। ২৬শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদ পড়ে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট ধারাবাহিকভাবে ছকে উপস্থাপন করি।

সাল/তারিখ	কী ঘটেছিল
১৯৫২ সাল	
১৯৫৪ সাল	
১৯৫৮ সাল	
১৯৬৬ সাল	
১৯৬৯ সাল	
১৯৭০ সাল	
১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ	

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এটি মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বিশ্বজনমত গড়ে তোলা।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকাননে (বর্তমানে মুজিবনগর নামে পরিচিত) এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারে রাষ্ট্রপতি ছিলেন– শেখ মুজিবুর রহমান। এ সরকারের অন্য সদস্যগণ হলেন: উপ-রাষ্ট্রপতি– সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), প্রধানমন্ত্রী– তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী– এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী– এএইচএম কামরুজ্জামান।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় এমএজি ওসমানীকে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। যুদ্ধের সময় এ সরকার বিদেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে। বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। তাঁরা বহির্বিশ্বের সরকার ও জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকার গঠনের ফলে মুক্তিযুদ্ধে গতি সঞ্চার হয়। এ সরকার বিদেশি রাষ্ট্রের সমর্থন অর্জন করতে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য আসতে শুরু করে।

গ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে তথ্যগুলো খুঁজে বের করি।

বিষয়	বাম পাশের বিষয়ের আলোকে তথ্য লিখি
মুজিবনগর সরকার গঠন	
১৭ই এপ্রিল ১৯৭১	
রাষ্ট্রপতি	
প্রধানমন্ত্রী	
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	
প্রধান সেনাপতির নাম কী	
যে স্থানে সরকার গঠিত হয়েছিল	

ঘ) মুজিবনগর সরকারের অবদান লিখি।

১.

২.

৩.

৪.

২ মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী

ছবি-১ এমএজি ওসমানী, ১৯৭১

ছবি-২ মুক্তিবাহিনী, ১৯৭১

ছবি-৩ ১৯৭১

ছবি-৪ ১৯৭১

২০২৬

ক) পূর্বের পৃষ্ঠার ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নের আলোকে বিশ্লেষণ করি।

প্রশ্ন	ছবি-১	ছবি-২	ছবি-৩	ছবি-৪
কাকে/কাদেরকে দেখতে পাচ্ছি?				
সে/তাঁরা কী করছে?				
এ কাজটি কখন ঘটেছে?				
কেন তাঁরা কাজটি করছে?				

মুক্তিবাহিনী

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, পুলিশ, ইপিআর ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী।

উপ-প্রধান সেনাপতি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। মুক্তিবাহিনীকে ৩টি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল; মেজর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে 'কে' ফোর্স, মেজর কেএম শফিউল্লাহর নেতৃত্বে 'এস' ফোর্স এবং মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'জেড' ফোর্স। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যুবকদের যুবক্যাম্পে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হতো। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা মাইন বসিয়ে রাস্তা ও সেতু নষ্ট করে পাকসেনাদের যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি করেন। বন্দর অচল করে দেন। মুক্তিবাহিনী গেরিলা আক্রমণ করে হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করতে থাকেন।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তের একটি দৃশ্য। কমান্ডোদের সবার বুকে মাইন। ছবিটি চাঁদপুর এলাকায় তোলা।

নৌ-কমান্ডো ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে প্রথম অভিযান পরিচালনা করে। এদিন রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে মংলা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে। পাকিস্তান বাহিনীর ২৬টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ এবং গানবোট ডুবিয়ে দেয়।

২০২৫

নারী মুক্তিযোদ্ধারাও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। সেবা-চিকিৎসা, ওষুধপত্র, খাবার, প্রয়োজনীয় অর্থ ও গোপন তথ্য আদান-প্রদানে নারী মুক্তিযোদ্ধাগণ অবদান রাখেন। অস্ত্র বহন, অস্ত্র চালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে নারী মুক্তিযোদ্ধারা পিছপা হননি।

সাংস্কৃতিক কর্মীরা বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র গান, কবিতা, চরমপত্র ও সংবাদ বুলেটিন প্রচার করে। এ কাজ মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছে।

যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এ অবদান আমরা কখনো ভুলব না।

খ) অনুচ্ছেদটি পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান লিখি।

২০২৬

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের অবদান রয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেননি তাঁরা নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষই মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, চিকিৎসা, অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। অনেকে আবার শত্রুবাহিনীর খবর সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়েছেন। নারীরা খাবার রান্না করে, জামা-কাপড় সংগ্রহ করে এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়ে সহায়তা করেছেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষও এ যুদ্ধে অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদান ভুলার নয়। তাঁরা দেশকে ভালোবাসতে ও দেশের প্রয়োজনে নিজেকে কীভাবে উৎসর্গ করতে হয় তা শিখিয়েছেন।

গ) সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে অবদান রেখেছেন তা লিখি।

অবদানের ক্ষেত্র	কীভাবে অবদান রেখেছেন
খাদ্য	
আশ্রয়	
সেবা/সাহায্য	
যোগাযোগ	

ঘ) 'মুক্তিবাহিনী' ও 'মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ' অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে প্রশ্ন তৈরি ও জিজ্ঞাসা করি।

৩ মুক্তিযুদ্ধকালে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ভূমিকা

ক) ছবি পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী
শরণার্থী শিবির, ১৯৭১

১. ছবিটি কোন সময়ের?

----

২. শরণার্থী শিবিরটি কোথায়?

----

৩. কেন তারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল?

'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ', জর্জ
হ্যারিসন, নিউইয়র্ক, ১৯৭১

১. ছবিতে কে গান গাইছেন?

----

২. কখন ও কোথায় গেয়েছিলেন?

----

৩. তিনি কী উদ্দেশ্যে গান গেয়েছিলেন?

যুবক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ,
ভারত ১৯৭১

১. ছবিটি কোন সময়ের?

----

২. ছবিটি কীসের?

----

৩. কোথায় ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল?

----

৪. কাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল?

স্থানীয় জনগণ নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেন। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষ নেয়। পাকিস্তান সরকার শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস নামে বিভিন্ন বাহিনী গড়ে তোলে। এসব বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে বিপক্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করে। তারা হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুটপাট, বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। এদেশের নারীদের ধরে নিয়ে হানাদার বাহিনীর হাতে পৌঁছে দেওয়ার মতো জঘন্য কাজও তারা করেছে।

হানাদার বাহিনীর অত্যাচার

হানাদার বাহিনী এদের সহায়তায় এ দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা করে। ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে তারা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়।

তাছাড়া কিছু দেশের সরকারও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে। আবার অনেক দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানায়। প্রতিবেশী দেশ ভারত সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানায়। ভারত এদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবা দেয়। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারত মিত্রবাহিনী গঠন করে।

ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় শিল্পী জর্জ হ্যারিসন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। এই কনসার্ট হতে সংগৃহীত প্রায় ২,৫০,০০০ ডলার শরণার্থীদের সাহায্যার্থে দেওয়া হয়েছিল।

খ) বিষয়বস্তু পড়ে মুক্তিযুদ্ধকালে স্থানীয় শক্তিসমূহের তালিকা তৈরি করি।

গ) বিষয়বস্তুর আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালে স্থানীয় বিপক্ষ শক্তির কর্মকাণ্ড নিচে লিপিবদ্ধ করি।

১.

২.

৩.

ঘ) আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে সহায়তা করেছিল তা নিম্নের ছকে লিখি।

১	
২	
৩	

৪ আমাদের বিজয়

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ

১. ছবিটি কোন সময়ের?

----

২. তারা কী করছেন?

----

৩. এ কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশ কী অর্জন করে?

পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ, ১৯৭১

১. ছবিটি কোন সময়ের?

----

২. ছবিতে কাদের দেখা যাচ্ছে?

----

৩. তারা কী করছেন?

মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের বিজয় উল্লাস, ১৯৭১

১. ছবিটি কোন সময়ের?

----

২. ছবিতে কাদের দেখা যাচ্ছে?

----

৩. তাঁরা কী করছেন?

মুক্তিবাহিনীর বহুমুখী আক্রমণে পকিস্তানি বাহিনী দুর্বল হতে থাকে। অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকেই অনেক অঞ্চল মুক্ত হতে শুরু হয় । ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলে যৌথবাহিনী গঠন করা হয়। যৌথবাহিনীর প্রধান ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতে বোমা হামলা করে। জবাবে যৌথবাহিনী একযোগে স্থল, নৌ ও বিমান হামলা চালায়। জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলে। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ৫টা ১০ মিনিটে জেনারেল নিয়াজি ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে যৌথবাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার নিকট রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার। পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস।

খ) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে কখন কী ঘটেছিল তা ধারাবাহিকভাবে নিচের ছকে লিখি।

কখন	কী ঘটেছিল
২১শে নভেম্বর, ১৯৭১	

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার তথ্য নিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. কোন জায়গায় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়?	
২. কোন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে?	
৩. জেনারেল নিয়াজি কতজন সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে?	
৪. বাংলাদেশের পক্ষে কে উপস্থিত ছিলেন?	

বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক চারটি রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদান করে।

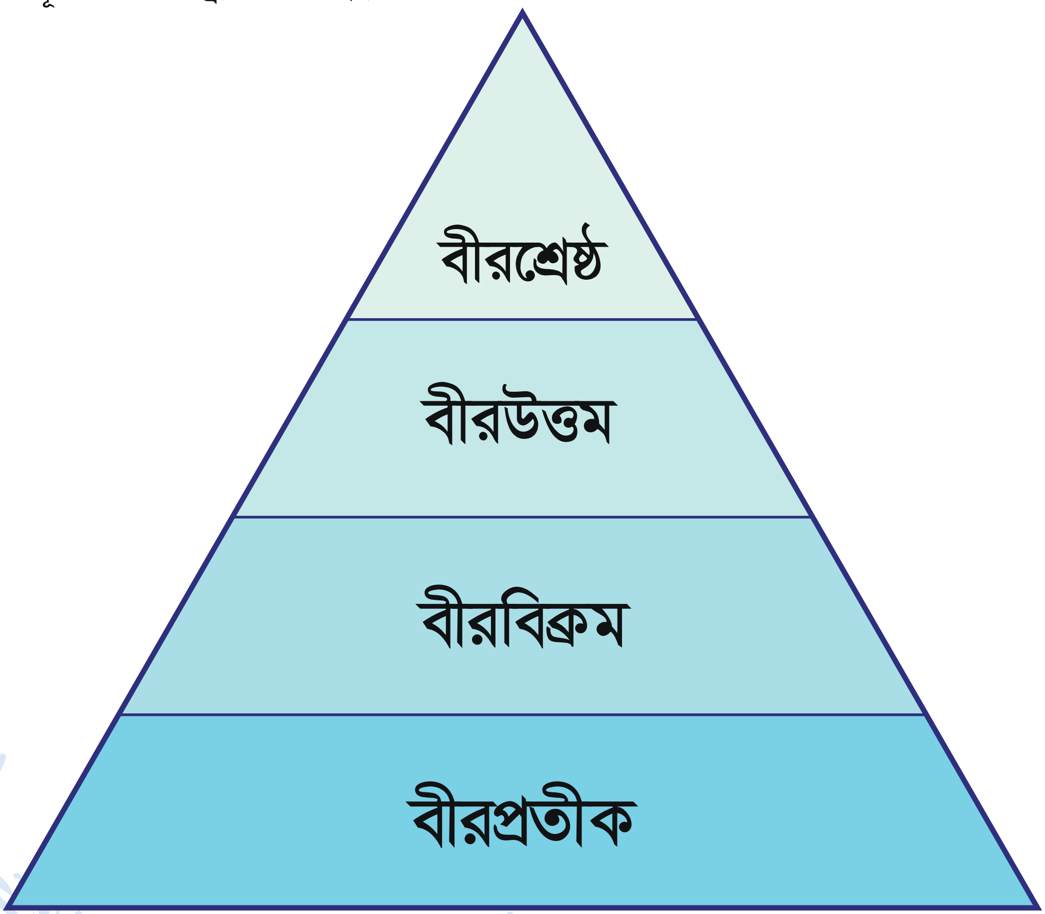

বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত সাত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা

বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
জন্ম: ১৯৪৯ । মৃত্যু: ১৯৭১

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান
জন্ম: ১৯৪১ । মৃত্যু: ১৯৭১

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান
জন্ম: ১৯৫৩ । মৃত্যু: ১৯৭১

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ
জন্ম: ১৯৩৬ । মৃত্যু: ১৯৭১

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল
জন্ম: ১৯৪৭ । মৃত্যু: ১৯৭১

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন
জন্ম: ১৯৩৫ । মৃত্যু: ১৯৭১

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ
জন্ম: ১৯৪৩ । মৃত্যু: ১৯৭১

খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে নারী মুক্তিযোদ্ধা আছেন দুজন– তারামন বিবি ও ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম। তাঁরা দুজনই বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত। সকল মুক্তিযোদ্ধাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান। মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের অবদানে আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। তাঁদের অবদানকে আমরা ভুলব না, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব চিরকাল।

ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম

তারামন বিবি

ঘ) আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি দেয়াল পত্রিকা তৈরি করি।

৫ জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন

ক) নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি এবং কোন ছবিতে কী ঘটছে তা পাশের ঘরে লিখি।

খ) আমার অংশগ্রহণ করা একটি জাতীয় দিবসে কী কী করেছি তা লিখি।

১.

২.

৩.

৪.

আমাদের দেশে গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করা হয়। এই দিবসগুলো যথাযথ মর্যাদায় সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের জনগণ পালন করে। এই দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকাশ ঘটে। আমরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হই। ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। জাতি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। আমরা আমাদের ইতিহাসের গুরুত্ব বুঝতে পারি। বিশ্বের সকল মানুষের কাছে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরা যায়।

আমাদের উল্লেখযোগ্য জাতীয় দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারি- শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
২৬শে মার্চ- স্বাধীনতা দিবস
১৪ই ডিসেম্বর- শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
১৬ই ডিসেম্বর- বিজয় দিবস

২০২৫

গ) জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের গুরুত্ব লিখি।

ক্রমিক	গুরুত্ব
১	
২	
৩	
৪	

ঘ) যেকোনো একটি জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা নিচের ছকে লিখি।

জাতীয় দিবসের নাম:			
কী কী করব	কখন করব	কে কে দায়িত্বে থাকব	কে সহায়তা করবেন
			প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষক

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

ক) ৯টি খ) ১০টি

গ) ১১টি ঘ) ১২টি

২. পাকিস্তান সৃষ্টির পরে শাসক গোষ্ঠী প্রথমেই আঘাত করে কীসের উপর?

ক) বাংলার অর্থনীতির উপর খ) বাংলা ভাষার উপর

গ) বাংলার রাজনীতির উপর ঘ) বাংলার প্রশাসনের উপর

৩. কোন বাহিনী 'অপারেশন জ্যাকপট' অভিযান পরিচালনা করে?

ক) নৌবাহিনী খ) বিমানবাহিনী

গ) সেনাবাহিনী ঘ) পুলিশবাহিনী

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. 'অপারেশন সার্চলাইট' বাংলাদেশের ইতিহাসে ________ নামে পরিচিত।

২. নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দুজনে ________ খেতাবপ্রাপ্ত।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ	অপারেশন সার্চলাইট
১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল	স্বাধীনতার ঘোষণা
১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল	প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ
১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর	মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন
	বাংলাদেশের প্রথম সরকার
	অপারেশন জ্যাকপট

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুক্তিবাহিনী কাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়?

২. মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাবগুলোর নাম লেখ।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদান বর্ণনা করো।

২. তোমরা কীভাবে বিদ্যালয়ে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করো সে সম্পর্কে লেখ।

অধ্যায় ৬

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

১ মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা

ক) উপরের ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নের উত্তর লিখি।

প্রশ্ন	মহাস্থানগড়	উয়ারী-বটেশ্বর
১. ছবিতে কী কী ধরনের স্থাপনা দেখানো হয়েছে?		
২. এই স্থাপনা কী দিয়ে তৈরি?		
৩. এই স্থাপনা কি প্রাচীন না সাম্প্রতিক?		

২০২৬

মহাস্থানগড়

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। এই নিদর্শনটি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের। এটি বাংলার ইতিহাসে ১৮ শত বছরের বেশি সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। মৌর্য আমলে এই স্থানটি 'পুণ্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল। কালের বিবর্তনে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এটি আয়তাকার। উত্তর-দক্ষিণে ১৫০০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৪০০ মিটার বিস্তৃত। এখানে বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, খোদার পাথর ভিটা প্রভৃতি প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়। এটি প্রায় ৬ মিটার উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

স্বর্ণমুদ্রা

প্রস্তর বুদ্ধমূর্তি

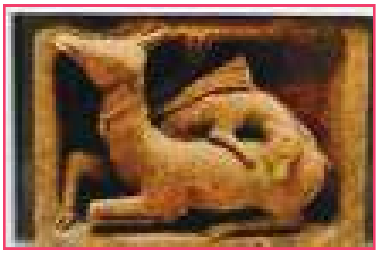
পোড়ামাটির ফলক

রৌপ্যমুদ্রা

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ

- চওড়া খাদবিশিষ্ট প্রাচীন দুর্গ
- প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালিপি
- মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় ভগ্নাবশেষ
- পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, প্রস্তরের পুঁতি, কাচের পুঁতি
- ৩.৩৫ মিটার লম্বা 'খোদাই পাথর'

২০২৬

উয়ারী-বটেশ্বর

নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে উয়ারী ও বটেশ্বর নামক দুটি গ্রাম। এখানে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের মৌর্য আমলের পূর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। উয়ারী প্রত্নস্থলে ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৬০০ মিটার প্রস্থের চারটি দুর্গ প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে গলিপথসহ ১৬০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা পাওয়া গেছে। উয়ারী-বটেশ্বরে নগরায়ণের পাশাপাশি নদীবন্দর এবং বাণিজ্য নগরও গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতাটি সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রাচীন নগর সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ এখানে প্রাচীন রাস্তাঘাটও পাওয়া গেছে।

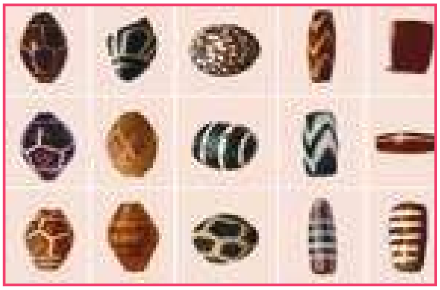

পাথরের পুঁতি

রৌপ্যমুদ্রা

মৃৎপাত্র

পাথরের হাতিয়ার

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ

- ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা
- পাথরের হাতিয়ার
- লৌহ নির্মিত নানা বস্তু
- নানা ধরনের মৃৎপাত্র
- পাথর ও কাচের পুঁতি

খ) পূর্বের পৃষ্ঠায় মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শনের ছবি দেখি এবং স্থান দুটি সম্পর্কে দেওয়া তথ্য পড়ে নিচের ছকে এদের বৈশিষ্ট্য লিখি।

মহাস্থানগড়	উয়ারী-বটেশ্বর
১৮০০ বছরের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে	খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের ইতিহাসের নিদর্শন পাওয়া গেছে

গ) মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিচের ছক অনুযায়ী তুলনা করি।

তুলনার বিষয়	মহাস্থানগড়ের বৈশিষ্ট্য	উয়ারী-বটেশ্বরের বৈশিষ্ট্য
কত বছর পূর্বের		
স্থাপনার ধরন		
মুদ্রা		
পোড়ামাটির ফলক		
ভাস্কর্য		
মৃৎপাত্র		
শিলালিপি		

ঘ) মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে নিম্নের ছক অনুযায়ী বর্তমান সময়ের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তুলনা করি।

তুলনার বিষয়	মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বরের বৈশিষ্ট্য	বর্তমান সময়ের বৈশিষ্ট্য
স্থাপনার ধরন		
মুদ্রা		
পোড়ামাটির ফলক		
ভাস্কর্য		
মৃৎপাত্র		
লিপি		

২ পাহাড়পুর ও ময়নামতি

ক) নিচের ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে ডান পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা

১. ছবিতে কী ধরনের স্থাপনা দেখানো হয়েছে?

....

২. এই স্থাপনাটি কী দিয়ে তৈরি?

....

৩. এটি কি প্রাচীন না সাম্প্রতিক?

....

ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা (শালবন বিহার)

১. ছবিতে কী ধরনের স্থাপনা দেখানো হয়েছে?

....

২. এই স্থাপনাটি কী দিয়ে তৈরি?

....

৩. এটি কি প্রাচীন না সাম্প্রতিক?

....

২০২৩

টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলক

পাহাড়পুর

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। এটি 'সোমপুর বিহার' নামেও পরিচিত। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি ৭৮১–৮২১ খ্রিষ্টাব্দে পাল রাজা ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত হয়। এখানে ২৪ মিটার উঁচু গড় রয়েছে। বৌদ্ধ বিহারটি উত্তর-দক্ষিণে ২৭৪.১৫ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ২৭৩.৭০ মিটার। এই চমৎকার বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ আছে। এছাড়া এখানে বিস্তৃত প্রবেশপথ ও ছোটো ছোটো মন্দির, রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং পাকা নর্দমা রয়েছে।

ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তি

পাথরের বুদ্ধমূর্তি

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ

পাথরের ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, তাম্রশাসন, ব্রোঞ্জের তৈরি বুদ্ধের আবক্ষ অংশ, লিপিসহ প্রস্তরখণ্ড, মুদ্রা, চুনাপাথরের মূর্তি, ধাতবমূর্তি, মৃৎপাত্রের টুকরা, অলংকৃত ইট, জীবজন্তুর মূর্তি ও টেরাকোটা ইত্যাদি। মন্দিরের চতুর্দিকে বেষ্টন করে ৬৩টি পাথরের মূর্তি রয়েছে।

ময়নামতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কুমিল্লা শহরের কাছে ময়নামতি অবস্থিত। ময়নামতি স্থানটি অষ্টম শতকের রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনির সঙ্গে জড়িত। এটি বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তবে এখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মেরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন হলো শালবন বিহার। এটি একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ। ৫৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৫৫০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট শালবন বিহারে ১১৫টি ভিক্ষুকক্ষ রয়েছে। এছাড়া আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার এখানকার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। এখানে সাত থেকে বারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ের মূল্যবান দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে।

পোড়ামাটির ফলক

ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তি

স্বর্ণমুদ্রা

পোড়ামাটির ভাস্কর্য

প্রস্তর বুদ্ধমূর্তি

ময়নামতিতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ

তাম্রশাসন, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, অসংখ্য জীবজন্তু অঙ্কিত পোড়ামাটির ফলক, পোড়ানো মাটির সিল ও সিলিং, বহু সংখ্যক পাথর, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য। এখানে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে ছয় থেকে সাত শতকের বিরাটকায় প্রস্তর বুদ্ধমূর্তি এবং খাদযুক্ত স্বর্ণমুদ্রা অন্তর্ভুক্ত।

খ) পূর্বের পৃষ্ঠায় পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত নিদর্শনের ছবি দেখি এবং স্থান দুটি সম্পর্কে দেওয়া তথ্য পড়ে নিচের ছকে এদের বৈশিষ্ট্য লিখি।

পাহাড়পুর	ময়নামতি
৭৮১–৮২১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত স্থাপনার নিদর্শন	অষ্টম শতকের রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনির সঙ্গে জড়িত

গ) পাহাড়পুর ও ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিচের ছক অনুযায়ী তুলনা করি।

তুলনার বিষয়	পাহাড়পুরের বৈশিষ্ট্য	ময়নামতির বৈশিষ্ট্য
কত বছর পূর্বের		
স্থাপনার ধরন		
মুদ্রা		
পোড়ামাটির ফলক		
ভাস্কর্য		
মৃৎপাত্র		
লিপি		
মূর্তি		

ঘ) পাহাড়পুর ও ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে নিম্নের ছক অনুযায়ী বর্তমান সময়ের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তুলনা করি।

তুলনার বিষয়	পাহাড়পুর ও ময়নামতির বৈশিষ্ট্য	বর্তমান সময়ের বৈশিষ্ট্য
স্থাপনার ধরন		
মুদ্রা		
পোড়ামাটির বস্তু		
ভাস্কর্য		
লিপি		

৩ পানামনগর ও লালবাগ কেল্লা

ক) নিচের ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

পানামনগর

১. ছবিতে কী ধরনের স্থাপনা দেখানো হয়েছে?

....

২. এই স্থাপনাটি কী দিয়ে তৈরি?

....

৩. এটি কোন স্থাপনার ছবি?

....

লালবাগ কেল্লা

১. ছবিতে কী ধরনের স্থাপনা দেখানো হয়েছে?

....

২. এই স্থাপনাটি কী দিয়ে তৈরি?

....

৩. এটি কোন স্থাপনার ছবি?

....

পানামনগর

পানামনগর সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে সোনারগাঁও সুতিবস্ত্রের ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এরই সুবাদে গড়ে ওঠে নতুন শহর পানামনগর। উনিশ শতকে হিন্দু বণিকেরা সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পানামনগরকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেন।

পানামনগর গড়ে ওঠে একটি একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শহরে। এ শহরটি গড়ে ওঠে ৫ মিটার প্রশস্ত ও ৬০০ মিটার দীর্ঘ সড়কের দুপাশ ঘিরে। এখানকার ইমারতগুলো ইট দিয়ে নির্মিত। এ শহরে রয়েছে ৫২টি বাড়ি। সারিবদ্ধভাবে ৩১টি বাড়ি রাস্তার উত্তর পাশে ও ২১টি বাড়ি রাস্তার দক্ষিণ পাশে নির্মিত। পানামনগরটি চারদিকে কৃত্রিম খাল বা পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। বর্তমানে এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্থান।

লালবাগ কেল্লা

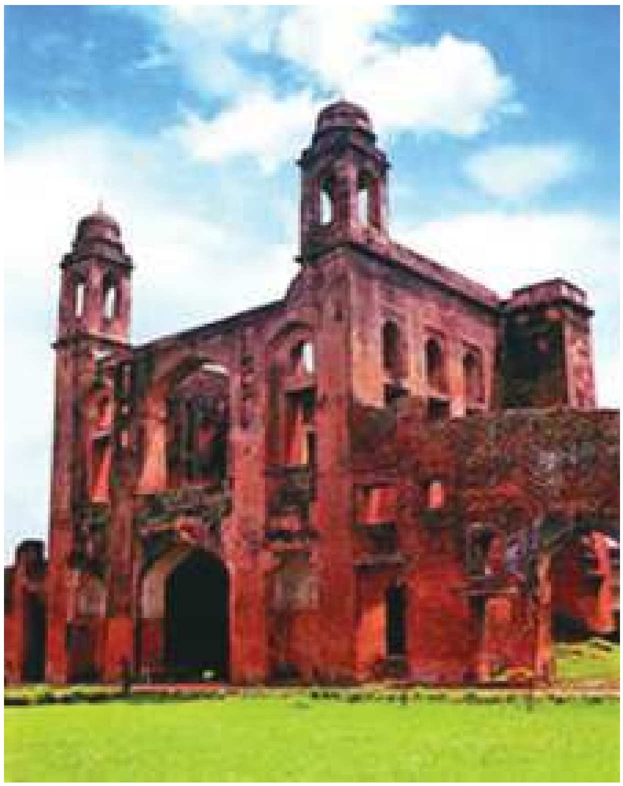

লালবাগ কেল্লা ঢাকার লালবাগে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রথমে এর নাম ছিল কেল্লা আওরঙ্গাবাদ। ১৬৭৮ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম এ দুর্গটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে শায়েস্তা খান এ দুর্গের নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

লালবাগ কেল্লাটি ১৮ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। দুর্গটি মোগল ও বাঙালি স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। কেল্লা চত্বরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে দরবার হল, হাম্মামখানা ও পরীবিবির সমাধি। উত্তর-পশ্চিম দিকে শাহী মসজিদ। দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশ পথ এবং একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। দুর্গ এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ছাদবাগান ও ঝরনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বর্তমানে এটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত।

খ) পূর্বের পৃষ্ঠায় পানামনগর ও লালবাগ কেল্লার ছবি দেখি এবং স্থান দুটি সম্পর্কে দেওয়া তথ্য পড়ে নিচের ছকে এদের বৈশিষ্ট্য লিখি।

....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

গ) নিচের স্থানগুলোতে উল্লেখযোগ্য কী কী দেখার আছে সেগুলো লিখি।

পানামনগর	লালবাগ কেল্লা

ঘ) নিচের ঘরে দেওয়া শব্দগুলো দিয়ে পানামনগর ও লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করি।

ঐতিহাসিক, বণিক, সুতা, ইমারত, পরিখা, কেল্লা, মোগল, বুড়িগঙ্গা, মেঘনা, দরবার হল, পয়ঃনিষ্কাশন

আমাদের দেশে অনেক ঐতিহাসিক ....

....

....

....

....

২০২৬

৪ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের গুরুত্ব

জাতীয় জাদুঘর

বরেন্দ্র জাদুঘর

ক) ছবি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ছবি দুটো কীসের?	
২. এখানে কী কী সংরক্ষণ করা হয়?	
৩. এখানে এগুলো কেন সংরক্ষণ করা হয়?	

আমরা যখন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ঘুরে ঘুরে দেখি

- এটি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ। এর গায়ে কোনো দাগ দেওয়া বা লেখা যাবে না
- এ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের বাগানের গাছ ও ফুল নষ্ট করবেন না
- ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবেন

আমরা যখন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তখন উপরের নির্দেশনাগুলো দেখতে পাই।

আমরা যখন জাদুঘরের ভিতরে

- কোনো নিদর্শনে হাত দিবেন না
- কোনো নিদর্শনের ছবি তোলা যাবে না
- নীরবতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন

আমরা যখন কোনো জাদুঘরের অভ্যন্তরে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তখন উপরের নির্দেশনাগুলো দেখতে পাই।

খ) উপরের নির্দেশনাগুলো কেন দেওয়া হয় তার কারণ লিখি।

কারণ

গ) উপরের মাইন্ডম্যাপটি পড়ে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করি।

ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য ------------------------------------
----

২০২৪

ঘ) যখন কোনো ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন দেখতে যাব তখন এর সংরক্ষণে আমি কী ভূমিকা রাখতে পারি তা লিখি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক) করতোয়া　　খ) শীতলক্ষ্যা

গ) বুড়িগঙ্গা　　ঘ) ইছামতি

২. নিচের কোন সভ্যতা সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত?

ক) মহাস্থানগড়　　খ) ময়নামতি

গ) উয়ারী-বটেশ্বর　　ঘ) পাহাড়পুর

৩. 'ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবেন' প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে এই লেখাটি থাকে কেন?

ক) সৌন্দর্য বর্ধন　　খ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা

গ) পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ　　ঘ) শৃঙ্খলা রক্ষা করা

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. লালবাগ কেল্লার প্রথম নাম ________।

২. প্রাচীন বাংলার মুসলিম সুলতানদের রাজধানী ________।

গ. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
পাহাড়পুর	নরসিংদী
ময়নামতি	নারায়ণগঞ্জ
পানামনগর	কুমিল্লা
লালবাগ কেল্লা	নওগাঁ
	ঢাকা
	বগুড়া

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত তিনটি নিদর্শনের নাম লেখ।

২. পানামনগর কীভাবে বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন?

২. ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে তোমার করণীয় কী?

অধ্যায় ৭

দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

১ মানচিত্রে দক্ষিণ এশিয়া

বিশ্ব মানচিত্র

দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র

ক) মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. মানচিত্রটি কীসের? ....

২. মানচিত্রটিতে কয়টি দেশ আছে? ....

৩. মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে বলতে হবে বাংলাদেশের নিকটতম দেশ কোনগুলো?

খ) নিচের মানচিত্রটিতে বিভিন্ন দেশ চিহ্নিত করে নাম লিখি।

দক্ষিণ এশিয়া

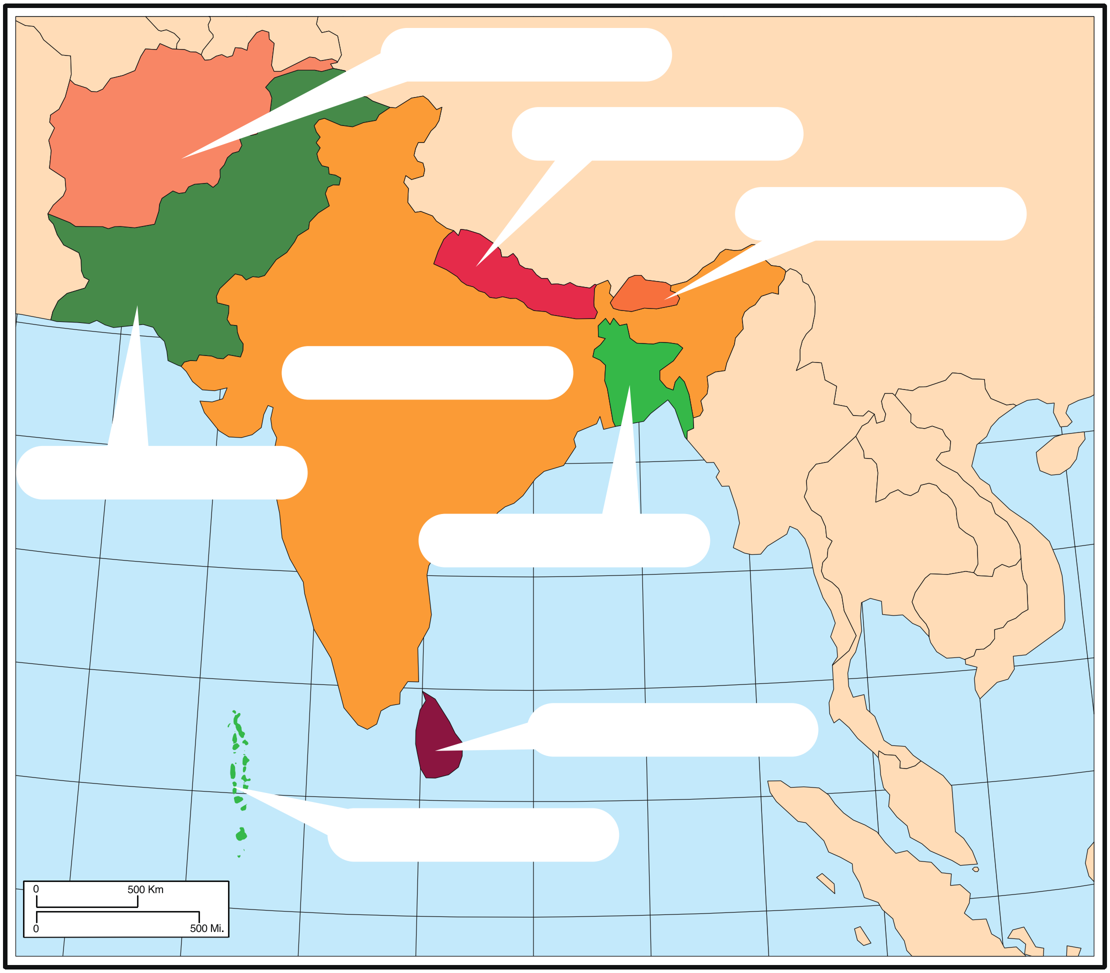

দক্ষিণ এশিয়া

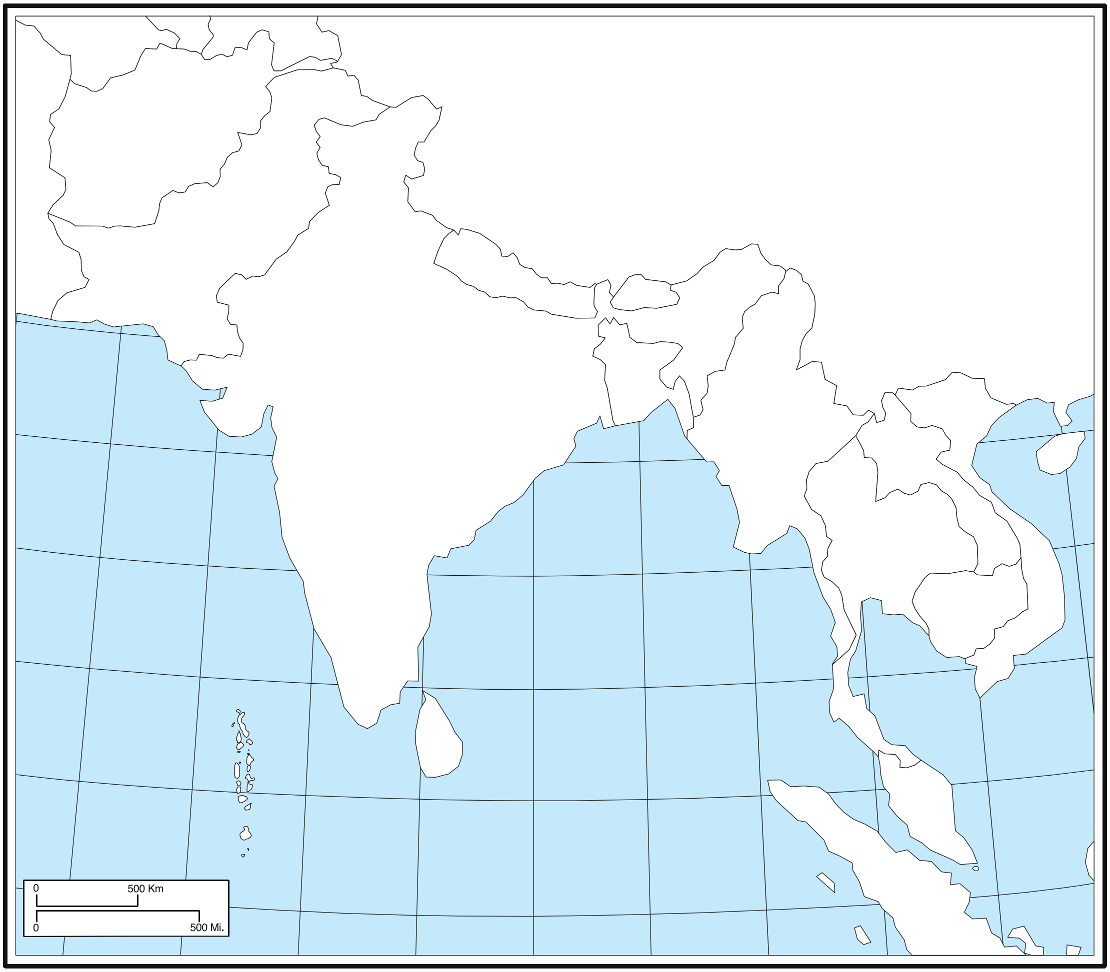

গ) উপরের মানচিত্রটিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ চিহ্নিত করে নাম লিখি ও রং করি।

ঘ) দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানচিত্রের পাজল কার্ড দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র বানাই।

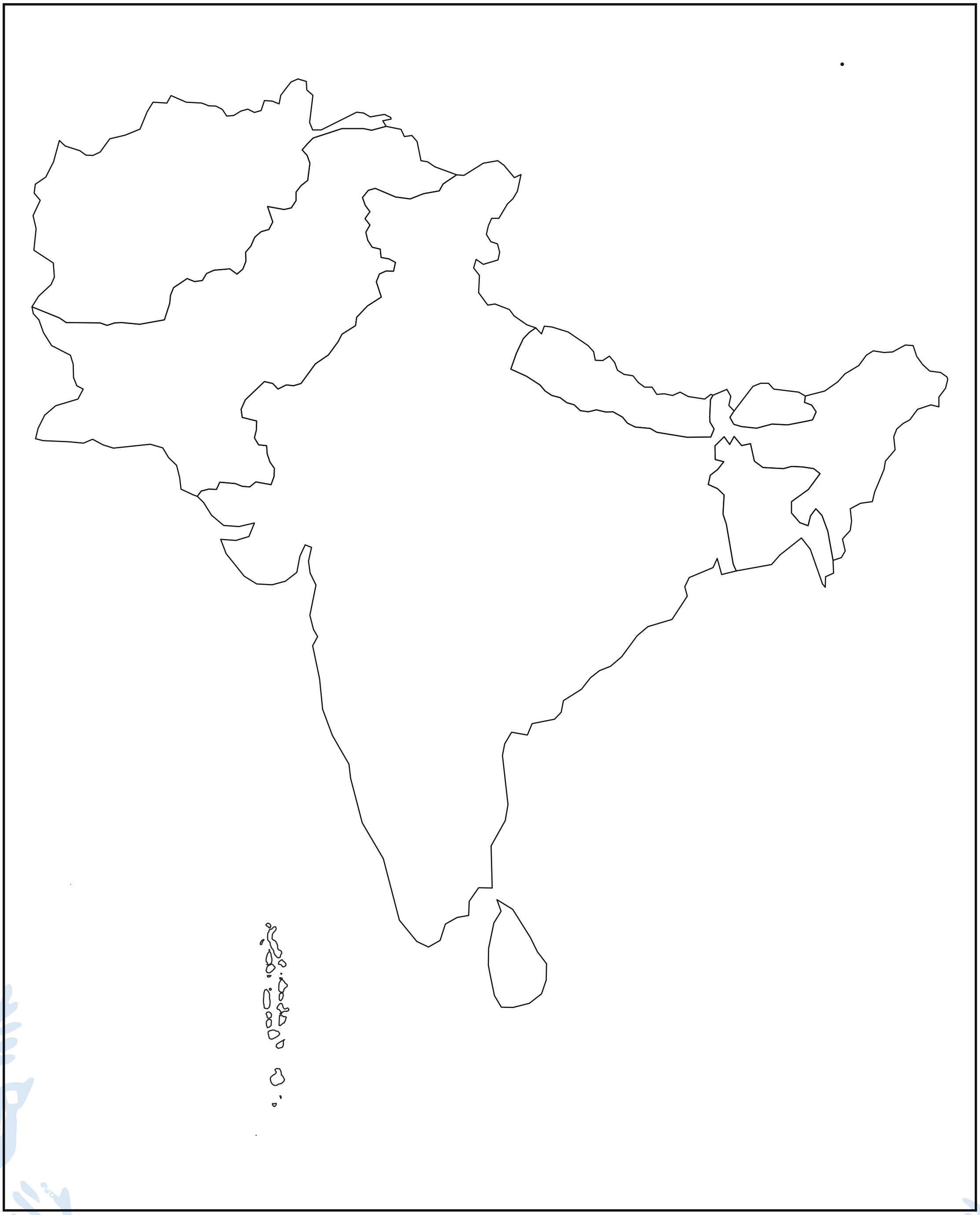

২ দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. উপরের ছবিগুলোতে কী প্রকাশ করা হয়েছে? ....

২. ছবিগুলোতে কী কী সাংস্কৃতিক উপাদান আছে? ....

৩. কোন ছবিটি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে? ....

দক্ষিণ এশিয়া নানান জাতি, উপজাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ এবং বিভিন্ন ধর্মের আবাসস্থল। এ অঞ্চলের মানুষ সংস্কৃতির বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ।

২০২৫

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রধান ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষার পাশাপাশি এদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। 'মাছে ভাতে বাঙালি' কথাটি পরিচয় করিয়ে দেয় বাংলাদেশের প্রচলিত খাবার। তাছাড়া মসলাসমৃদ্ধ খাবার যেমন– পোলাও, কোরমা, বিরিয়ানি, মাংস, সবজি ও নানান রকমের পিঠা ও মিষ্টি জাতীয় খাবার উল্লেখযোগ্য। পোশাকের মধ্যে আছে লুঙ্গি, শার্ট-প্যান্ট, গেঞ্জি, শাড়ি, কামিজ, ফ্রক, বোরকা ইত্যাদি। বিভিন্ন উৎসবে বা অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবি-পায়জামা, স্যুট-ব্লেজার পরার রীতিও চালু আছে। নারীদের সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ি প্রধান পোশাক। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব। হিন্দুদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে– দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা। বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব হচ্ছে বুদ্ধপূর্ণিমা এবং খ্রিষ্টানদের বড়োদিন। বাংলা নববর্ষ আমাদের বড়ো উৎসব। তাছাড়া নবান্ন উৎসব, পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব আমরা উদ্‌যাপন করে থাকি।

ভারত

ভারত একটি বহুবিধ সংস্কৃতির ভান্ডার। ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন হিন্দিতে। তবে বাংলাসহ আরও অনেক ভাষার প্রচলন রয়েছে। খাবারের মধ্যে রয়েছে রুটি, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, সবজি ইত্যাদি। কিছু জনপ্রিয় খাবারের নাম হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি, দোসা, ইডলি, খিচুড়ি। ভারতীয় খাবারে নিরামিষের প্রাধান্য বেশি। ডাল ও দুধ দিয়ে আমিষের ঘাটতি মিটানো হয়। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পোশাকের মধ্যে রয়েছে ধুতি, লুঙ্গি, কুর্তা, পায়জামা-পাঞ্জাবি, শাড়ি-ব্লাউজ, সালোয়ার, কামিজ ও স্কার্ফ ইত্যাদি। উৎসবের দেশ ভারত, সারা বছর জুড়ে থাকে বিভিন্ন উৎসব। প্রধান ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, দিওয়ালি, হোলি, রাখি বন্ধন, দুর্গাপূজা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, বড়োদিন, ইস্টার সানডে, বুদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের প্রধান ভাষা উর্দু। খাবার হিসেবে ভাত ও রুটি এই এলাকার মানুষের পছন্দ। পাকিস্তানে রুটি বা ভাতের সাথে তরকারি হিসেবে মাংস, সবজি পরিবেশন করা হয়। এ অঞ্চলের মানুষ তুলনামূলকভাবে কম-বেশি মাছ খায়। বিরিয়ানি, কাবুলি পোলাও, কাবাব, টিকা, কোরমা খেতে পাকিস্তানিরা পছন্দ করে। জামা, পাগড়ি, পায়জামা, আচকান কুর্তা, শেরওয়ানি পুরুষের পোশাক। নারীরা সালোয়ার কামিজ, বোরকা পরে। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, মেলা চিরাগান, আশুরা, নওরোজ (বসন্তের উৎসব) এবং দাতা ইত্যাদি উৎসব উল্লেখযোগ্য।

মালদ্বীপ

মালদ্বীপের বেশিরভাগ মানুষ দিভেহি ভাষায় কথা বলে। খাবারের মধ্যে আছে ভাত, তরকারি, সালাদ, মাছ, নারকেল ক্রিম। গরুথিয়া এবং ফিহুনা দুটি ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম। মালদ্বীপের পোশাকে আছে বৈচিত্র্য। লম্বা হাতয়ালা জামার (দেবী লিভা) সাথে লুঙ্গি (ফেঙ্গলী) পুরুষ মহিলা উভয়ই ব্যবহার করে। ঐতিহ্যগতভাবে মালদ্বীপের পুরুষরা শার্টের সাথে পাগড়ি জাতীয় মুন্ডু পরেন। তাছাড়া দিগু হিদুন, হেদুন বুরী, বোরকা ইত্যাদি মেয়েদের জনপ্রিয় পোশাকের নাম। মালদ্বীপের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। তবে কিছু ঐতিহ্যবাহী উৎসব হলো ঘুড়ি উড়ানো, ঝেমগাং, মৌলুধু।

নেপাল

নেপালে অনেক জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। প্রত্যেকের আছে নিজস্ব ভাষা, তবে নেপালি হলো প্রধান ভাষা। ডাল, ভাত, তরকারি নেপালিদের পছন্দের খাবার। থাকালি থালি নেপালের নামকরা খাবার। ঢেড়ো নামে পরিচিত আরেকটি খাবার পাওয়া যায়। এটি নেপালের সাধারণ মানুষের খাবার। ভুট্টা, গমের আটা, লবণ ও গরম পানি একসঙ্গে সিদ্ধ করে এটি তৈরি করা হয়। রাষ্ট্রীয় পোশাক দৌরা সুরুওয়াল পুরুষের জন্য এবং শাড়ি নারীদের জন্য। পুরুষ নারী উভয়ই ঢাকা টুপি পরার প্রচলন আছে। নেপালে বছরজুড়ে থাকে বিভিন্ন উৎসব। যেমন– বিজয়া দশমী, বুদ্ধজয়ন্তী, তিহার, দশাইন, হোলি ইত্যাদি।

আফগানিস্তান

আফগানিস্তানে পশতু ও দারি প্রধান ভাষা। গম, ভুট্টা, বার্লি এবং চাল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন রকম খাবার প্রচলিত। কাবুলি পোলাও জনপ্রিয়। আফগানরা মশলাদার খাবার কম খায়। তাছাড়া দুগ্ধজাত পণ্য যেমন দুধ, দই, মাঠা, তাজা এবং শুকনো ফল উল্লেখযোগ্য। ঐতিহ্যবাহী পোশাক ঢিলেঢালা ফিটিং কুর্তা ও পায়জামা। নারীরা বোরকা ও মাথায় হিজাব পরে। সবচেয়ে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পোশাকের মধ্যে রয়েছে পশতুন পোশাক। নওরোজ বসন্তের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। মুসলিমদের সকল ধর্মীয় উৎসব এখানে পালন করা হয়।

শ্রীলঙ্কা

সিংহলী শ্রীলঙ্কার প্রধান ভাষা। ভাত ও চিংড়ি দিয়ে তৈরি কিরিবাথ শ্রীলঙ্কার সাধারণ খাবার। খাবারের মধ্যে রয়েছে ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি, মসুর ডাল। পুরুষদের সাধারণত ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো সরং, ধুতি এবং শার্ট এবং মহিলাদের পোশাক হলো শাড়ি। 'ক্যান্ডি এসালা পেরাহারা' হলো শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড়ো উৎসব। বড়ো ধর্মীয় উৎসব হলো 'ভেসাক পোয়া' বা বুদ্ধপূর্ণিমা।

ভুটান

ভুটানের রাষ্ট্রীয় ভাষা জংখা। প্রধান খাবার হলো লাল চাল, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি। মসলাযুক্ত মাংস, মসুর ডাল এবং সবজি উল্লেখযোগ্য। মাখন ও পনির অত্যন্ত জনপ্রিয়। পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো ‘ঘো’। ‘ঘো’-এর সাথে তারা ‘কাবনি’ নামক এক ধরনের কাপড়ের বেল্ট পরে। মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ‘কিরা’। তারা এ পোশাকের সাথে ‘কেরা’ ও ‘রাচু’ ব্যবহার করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম সেচু। এই অনুষ্ঠানের প্রধান কার্যক্রম হলো এক ধরনের বিশেষ ধর্মীয় নৃত্য। বসন্তে পালিত হয় পারো উৎসব।

খ) নিচের ঘরে দেওয়া সংস্কৃতির উপাদানগুলো কোনটি কোন দেশের সাথে সম্পর্কিত তা লিখি।

ঢেড়ো, সিংহলী, কিরিবাথ, রাচু, নবান্ন উৎসব, রাখিবন্ধন, নওরোজ, মৌলুধু, জংখা, পারো, কাবুলি পোলাও

দেশের নাম	সংস্কৃতির উপাদানের নাম

২০২৫

গ) পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ পড়ে প্রতিটি দেশের তিনটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিচের দেওয়া মাইন্ডম্যাপটি পূরণ করি।

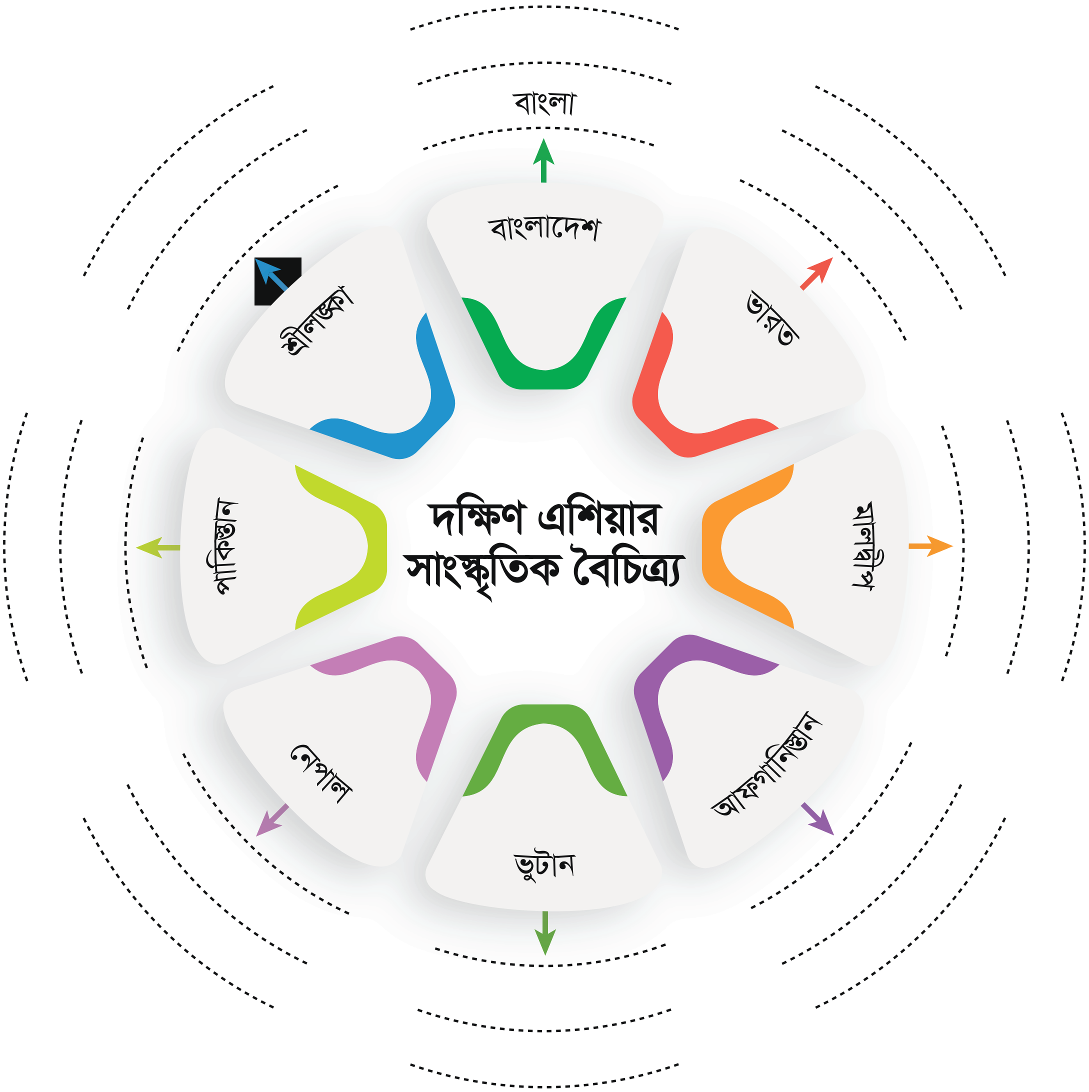

ঘ) আমি যদি দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনো দেশে বেড়াতে যাই তাহলে কীভাবে তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করব তা লিখি।

....

....

....

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. বাংলাদেশের প্রচলিত খাবার কোনটি?

ক) পোলাও-মাংস
খ) ভাত-মাছ
গ) বিরিয়ানি কোরমা
ঘ) রুটি-মাংস

২. ভুটানের রাষ্ট্রীয় ভাষা কী?

ক) হিন্দি
খ) উর্দু
গ) পশতু
ঘ) জংখা

৩. মালদ্বীপের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কোনটি?

ক) ঈদ
খ) দুর্গাপূজা
গ) বড়োদিন
ঘ) বুদ্ধপূর্ণিমা

খ. সত্য হলে তার পাশে ‘স’ ও মিথ্যা হলে তার পাশে ‘মি’ লেখ।

১. কিরিবাথ হলো ভাত ও চিংড়ি দিয়ে তৈরি শ্রীলঙ্কান একটি খাবার।

২. রুটি, মাংস নেপালের মানুষের প্রধান খাবার।

৩. নতুন ধান ঘরে তোলার সময় বাংলাদেশিরা নবান্ন উৎসব পালন করে।

গ. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
বাংলাদেশ	হিন্দি
আফগানিস্তান	বাংলা
পাকিস্তান	সিংহলি
ভারত	পশতু
	উর্দু
	দিভেহি

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত দেশগুলোর নাম লেখ।

২. আফগানিস্তানের মানুষ কী কী পোশাক পরিধান করে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সাথে ভারত ও পাকিস্তানের সংস্কৃতির যেসব মিল আছে তা উল্লেখ করো।

২. নেপালে বেড়াতে গিয়ে তাদের সংস্কৃতির প্রতি তুমি কীভাবে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করবে?

অধ্যায় ৮

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

১ আঞ্চলিক সংস্থা

সার্ক

সার্ক একটি আঞ্চলিক সংস্থা। সার্ক-এর পূর্ণরূপ হলো–দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation)। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ নিয়ে এ সংস্থা গঠিত হয়। সার্কের সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। পরবর্তীকালে আফগানিস্তান সার্কের সদস্যভুক্ত হয়। বর্তমানে সার্কের সদস্য সংখ্যা ৮।

ক) পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকে নিচের তথ্যগুলো খুঁজে বের করি।

১. সার্কের পূর্ণ নাম	:	....
২. প্রতিষ্ঠার সময়	:	....
৩. সদস্য দেশসমূহের নাম	:	....
৪. সদর দপ্তর	:	....

দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের একটি জনবহুল অঞ্চল। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সার্ক গঠিত হয়। বিশেষ করে সদস্য দেশগুলো যেন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাও সার্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। সদস্য দেশগুলো একে অপরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। অন্য সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সার্ক সুসম্পর্ক বজায় রেখে জনগণের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকত্ববোধ গড়ে তোলে।

খ) নিচে দেওয়া শব্দগুলো উপযুক্ত শূন্যস্থানে বসিয়ে সার্কের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বাক্যগুলো তৈরি করি।

সামাজিক, প্রযুক্তিগত, আত্মনির্ভরশীল, জীবনযাত্রার মান, সমস্যা সমাধানে, হস্তক্ষেপ, কল্যাণ

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের .... উন্নয়ন করা।
২. সদস্য দেশগুলোর জনগণের .... সাধন করা।
৩. সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও .... অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো।
৪. সদস্য দেশগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে .... হতে সাহায্য করা।
৫. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একে অপরের .... অবদান রাখা।
৬. সদস্য দেশগুলোর .... বিষয়ে একে অপরের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৭. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ....না করা।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথোপকথন

শিক্ষক : তোমরা এর আগে সার্কের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনেছ। এ সমস্ত উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করেই সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এর একটি হলো দেশগুলোর কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি। আরও অনেক ক্ষেত্র........

২০২৫

তিথি : আপা, দেশগুলোর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়েও তো হতে পারে।

শিক্ষক : ঠিক বলেছ। এছাড়া আরও আছে। এই ধরো........

কাজল : আপা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে হতে পারে না? এসবের উন্নয়নের জন্যও তো আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারি, তাই না?

শিক্ষক : অবশ্যই, এটিও সহযোগিতার একটি বড়ো ক্ষেত্র। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা কয়লা, ডিজেল, পেট্রোল ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে সৌরশক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে পারি।

সুমি : তা হলে তো আমরা সদস্য দেশগুলো মিলে নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়নে কাজ করতে পারি। এটিও তো একটি সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আরমান : আচ্ছা আপা, বর্তমান সময় হলো তথ্য-প্রযুক্তির সময়। এক্ষেত্রেও তো আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারি।

শিক্ষক : খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছ। সার্ক সদস্য দেশের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি সহযোগিতার ক্ষেত্র। সদস্য দেশ মিলে একটি জরুরি তহবিল গঠন করার কথা বলা আছে। আমাদের সকলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ তহবিলের টাকা ব্যবহার করতে পারি।

গ) উপরের কথোপকথনটি পড়ে সার্ক দেশসমূহের সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে মাইন্ডম্যাপটি তৈরি করি।

ঘ) সার্ক সম্পর্কে আমার ধারণা সংক্ষেপে লিখে প্রকাশ করি।

....

....

....

....

....

২ আন্তর্জাতিক সংস্থা

ওআইসি

- ওআইসি'র পূর্ণরূপ হলো– ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (Organization of Islamic Cooperation)
- ১৯৬৯ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর এই সংস্থার জন্ম। সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭।
- ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে বাংলাদেশ ওআইসি'র ৩২তম সদস্য পদ লাভ করে।

ওআইসি

ওআইসির কাজ

- মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সহযোগিতার হাত বাড়ানো।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখা।
- বর্ণবৈষম্য নির্মূল করা।
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান করা।
- পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানে সহযোগিতা করা।
- ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা।
- মুসলমানদের মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং জাতীয় অধিকার সংরক্ষণে শক্তি জোগানো।
- সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও শান্তির লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

জাতিসংঘ

- ১৯৪৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত হয়।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে।
- ১৯৭৪ সালের ১৭ ই সেপ্টেম্বর ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র।
- বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৯৩।

জাতিসংঘের কাজ

- বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।
- জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।
- সদস্য দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব সেবামূলক কাজে সহযোগিতা প্রদান।
- আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিভেদ নিষ্পত্তি করে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ক) উপরের বিষয়বস্তুর আলোকে নিচের তথ্যগুলো খুঁজে বের করি।

১. ওআইসি'র পূর্ণ নাম : ....

২. ওআইসি প্রতিষ্ঠার সময় : ....

৩. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় : ....

৪. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে : ....

৫. জাতিসংঘের সদর দপ্তর : ....

খ) ওআইসি সম্পর্কে পড়ি এবং এর মূল কাজগুলো খালিঘরে লিখি।

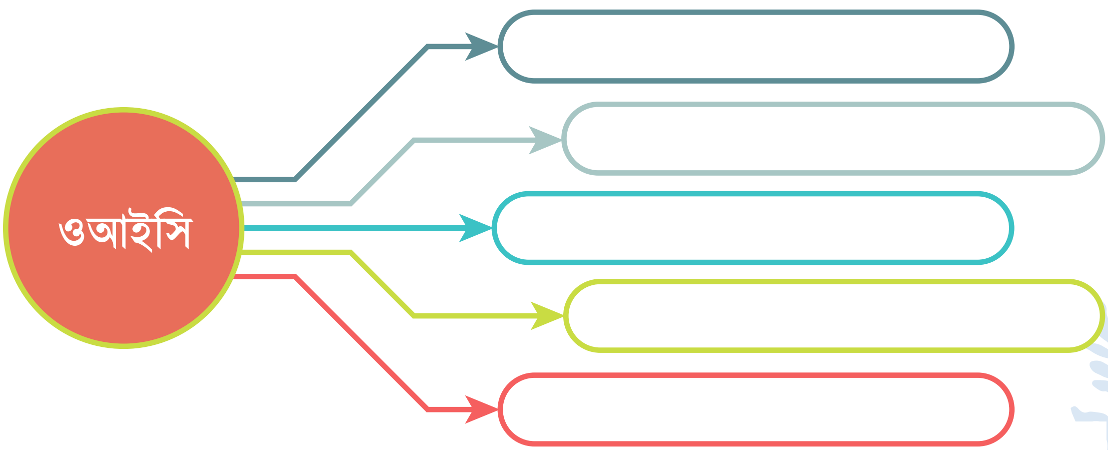

গ) জাতিসংঘ সম্পর্কে পড়ি এবং এর মূল কাজগুলো খালিঘরে লিখি ।

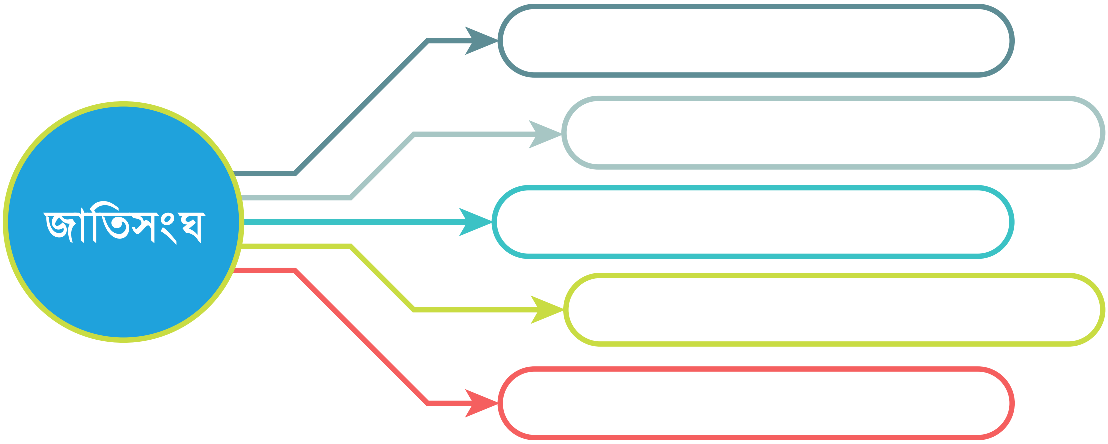

মানুষের মতো বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোও একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। বিশ্বের দেশগুলো নানা ক্ষেত্রে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রগুলো হলো– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি, পরিবেশ, জলবায়ু, যোগাযোগ, প্রযুক্তি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সার্ক, ওআইসি, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা একটি বিশ্ব পরিবারের সদস্য। নিজেদের গড়ে তুলতে হবে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে। আমার কাজ দ্বারা পরিবার ও সমাজ যেমন উপকৃত হবে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র ও বিশ্ব উপকৃত হবে। কোনো জনকল্যাণমূলক আবিষ্কারের সুবিধা সকল দেশের মানুষই ভোগ করতে পারে। আবার কারো কর্মে যদি জলবায়ুর ক্ষতি হয়, তার প্রভাবও অন্য দেশ ভোগ করে। যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সুবিধা কেউ বা কোনো দেশ একা ভোগ করে না। এভাবেই নিজের প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক।

ঘ) বিশ্ব আমাদের সাথে আছে। আমি কি এমন ধারণার সাথে একমত? আমার মতামত লিখে প্রকাশ করি।

....

....

....

....

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ কয়টি ছিল?

ক) ৬টি　　খ) ৭টি
গ) ৮টি　　ঘ) ৯টি

২. মুসলিম দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য নিচের কোন সংস্থাটি গড়ে তোলে?

ক) সার্ক　　খ) জাতিসংঘ
গ) ওআইসি　　ঘ) ওপেক

৩. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে কোন সংস্থা?

ক) সার্ক　　খ) জাতিসংঘ
গ) ওআইসি　　ঘ) ওপেক

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. সার্কের সদস্য দেশগুলো একে অপরের সার্বভৌমত্বের প্রতি _______ হবে।

২. ওআইসির একটি কাজ হচ্ছে _______ নির্মূল করা।

৩. বিশ্বের সকল দেশের মানুষই _______ আবিষ্কারের সুবিধা ভোগ করতে পারে।

গ. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
সার্ক	ওয়াশিংটন
ওআইসি	নিউইয়র্ক
জাতিসংঘ	কাঠমান্ডু
	ইসলামাবাদ
	জেদ্দা

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সার্ক গঠনের তিনটি উদ্দেশ্য লেখ।

২. মুসলিম দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় ওআইসির তিনটি কাজ লেখ।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আমরা সকলেই কীভাবে বিশ্ব পরিবারের সদস্য?

২. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আমাদের জীবনমান উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

২০২৫

অধ্যায় ৯

রাষ্ট্র এবং সমাজে আমার অধিকার ও কর্তব্য

১ রাষ্ট্রের ধারণা ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের করণীয়

ক) পূর্বর পৃষ্ঠার মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

প্রশ্ন	উত্তর
প্রত্যেক দেশের একটি মানচিত্র থাকে। পূর্বের পৃষ্ঠার মানচিত্রটি কোন দেশের?	
রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে। আমাদের রাষ্ট্রের সীমানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নামগুলো লিখি।	
রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকার। আমাদের সরকারের নাম কী?	

প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে। সেই ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট জনসমষ্টি বসবাস করে। তাদের সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুসংগঠিত সরকার প্রয়োজন। সার্বভৌমত্ব বজায় থাকায় রাষ্ট্র বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন।

খ) অনুচ্ছেদটি পড়ে রাষ্ট্রের উপাদানগুলো খুঁজে বের করি ও নিচের চিত্রে লিখি।

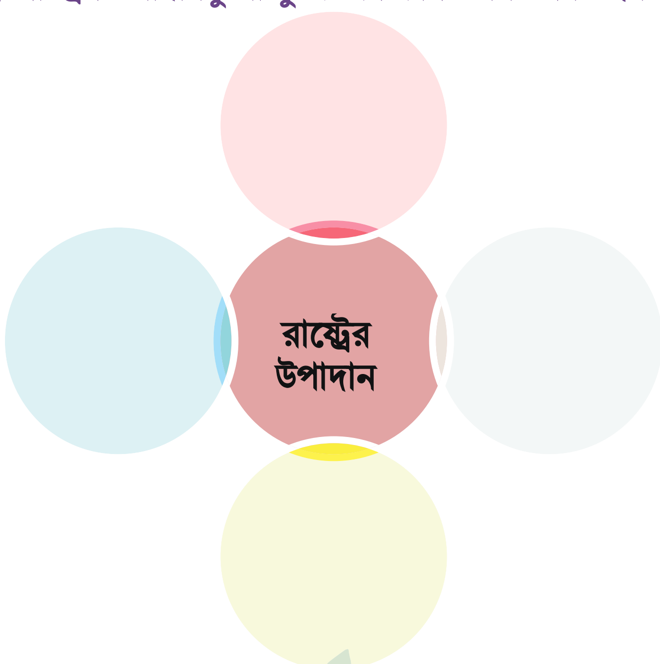

রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এই সুযোগ-সুবিধাই নাগরিকের অধিকার। তাই রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সকলকে আইন মেনে চলা উচিত। রাষ্ট্র সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত সেই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা। ১৮ বছর বয়স হলে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারে। ভোট দেওয়া নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। কর প্রদান করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। দেশের উন্নয়নের জন্য সবার নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। রাষ্ট্রের কোনো সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। সবার সাথে মিলেমিশে থাকা ও ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীল হওয়া আমাদের দায়িত্ব। বিশ্বের বুকে আমাদের রাষ্ট্রের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে।

গ) উপরের অনুচ্ছেদটুকু পড়ে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের করণীয় কাজগুলো কী কী তার একটি তালিকা তৈরি করি।

১.

২.

৩.

৪.

ঘ) রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী তা লিখি।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্র	আমার করণীয়
শিক্ষা	
আইন-শৃঙ্খলা	
রাষ্ট্রীয় সম্পদ	

২০২৫

২ সামাজিক সমস্যা

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি। কোন ছবিতে কী ঘটছে তা পাশের ঘরে লিখি।

খ) নিজ পরিবেশে আমার দেখা ও জানা সামাজিক সমস্যার তালিকা তৈরি করি।

ক্রমিক	সামাজিক সমস্যা
১	
২	
৩	
৪	

সামাজিক সমস্যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। তার মধ্যে মাদক একটি ভয়াবহ সমস্যা। এর ফলে অপূরণীয় শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়। মানুষের কর্মক্ষমতা হারায়। চিন্তাশক্তি লোপ পায়। স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। আরও কিছু সমস্যার মধ্যে রয়েছে মোবাইল আসক্তি, শিশুশ্রম, শিশুর শারীরিক নির্যাতন, বুলিং, কিশোর অপরাধ, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার ইত্যাদি। মোবাইল আসক্তির ফলে শিশুদের পড়ালেখায় অমনোযোগিতা, মেজাজ খিটখিটে, খাবারে অনীহা দেখা দেয়। ব্যঙ্গ করে ডাকা, দৈহিক গঠন নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি আচরণই বুলিং। এরকম বুলিংয়ের শিকার শিশু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সে স্বাভাবিকভাবে অন্যের সাথে মিশতে পারে না, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। শ্রমিক হিসেবে শিশুদের দিয়ে কাজ করানো আরেকটি সামাজিক ব্যাধি। শিশু তার ন্যায্য অধিকার যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হয়। একইভাবে কুসংস্কার মানুষকে সঠিক পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এসব সামাজিক সমস্যা নিরসনে আমাদের সচেতন হতে হবে।

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটি পড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করি ও নিচের ছকে লিখি।

ক্রমিক	সামাজিক সমস্যা
১	
২	
৩	
৪	

ঘ) পূর্বের ছকে লেখা সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রভাব লিখি।

সামাজিক সমস্যা	প্রভাব

৩ বাল্যবিবাহ

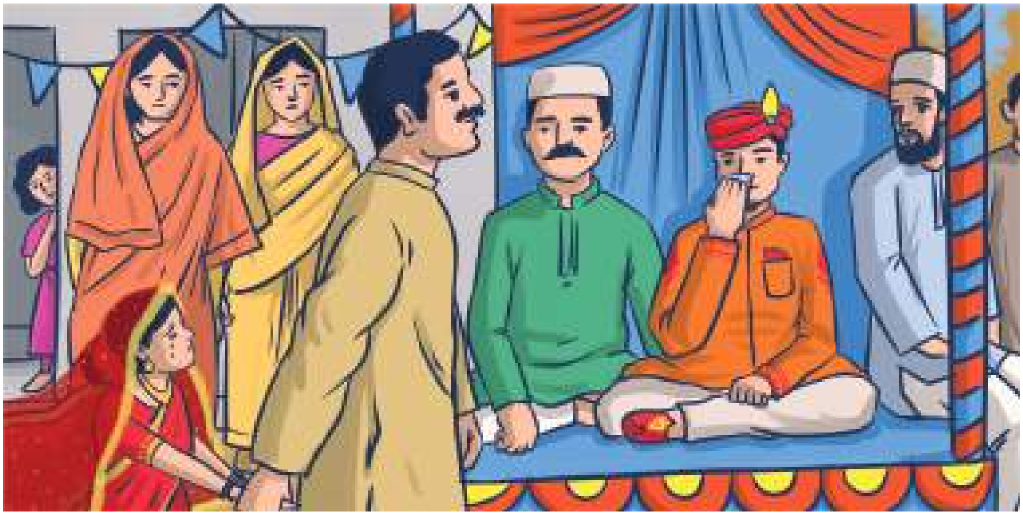

ক) উপরের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করি এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

প্রশ্ন	উত্তর
ছবিটি কীসের?	
মেয়েটির বাবা কী করছে?	
মেয়েশিশুটি কেন কান্না করছে?	

বশির মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। বড়ো মেয়ে রূপা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। তখন তার বয়স ১২ বছর। অভাবের কারণে বাবা রূপাকে পড়াশোনা না করিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের কিছুদিন পরই শ্বশুরবাড়ি হতে যৌতুকের টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। এতে করে মেয়েটি মানসিক অশান্তিতে পড়ে। অন্যদিকে সাংসারিক সকল কাজের দায়িত্ব এই অল্পবয়সি মেয়েটির উপর আসে। সে নিজের খাওয়া-দাওয়া ও যত্ন নিতে ভুলে যায়। এর মধ্যে রূপা মা হয়। জন্ম নেওয়া শিশুটি অপুষ্টিতে ভোগে। এর কিছু দিন পর অসুস্থ শিশুটি মৃত্যুবরণ করে। এর জন্য তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকেই দায়ী করে। রূপা এসব সহ্য না করতে পেরে একদিন বাবার বাড়ি চলে আসে।

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার ঘটনাটি পড়ে বাল্যবিবাহের প্রভাব নিচের ছকে লিখি।

ক্রমিক	বাল্যবিবাহের প্রভাব
১	
২	
৩	
৪	

আমাদের আশপাশে কোথাও বাল্যবিবাহ হচ্ছে তা জানতে পারলে আমরা প্রতিরোধ করব। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে পরিবার ও সমাজকে সচেতন করতে হবে। ইমাম বা কাজী সাহেব বিয়ে পড়ান। বিয়েতে জন্মনিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র দেখে বিয়ে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক না হলে বিয়ে দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ব্যাপারে গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বর, নারী প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সজাগ থাকতে হবে। প্রয়োজনে উঠান বৈঠক বা মা-সমাবেশ করে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিক্ষক বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক শিক্ষা দিবেন। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কিত বিভিন্ন পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট ও রেডিয়ো-টেলিভিশনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে হবে।

- বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন রোধে **১০৯৮** নম্বরে ফোন করতে হবে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে **১০৯** নম্বরে ফোন করতে হবে।

গ) উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় লিখি।

ক্রমিক	প্রতিরোধের উপায়
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ঘ) বাল্যবিবাহ রোধে করণীয় দিকসমূহ নিয়ে একটি ভূমিকাভিনয় করি।

৪ বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কার্যক্রম

ক) নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে ছবির পাশের ঘরের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

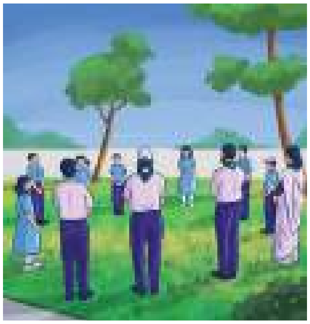

১) ছবিতে কী করছে? ....

২) এটি কী ধরনের সাংগঠনিক কাজ? ....

৩) এ ধরনের কাজ কোথায় করা হয়? ....

১) ছবিতে কী করছে? ....

২) এটি কী ধরনের সাংগঠনিক কাজ? ....

৩) এ ধরনের কাজ কোথায় করা হয়? ....

১) ছবিতে কী করছে? ....

২) এটি কী ধরনের সাংগঠনিক কাজ? ....

৩) এ ধরনের কাজ কোথায় করা হয়? ....

১) ছবিতে কী করছে? ....

২) এটি কী ধরনের সাংগঠনিক কাজ? ....

৩) এ ধরনের কাজ কোথায় করা হয়? ....

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ করা হয়। এসব কাজ একা করা যায় না। সকলে মিলেমিশে করতে হয়। নিয়ম মেনে সকলে মিলে এধরনের কার্যক্রম করাকে সাংগঠনিক কার্যক্রম বলে। সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

খ) আমাদের বিদ্যালয়ে কী কী সাংগঠনিক কার্যক্রম হয়ে থাকে তার একটি তালিকা তৈরি করি।

ক্রমিক	সাংগঠনিক কার্যক্রম
১	স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন
২	
৩	
৪	
৫	

আমি নাজিফা, কাব দলের একজন সদস্য। এ সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে আমি–

- সময়মতো কাজ করতে শিখেছি
- পরস্পরকে সহযোগিতা করতে শিখেছি
- মানুষের প্রতি সহনশীল হতে শিখেছি

আমি ইহান, বৃক্ষরোপণ দলের একজন সদস্য। এ সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে আমি–

- পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে শিখেছি
- দলগতভাবে করলে কাজ সহজেই করা যায় তা শিখেছি
- সকলের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে শিখেছি

আমি তপু, স্টুডেন্টস কাউন্সিলের একজন সদস্য। এ সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে আমি–

- পরমতসহিষ্ণু হতে শিখেছি
- নেতৃত্ব প্রদান করার দক্ষতা অর্জন করেছি
- গণতান্ত্রিক আচরণ করতে শিখেছি

আমি আরিশা, খুদে ডাক্তার দলের একজন সদস্য। এ সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে আমি–

- মানুষের সেবা করার মানসিকতা অর্জন করেছি
- নিজের প্রতি নিজে যত্ন নিতে শিখেছি
- মানুষের প্রতি সহমর্মী হতে শিখেছি

গ) উপরের নাজিফা, ইহান, তপু ও আরিশার বক্তব্যের আলোকে বিদ্যালয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমের গুরুত্ব লিখি।

ক্রমিক	সাংগঠনিক কার্যক্রমের গুরুত্ব
১	আমাদেরকে সহযোগিতা করতে শেখায়
২	
৩	
৪	
৫	

ঘ) উপরের ছকের গুরুত্বের আলোকে আমার নিজের মধ্যে নেতৃত্বের কী কী গুণাবলি দেখতে চাই তার একটি তালিকা তৈরি করি।

১।

২।

৩।

৪।

৫ মানবাধিকার ও আমাদের করণীয়

মানুষ হিসেবে আমেনা বেগম ও অমিত রহমান যেসকল সুযোগ-সুবিধা পায় তা বলছে–

- আমাদের ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে
- আমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি
- আমরা দুজনেই সমান সুযোগ-সুবিধা পাই
- আমরা আইনের চোখে দুজনেই সমান
- আমরা সমাজে সমান মর্যাদা পাই
- আমরা নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি
- আমরা কাজের ন্যায্য মজুরি পাই
- আমরা নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারি
- আমাদের সম্পত্তি ভোগ ও সংরক্ষণ করার অধিকার আছে
- আমরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারি
- আমাদের প্রতি অন্যায় করা হলে আমরা ন্যায় বিচার পেয়ে থাকি

বিশ্বের সকল মানুষের কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। এ সুযোগ-সুবিধাগুলো সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘ 'মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রতে' উল্লেখ করা আছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে সবার সমান মানবাধিকার রয়েছে। মানুষমাত্রই এ অধিকার ভোগ করবে, তবে তাতে যেন অন্যের ক্ষতি না হয়।

ক) আমেনা বেগম ও অমিত রহমানের সুযোগ-সুবিধাগুলো পড়ি এবং তাদের মানবাধিকারগুলোর তালিকা তৈরি করি।

মানবাধিকার	
• শিক্ষার অধিকার	•
•	•
•	•
•	•
•	•

এরা সকলেই মানবাধিকার রক্ষার জন্য জনগণকে সচেতন করছে

২০২৪

খ) আগের পৃষ্ঠার মানবাধিকার রক্ষার স্লোগানগুলো পড়ি এবং এর আলোকে মানবাধিকার রক্ষার উপায়সমূহ লিখি।

ক্রমিক	মানবাধিকার রক্ষার উপায়
১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	

আমার বাবা পড়াশোনা না করিয়ে কাজে নিয়ে যান

অপু

রাস্তায় নিরাপত্তার অভাবে আমি বাইরে যেতে ভয় পাই

নাজিফা

ছেলেদের খেলাধুলার সুযোগ থাকলেও মেয়েদের নেই

আরিশা

আমাদের গ্রামের ইটভাটায় একই কাজের জন্য মহিলাদেরকে পুরুষদের চেয়ে কম মজুরি দেয়

ইহান

পাশের বাড়ির এক মহিলাকে যৌতুকের জন্য নির্যাতন করে

সাফওয়ান

আমার এক প্রতিবেশী তার বোনকে প্রাপ্য সম্পত্তি দেয়নি

রিদিশা

২০২৬

গ) অপু, নাজিফা, সাফওয়ান, আরিশা, রিদিশা ও ইহানের বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বক্তব্যগুলো পড়ি এবং কী কী মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা নিচের ছকে লিখি।

যার বক্তব্য	কোন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে
অপু	
নাজিফা	
আরিশা	
ইহান	
সাফওয়ান	
রিদিশা	

ঘ) আমার বিদ্যালয়ে প্রদর্শনের জন্য পোস্টারে মানবাধিকার রক্ষার স্লোগান তৈরি করি।

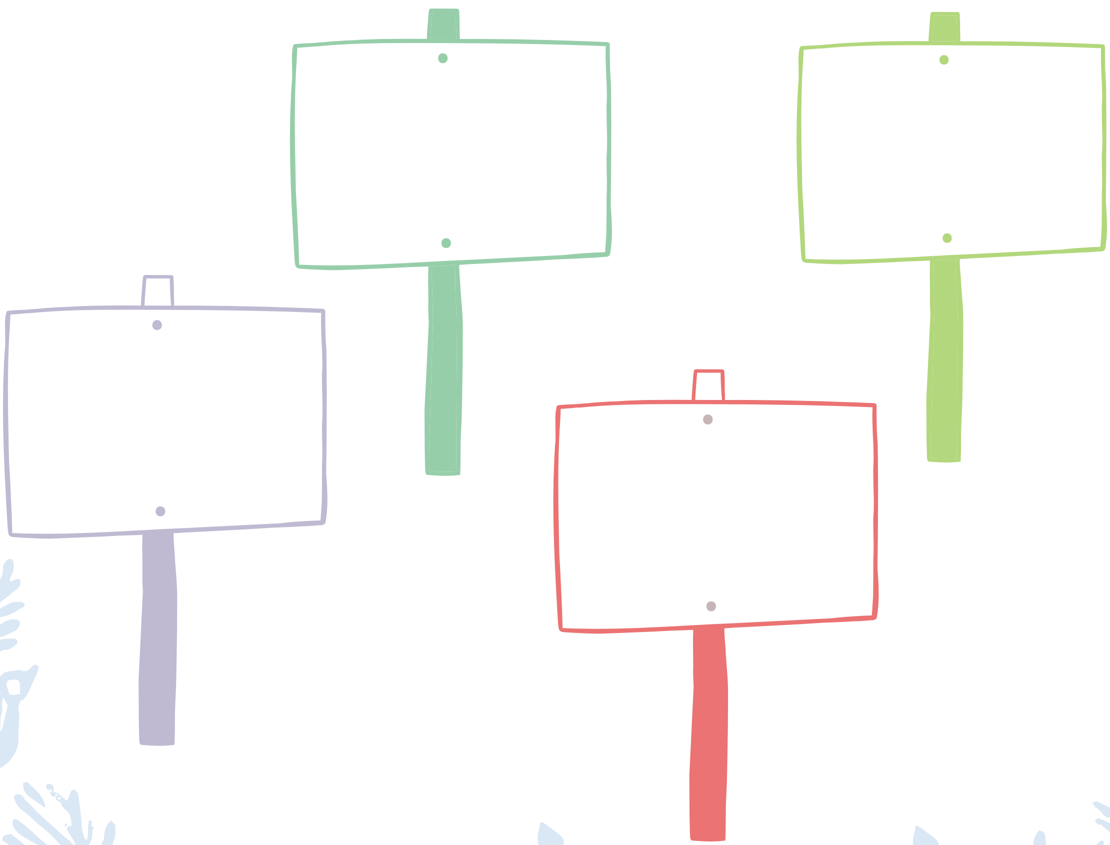

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ভোট প্রদান করা নাগরিকের কোন ধরনের অধিকার?

ক) সামাজিক অধিকার
খ) রাজনৈতিক অধিকার
গ) ব্যক্তিগত অধিকার
ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার

২. নিচের কোনটি বুলিংয়ের উদাহরণ?

ক) ব্যঙ্গ করে ডাকা
খ) দলীয় কাজে বাধা দেওয়া
গ) মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়া
ঘ) খেলায় অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. সামাজিক সমস্যা মানুষের স্বাভাবিক ________ ব্যাহত করে।

২. স্টুডেন্টস কাউন্সিলের মাধ্যমে ________ প্রদান করার দক্ষতা অর্জন করা যায়।

৩. আমি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করি– এটা আমার ______ ।

গ. সত্য হলে তার পাশে ‘স’ ও মিথ্যা হলে তার পাশে ‘মি’ লেখ।

১. সমাজে সমান মর্যাদা পাওয়া একটি মানবাধিকার।

২. ১৮ বছর বয়সে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ভোটদানের যোগ্যতা অর্জন করে।

৩. সামাজিক সমস্যা সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝ?

২. মাদকাসক্তির তিনটি ক্ষতিকর প্রভাব লেখ।

৩. শিশুর উপর মোবাইল আসক্তির তিনটি ক্ষতিকর প্রভাব লেখ।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপায়গুলো বর্ণনা করো।

২. মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয়গুলো বর্ণনা করো।

অধ্যায় ১০

নৈতিক ও সামাজিক আচরণ

১ পরমতসহিষ্ণুতা

রাজু, তপু, মিলি ও রনি চার বন্ধু। তারা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলেই রংবেরঙের পোশাক পরে এসেছে। প্রত্যেকেই তার নিজের পোশাকই সবচেয়ে সুন্দর বলে দাবি করছিল। এতে তাদের মধ্যে কথা কাটিকাটি শুরু হয়ে গেল। কেউ থামছে না। হঠাৎ করেই তপু ও মিলি সবাইকে চুপ করতে বলল। তপু বলল, 'আমাদের প্রত্যেকের পছন্দ এক রকম নয়। একেকজনের পছন্দ একেক রকম। প্রত্যেকের কাছেই তার পোশাক সুন্দর।' মিলি বলল, 'আসলে আমাদের সকলের পোশাকই সুন্দর।' সবাই তপু ও মিলির কথা শুনে মেনে নিয়ে নববর্ষের আনন্দে মেতে উঠল।

ক) উপরের ঘটনাটি পড়ে পাশের ঘরে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

চার বন্ধুর মধ্যে কী বিষয়ে মতের অমিল ছিল?	
তারা একে অপরের মতামত মেনে নিচ্ছিল না কেন?	
তপু ও মিলি কী বলেছিল?	
সকলে তপু ও মিলির কথা মেনে নিয়েছিল কি না?	
অন্যের মতামত সম্মান করাকে কী বলে?	

অন্যের মতকে সম্মান করাই পরমতসহিষ্ণুতা। পরমতসহিষ্ণুতা একটি মানবীয় গুণ। সকলের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। সেজন্য সকলের মতামত ধৈর্যসহকারে শোনা উচিত। তাই আমাদের সকলকে পরমতসহিষ্ণু হতে হবে।

২০২৫

খ) নিচের বাক্যগুলো পড়ে একমত হলে তার পাশে টিক (√) চিহ্ন, না হলে ক্রস (×) চিহ্ন দিই।

১. সবার মতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত	
২. যার মত পছন্দ হয় তারটাই শোনা উচিত	
৩. অন্যের মতামতকে সম্মান করা একটি মানবীয় গুণ	
৪. সকলের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো	
৫. নিজের মতকেই সবসময় প্রাধান্য দেওয়া উচিত	

প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব মতামত আছে। পরমতসহিষ্ণুতা ব্যক্তির মত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। অপরের মতামত আমরা মনোযোগ সহকারে শুনি। এটি আমাদেরকে সহনশীলতা শেখায়। প্রত্যেকের মতামতের গুরত্ব আছে বলেই তাদের মতামতকে সম্মান করি। অর্থাৎ মানুষকে আমরা সম্মান করতে শিখি। গণতান্ত্রিক আচরণের পূর্বশর্ত হলো পরমতসহিষ্ণুতা। তাই এ গুণ মানুষকে গণতান্ত্রিক করে গড়ে তোলে। সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বাস করে। প্রত্যেকের বিশ্বাসকে সম্মান করতে প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতা। পরমতসহিষ্ণুতা আছে বলেই সমাজে আমরা মিলেমিশে বাস করি। এ গুণ পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

গ) অনুচ্ছেদটুকু পড়ে পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব খুঁজে বের করি ও লিখি।

ঘ) বিদ্যালয়ভিত্তিক একটি কার্যক্রমের ভূমিকাভিনয় করি যেখানে পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়।

২০২৬

২ গণতান্ত্রিক আচরণ

সলিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে যাবে। কোথায় যাবে এ নিয়ে প্রথমদিন সকলে একমত হতে পারেনি। শ্রেণিশিক্ষক দ্বিতীয় দিন স্থান নির্বাচনের জন্য অন্য পথ বেছে নিলেন। প্রথম দিনের আলোচনা থেকে পাওয়া ৪টি স্থানের নাম বোর্ডে লিখলেন। এবার শিক্ষক প্রত্যেকের হাতে এক টুকরা কাগজ দিলেন। প্রত্যেককে বোর্ডে লেখা নাম থেকে একটি নাম বাছাই করে কাগজে লিখে ভাঁজ করে বাক্সে রাখতে বললেন। সকলের মত দেওয়া শেষ হলে শিক্ষক বাক্স থেকে লেখা কাগজগুলো খুলে গণনা করলেন। কোন স্থানের নামের পক্ষে কতজন মত দিয়েছে তা বোর্ডে লেখা স্থানের নামের পাশে লিখলেন। যে স্থানের নামের পাশে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে সে স্থানকে শিক্ষা সফরের জন্য নির্বাচন করা হলো। এভাবে সকলের মতামত গ্রহণ ও অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষাসফরের স্থান নির্বাচিত হওয়ায় সকলেই খুশি।

ক) ঘটনাটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে মত দিই।

প্রশ্ন	মতামত
১. সকলে কি তাদের মত প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে?	
২. তাদের মতকে কি বিবেচনা করা হয়েছে?	
৩. কীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে?	
৪. অধিকাংশের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম কী?	

খ) নিচের বিবৃতিগুলো পড়ি এবং যেগুলো গণতান্ত্রিক আচরণকে নির্দেশ করে তার পাশে টিক (√) ও যেগুলো গণতান্ত্রিক আচরণ নির্দেশ করে না তার পাশে ক্রস (×) দিই।

ক্রমিক	বিবৃতি	√ বা ×
১।	সকলকে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিব।	
২।	শ্রেণিনেতা নির্বাচনে সকলের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন নেই।	
৩।	বেশি সংখ্যক মতামতকে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিব।	
৪।	বিদ্যালয়ের দেয়ালিকা তৈরিতে দলনেতার খেয়াল খুশিই প্রাধান্য পায়।	
৫।	শ্রেণিকক্ষ কীভাবে সাজানো হবে তা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।	

গ) আমাদের শ্রেণিকক্ষ কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব সকলে মিলে তার পরিকল্পনা করি।

ঘ) সকলে মিলে গণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের শ্রেণিনেতা নির্বাচন করি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. গণতান্ত্রিক আচরণের পূর্বশর্ত কোনটি?

ক) নিজের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া
খ) অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া
গ) যার মত পছন্দ হয় তার কথা শোনা
ঘ) নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেয়া

২. পরমতসহিষ্ণুতা আমাদের কী শেখায়?

ক) সহনশীলতা
খ) নৈতিকতা
গ) নান্দনিকতা
ঘ) সৃজনশীলতা

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. প্রত্যেকের বিশ্বাসকে সম্মান করতে প্রয়োজন ________।

২. সকলেরই অন্যের মতামতকে ________ করা উচিত।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরমতসহিষ্ণুতা কী?

২. বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চার তিনটি ক্ষেত্র লেখ।

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে তোমার সহপাঠীদের সাথে কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে?

২. বিদ্যালয়ে শ্রেণিনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তুমি কীভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা করবে?

অধ্যায় ১১

বাংলাদেশের যোগাযোগ মানচিত্র

১ যোগযোগ মানচিত্র

ক) নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি–

১) এটি কী ধরনের যানবাহন?

----

২) এটি কোন পথে চলে?

----

১) এটি কী ধরনের যানবাহন?

----

২) এটি কোন পথে চলে?

----

১) এটি কী ধরনের যানবাহন?

----

২) এটি কোন পথে চলে?

----

১) এটি কী ধরনের যানবাহন?

----

২) এটি কোন পথে চলে?

খ) মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

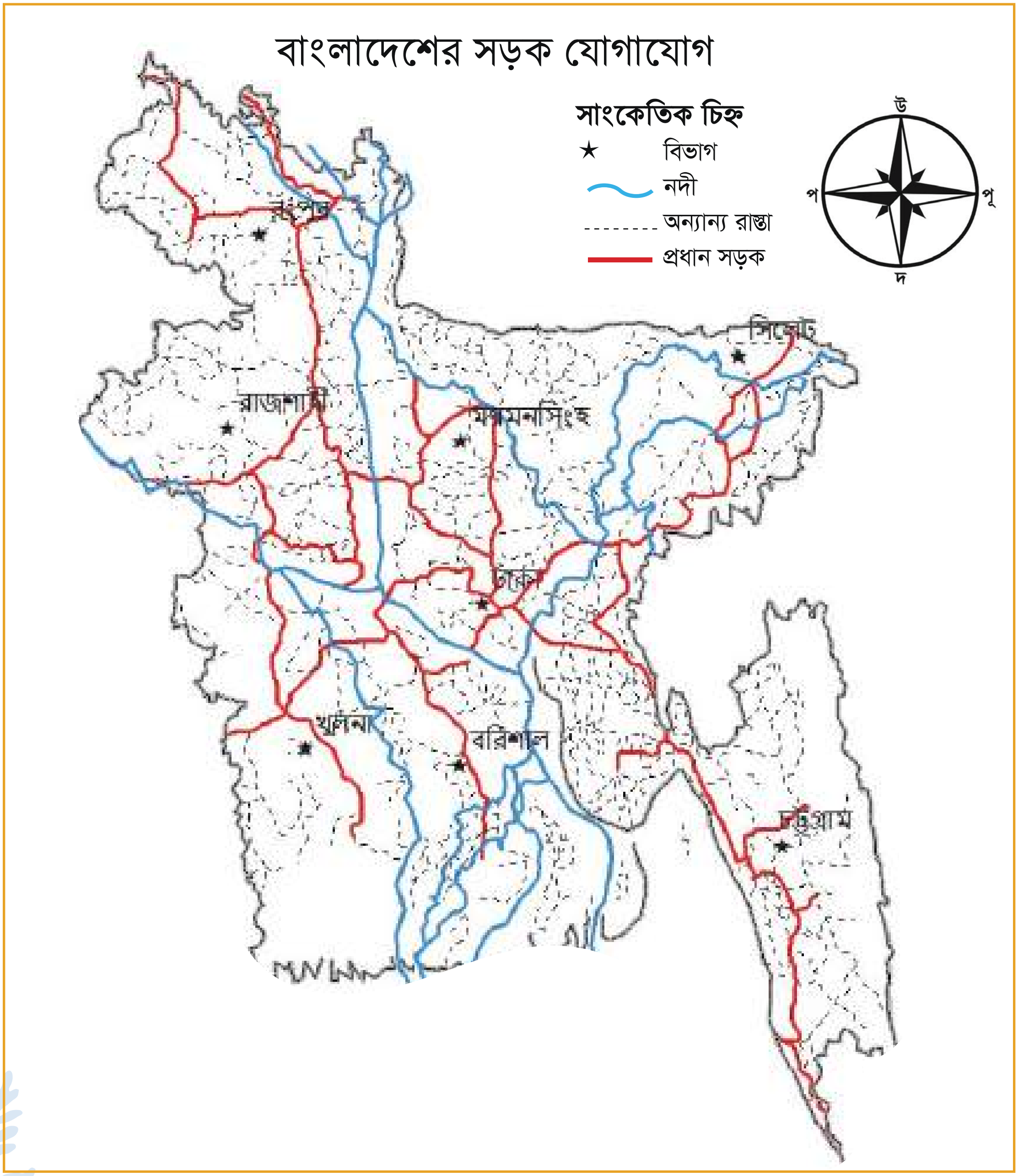

১) মানচিত্রে কোন ধরনের যোগাযোগের পথ দেখানো হয়েছে?

----

২) প্রধান সড়ক পথগুলো মানচিত্রে দাগ টেনে চিহ্নিত করি।

২০২৫

বাংলাদেশের নদীবন্দর ও নদীপথ

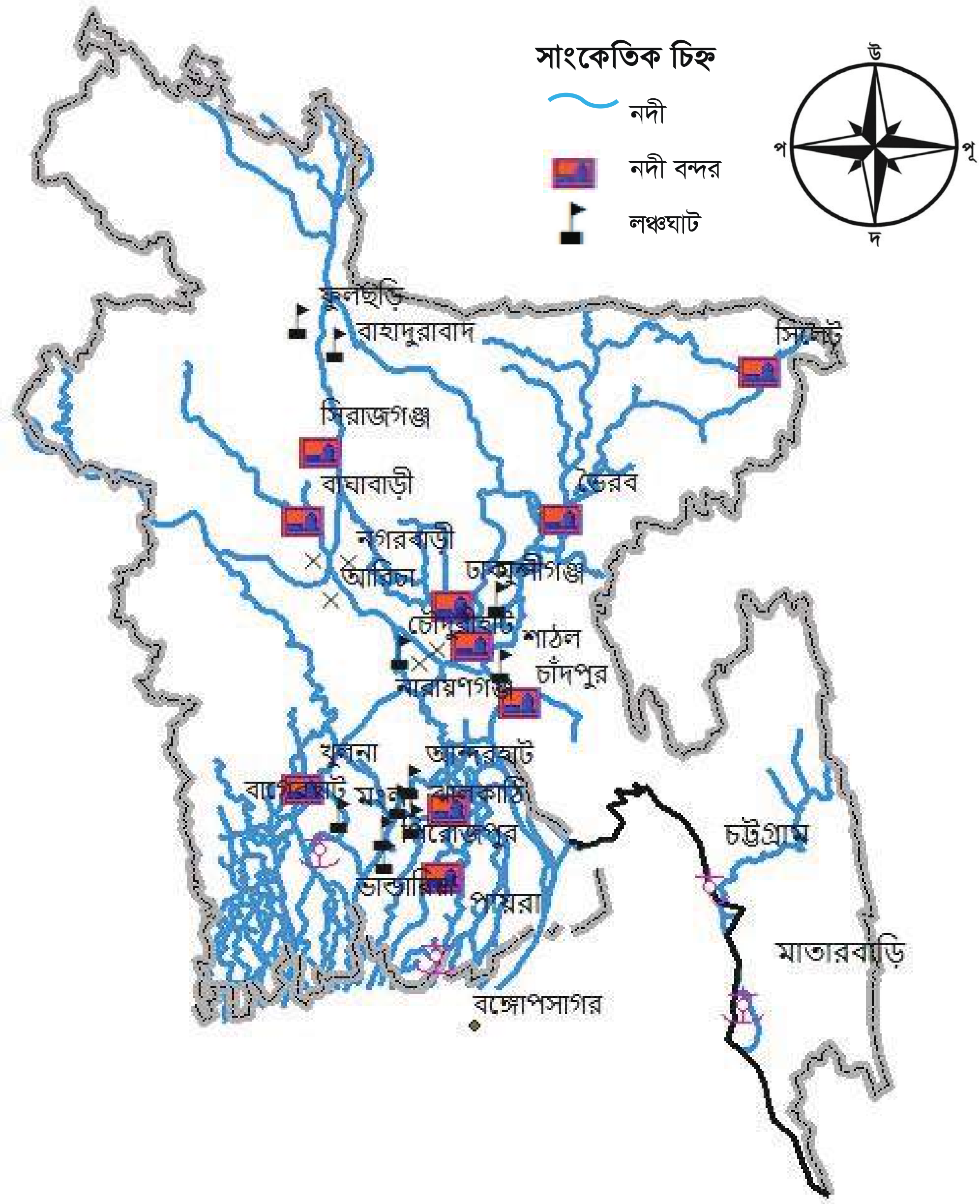

১) মানচিত্রে কোন ধরনের যোগাযোগের পথ দেখানো হয়েছে?

----

২) দুইটি নদীবন্দর ও নদীপথ মানচিত্রে দাগ টেনে চিহ্নিত করি।

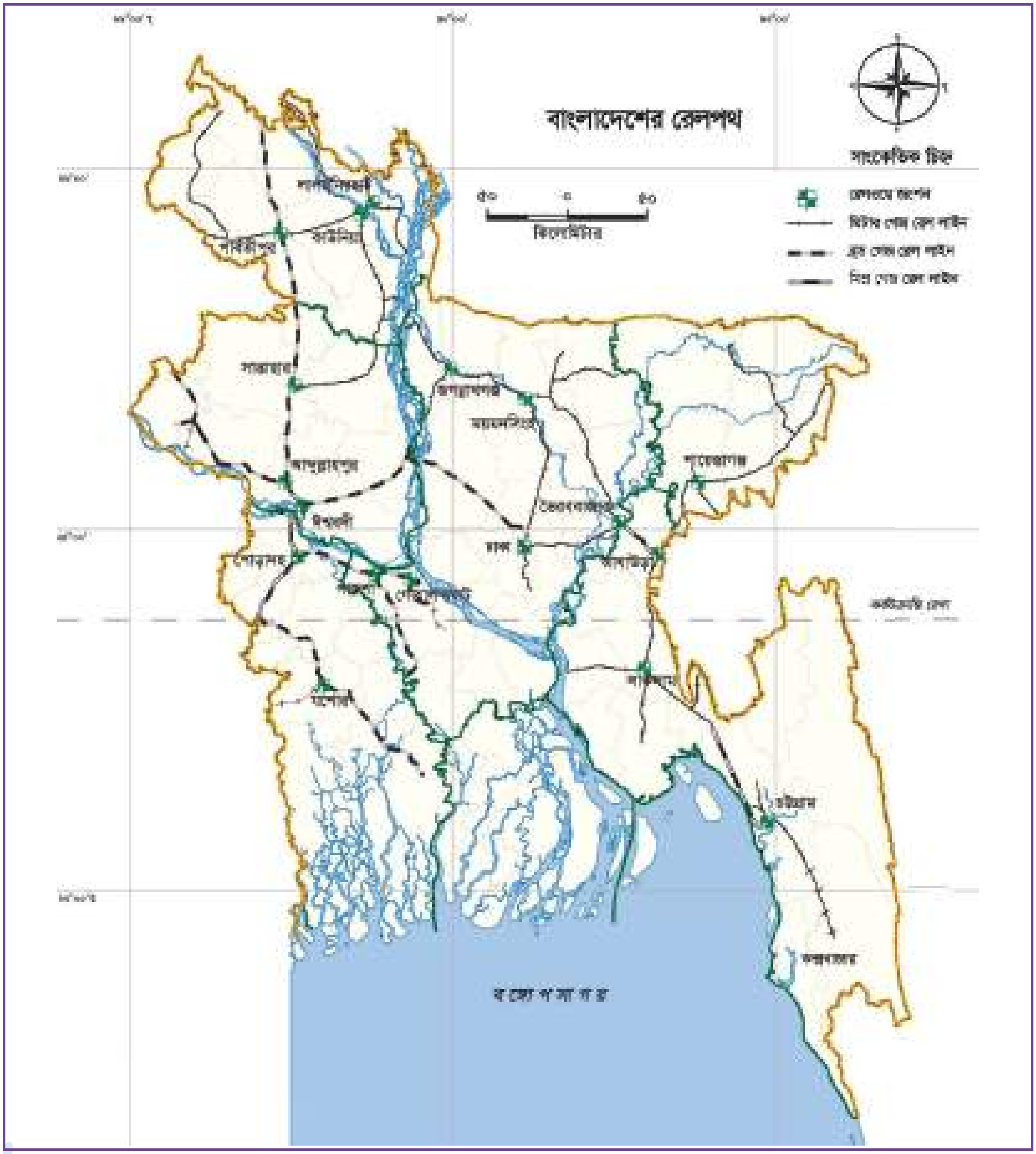

১) মানচিত্রে কোন ধরনের যোগাযোগের পথ দেখানো হয়েছে?

----

২) রেলপথ মানচিত্রে দাগ টেনে চিহ্নিত করি।

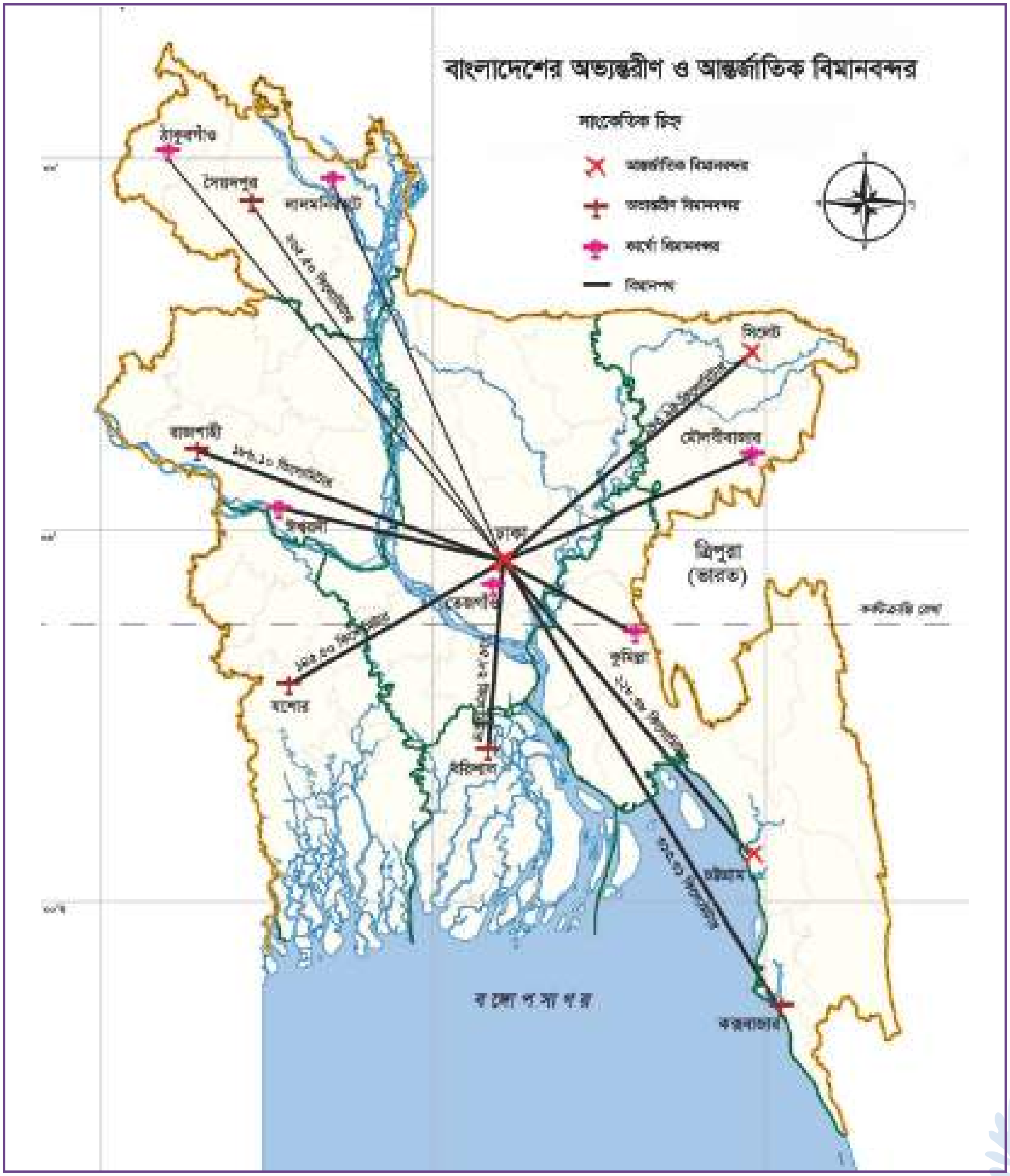

১) মানচিত্রে কোন ধরনের যোগাযোগের পথ দেখানো হয়েছে?

----

২) ২টি বিমানবন্দর মানচিত্রে চিহ্নিত করি।

২০২৬

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। বাংলাদেশে পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। সাধারণত সড়ক, নৌ, রেল ও বিমান এ চার ধরনের পথ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে সড়কপথ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা সড়কগুলো বেশ উন্নত। সড়কপথে বাস, ট্রাক, লরি, প্রাইভেট কারসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। তবে মানুষের কাছে রেলপথ বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশে মিটারগেজ, ব্রডগেজ ও ডুয়েলগেজ এ তিন ধরনের রেলপথ আছে। রেলপথে যাত্রীবাহী ও মালবাহী দুই ধরনের ট্রেন চলাচল করে। তাছাড়া বাংলাদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নৌপথের গুরুত্ব অনেক। নৌপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ ব্যয় অনেক কম। অভ্যন্তরীণ নদীপথ ও উপকূলীয় সমুদ্রপথ নিয়ে আমাদের নৌপথ। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর ও ভৈরব দেশের অন্যতম প্রধান নদীবন্দর। আর সমুদ্র বন্দর হলো চট্টগ্রাম, মংলা, পায়রা। সম্প্রতি যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিমানের ব্যবহারও বেড়েছে। দেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুই ধরনের বিমানবন্দর রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তিনটি, যথা– শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা; শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম; ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট। এ তিনটি বিমানবন্দর অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বরিশাল ও কক্সবাজার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর। বর্তমান সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের অভূতপূর্ব নিদর্শন হলো মেট্রোরেল, উড়াল সড়ক, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল।

গ) উপরের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে যোগাযোগের বিভিন্ন পথের ধরন দিয়ে নিচের মাইন্ডম্যাপ তৈরি করি।

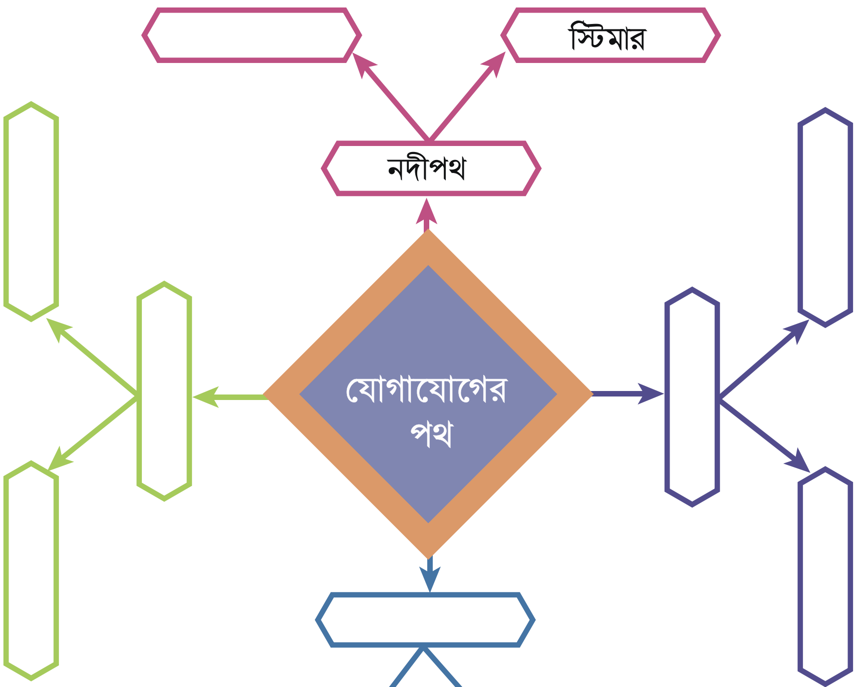

ঘ) যোগাযোগ মানচিত্রে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা যাওয়ার সড়কপথ দাগ টেনে চিহ্নিত করি।

বাংলাদেশের সড়কপথ

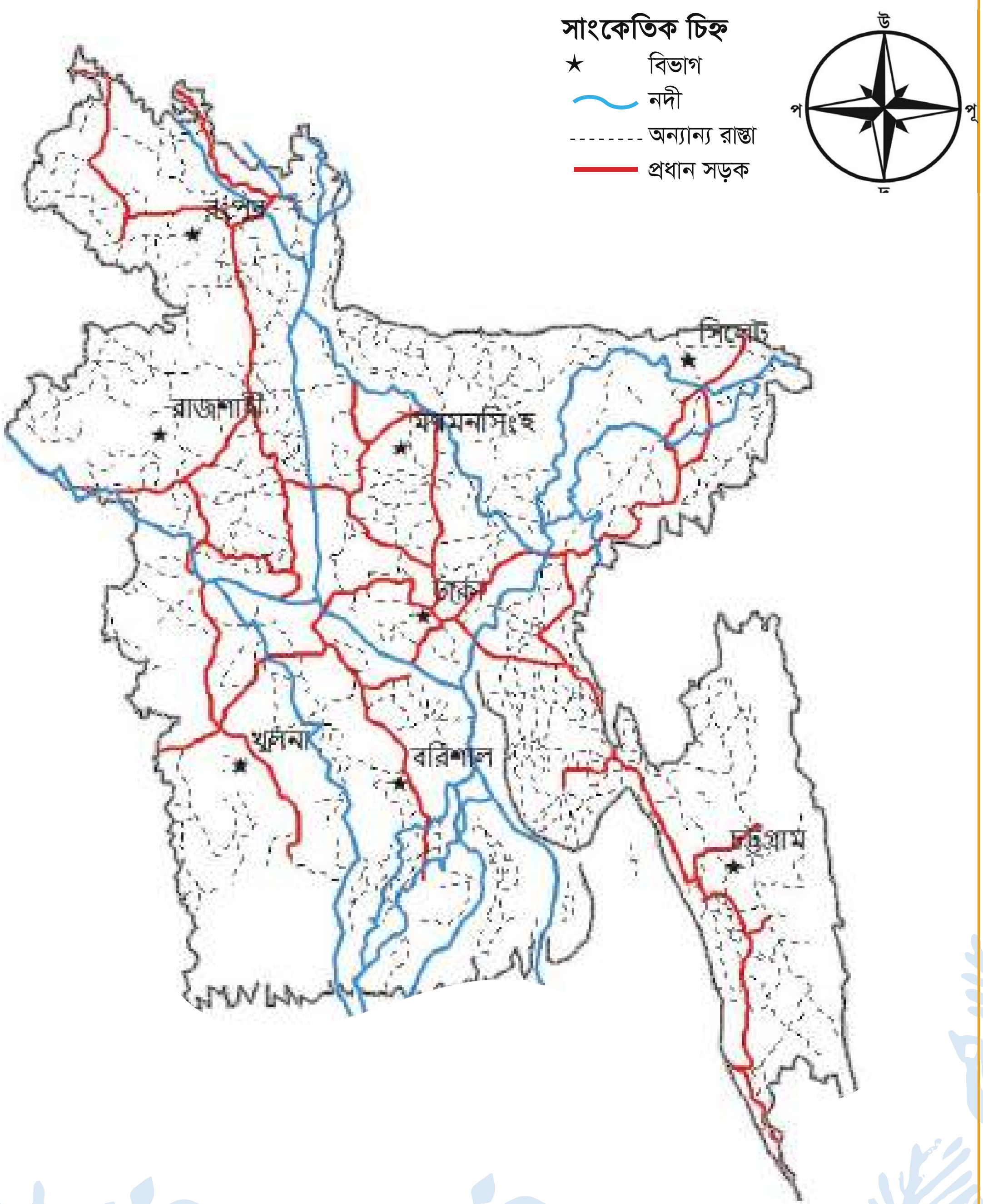

২০২৬

২ যোগাযোগ মানচিত্রের ব্যবহার ও জিপিএস-এর ধারণা

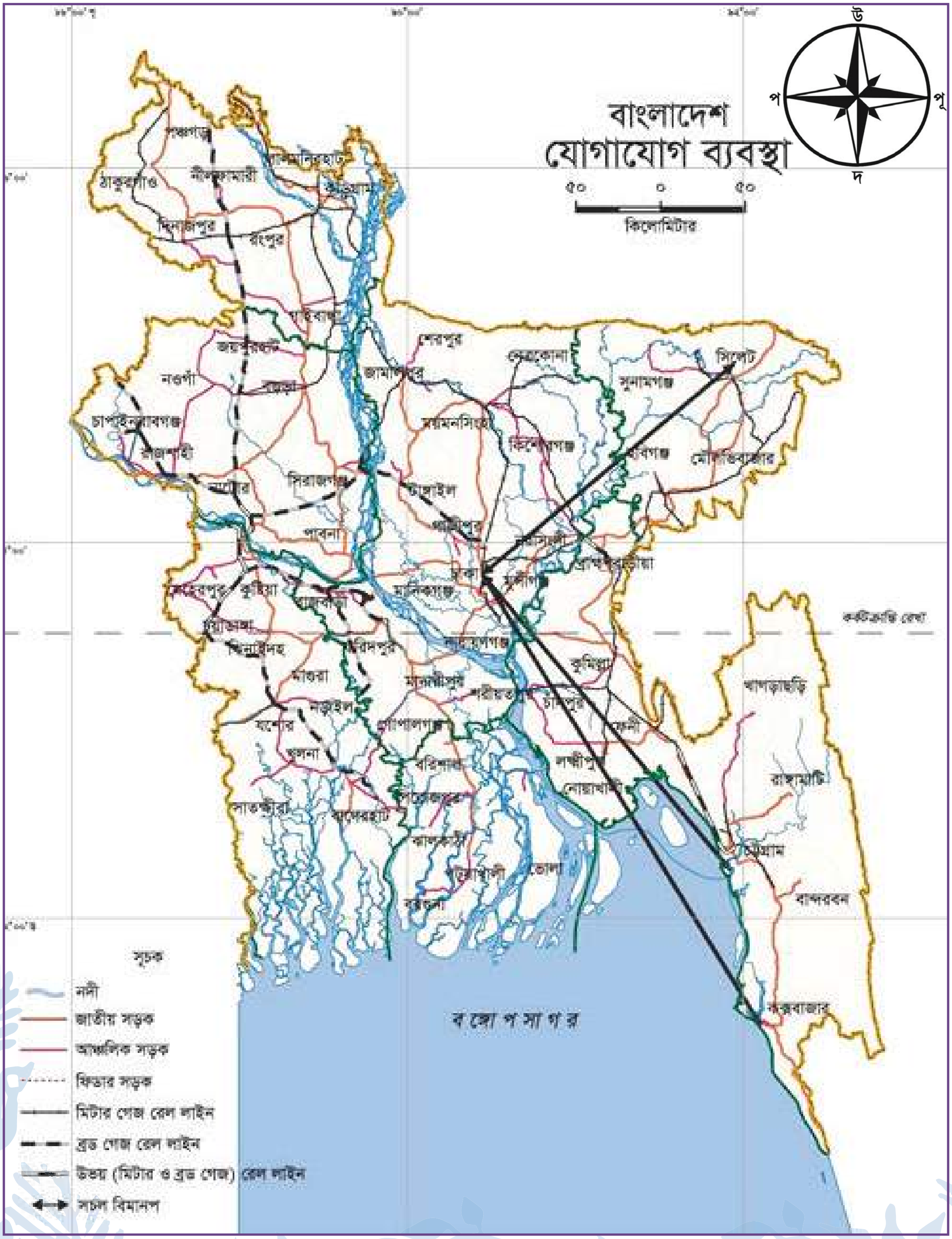

২০২৪

ক) পূর্বের পৃষ্ঠার মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. কোন কোন পথ ব্যবহার করে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়া যায়?	
২. ময়মনসিংহ থেকে ভোলা যাওয়ার জন্য যোগাযোগের কোন কোন মাধ্যম ব্যবহার করা যাবে?	
৩. যোগাযোগের কোন কোন মাধ্যম ব্যবহার করে যশোর থেকে ঢাকা যাওয়া যায়?	
৪. কোন কোন পথে সিলেট হতে চট্টগ্রাম যাওয়া যায়?	

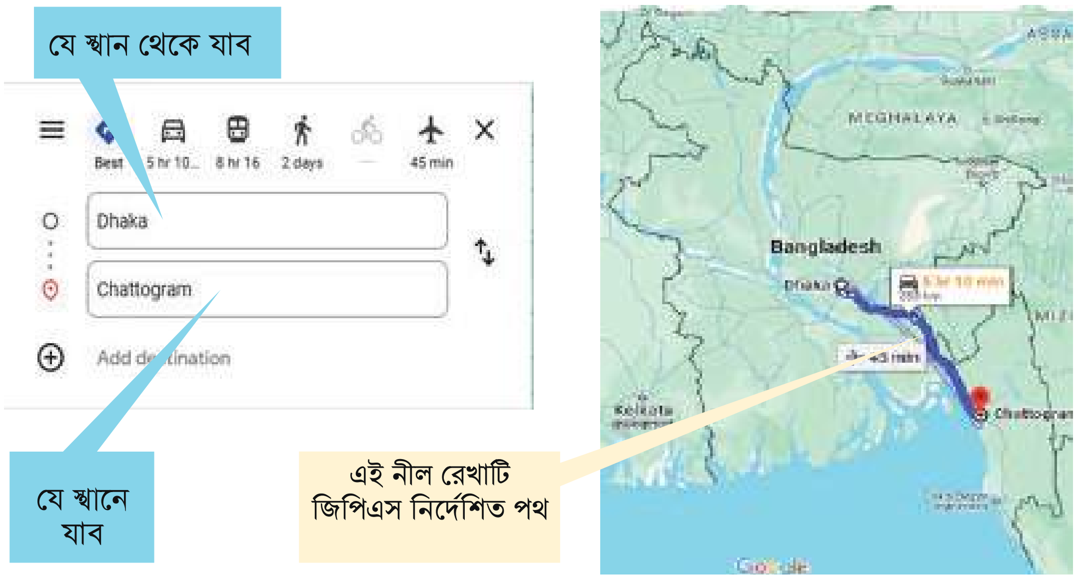

খ) উপরের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১) ছবিতে কোন স্থান থেকে যাত্রা শুরু করার কথা বলা হয়েছে?

----

২) গন্তব্যস্থল কোথায় দেখানো হয়েছে?

GPS (জিপিএস)-এর পূর্ণরূপ Global Positioning System। এর দ্বারা নিখুঁতভাবে কোনো কিছুর অবস্থান নির্ণয় করা যায়। বর্তমানে মানচিত্রে জিপিএস-এর ব্যবহার নানাবিধ। জিপিএস সিস্টেমে রাস্তাঘাট ছাড়াও পেট্রোল পাম্প, পুলিশ স্টেশন, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পর্যটন স্থান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদির অবস্থান চিহ্নিত থাকে। বর্তমান অবস্থানের আশপাশে উল্লিখিত কোনো কিছু থাকলে জিপিএস ডিভাইসের ডিসপ্লেতে তা প্রদর্শন করে। গাড়ি, জাহাজ, প্লেন ছাড়াও বড়ো বড়ো শহরের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে এ সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তিতে মোবাইল, ল্যাপটপে Apps ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থানে নির্ভুলভাবে যাওয়া যায়। নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করে google map-এর অপশনে গেলে ঐ স্থানে যাওয়ার রাস্তা তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করে। তীর চিহ্ন বরাবর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে প্রত্যাশিত স্থানে পৌঁছা যায়। হেঁটে, গাড়িতে, বাসে, মোটরসাইকেলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সম্ভাব্য কত সময় লাগবে জিপিএস সিস্টেমের মাধ্যমে তাও জানা যায়।

গ) উপরের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে জিপিএস ব্যবহার করে যোগাযোগের জন্য কী কী তথ্য পাওয়া যায় তা লিখি।

ঘ) চলো জিপিএস ব্যবহার করে শিক্ষকের সহায়তায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. সড়ক পথে যোগাযোগের বাহন কোনটি?

ক) লঞ্চ খ) ট্রেন

গ) বাস ঘ) উড়োজাহাজ

২. কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় পণ্য পরিবহণ ব্যয় কম?

ক) সড়কপথ খ) রেলপথ

গ) নদীপথ ঘ) আকাশপথ

৩. তুমি ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে সহজে কোন পথে যাবে?

ক) সড়ক ও নদী খ) সড়ক ও রেল

গ) রেল ও নদী ঘ) নদী ও আকাশ

খ. সত্য হলে তার পাশে ‘স’ ও মিথ্যা হলে তার পাশে ‘মি’ লেখ।

১) বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সড়কপথ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

২) পায়রা বাংলাদেশের অন্যতম নদীবন্দর।

৩) জিপিএস-এর মাধ্যমে নিখুঁতভাবে কোনো কিছুর অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) বাংলাদেশে সাধারণত কী কী ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে?

২) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তিনটি করে নাম লেখ।

ঘ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) বাংলাদেশের বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২) জিপিএস-এর ব্যবহার লেখ।

২০২৬

অধ্যায় ১২

বাংলাদেশের বনভূমি ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান

১ বাংলাদেশের বনভূমি : গুরুত্ব ও সংরক্ষণ

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

ছবি-৪

প্রশ্ন	উত্তর			
	ছবি-১	ছবি-২	ছবি-৩	ছবি-৪
১. ছবিগুলো কীসের?				
২. ছবিগুলোর মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে?				

বাংলাদেশের বনভূমি

ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন

খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় এ বনভূমি অবস্থিত। এসব বনে গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, বৈলাম, অর্জুন, জারুল, কুসুম, বহেরা ইত্যাদি বৃক্ষ বেশি জন্মে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের বেত ও বাঁশ জন্মে। এ ধরনের বনে সারা বছর গাছে পাতা থাকে।

ক্রান্তীয় পাতাঝরা বন

ময়মনসিংহ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও শেরপুরে এ বন বিস্তৃত। এখানকার ৯৫% বৃক্ষই শাল বলে এর অপর নাম শালবন। এছাড়া কড়ই, বাজনা, শেওড়া, জলপাই, আমলকী, হরীতকী, বহেরা প্রভৃতি বৃক্ষ এসব বনে জন্মে। শীতকালে এসব বনের গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পাতাঝরা বন বলা হয়।

ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন

খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায় এ বন অবস্থিত। সুন্দরী বৃক্ষ বেশি হওয়ায় এ বন সুন্দরবন নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট সময় পরপর এ বন জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। তাই এ অঞ্চলের উদ্ভিদদের মাঝে অভিযোজন হিসেবে শ্বাসমূল, ঠেসমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়। সুন্দরী ও গোলপাতা ছাড়াও পশুর, গেওয়া, কেওড়া, বাইন, ধুন্দুল, আমুর ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে। সুন্দরবনে পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে। এছাড়া হরিণ, বানর, শজারু, সাপ, বনমোরগ, মৌমাছি এবং নানা ধরনের পাখি পাওয়া যায়।

জলাবন

সিলেটের হাওড় অঞ্চলে এবং পাহাড়ি বনের নিচু জায়গাগুলোতে এসব বন দেখা যায়। বর্ষাকালে এসব বন জলে কানায় কানায় ভরে ওঠে। সিলেটের রাতারগুল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মিঠা পানির জলাবন। জলসহিষ্ণু হিজল, করচ, পানিজাম, কদম, কাঞ্জল, অশোক, বরুণ, ডুমুর প্রভৃতি বৃক্ষ এসব বনে জন্মে।

খ) উপরের অংশটুকু পড়ে তথ্য সংগ্রহ করে নিচের ছক পূরণ করি।

বনের ধরন	বৈশিষ্ট্য	কী ধরনের গাছ পাওয়া যায়
ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন		
ক্রান্তীয় পাতাঝরা বন		
ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন		
জলাবন		

মানব জীবনে বনাঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সুন্দরবন ও উপকূলীয় বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী জেলায় উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে। বনের গাছপালা বাড়িঘর ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গাছপালা থেকে ফল, মধু, ঘরের ছাউনি, জ্বালানি ও ঔষধি উপকরণ পাওয়া যায়। বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। ঘন ও গভীর বনে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ নিরাপদে, নির্ভয়ে বিচরণ ও বসবাস করে। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। গাছপালাবিহীন এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হয়। গাছপালা মাটির ক্ষয়রোধ করে। পরিবেশ নির্মল রাখে।

সরকারি হিসেবে বর্তমানে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৭ শতাংশ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির প্রয়োজন মোট ভূমির ২৫ শতাংশ। বৃক্ষ রোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে হবে। গাছ কেটে বন ধ্বংস করা বন্ধ করতে হবে। বন দখল করে শিল্প ও কৃষিকাজে ভূমির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বনায়নে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

গ) অনুচ্ছেদটুকু পড়ে বনভূমি বাংলাদেশের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা লিখি।

ঘ) বাংলাদেশের বনভূমি কীভাবে সংরক্ষণ করব তা লিখি।

২০২৮

২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান : গুরুত্ব ও সংরক্ষণ

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

সিলেটের জাফলং

বান্দরবানের নীলগিরি

মাধবকুণ্ডের ঝরনা

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ছবিগুলো কীসের?	
২. ছবির স্থানগুলো প্রাকৃতিক না মানুষের তৈরি?	
৩. এগুলো কেন বিখ্যাত?	

কক্সবাজার

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি পর্যটন শহর। এখানে রয়েছে ১২০ কিমি দীর্ঘ প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত। কক্সবাজারের কলাতলী, হিমছড়ি, ইনানী বিচ পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয়। এছাড়া মহেশখালী ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ জনপ্রিয় পর্যটন স্থান।

কুয়াকাটা

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। এ সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ কিলোমিটার। এর আরেক নাম সাগরকন্যা। এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। শীতকালে এ সৈকতে বিভিন্ন অতিথি পাখি দেখা যায়।

সিলেট

নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল। এ অঞ্চলে আসা পর্যটকদের মন জুড়ায় চা বাগান, জাফলং, লালাখাল, ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর, প্রকৃতিকন্যা শ্রীমঙ্গল, বিছানাকান্দির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে। এছাড়াও পাহাড় ভেদ করে নেমে আসা পান্থুমাই ঝরনা, মাধবকুন্ড জলপ্রপাত, রাতারগুল জলাবন ও হাকালুকি হাওড় সিলেটের জনপ্রিয় প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান।

বান্দরবান

বান্দরবান জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবুজে ঢাকা পাহাড়। এখানকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পর্যটকদের নজর কাড়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বান্দরবানের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে নীলগিরি, চিম্বুক পাহাড়, শৈলপ্রপাত ঝরনা, বগা লেক, স্বর্ণমন্দির, কেওক্রাডাং, নাফাখুম, জাদিপাই জলপ্রপাত অন্যতম।

ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন

বৈচিত্র্যময় গাছপালা, নানাবিধ প্রাণী, প্রচুর নদী ও খাল দ্বারা বেষ্টিত সুন্দরবনের রয়েছে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তাই এখানে প্রচুর দেশি-বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে। পর্যটকদের নিকট সুন্দরবনের করমজল, কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর, হারবাড়িয়া ইকো পর্যটন কেন্দ্র, তিনকোনা দ্বীপ, জামতলা সৈকত আকর্ষণীয় স্থান।

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার পাঠ্যাংশটুকু পড়ে নিচের ছকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের বৈশিষ্ট্য লিখি।

প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের নাম	বৈশিষ্ট্য
১.	
২.	
৩.	
৪.	

পর্যটনের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এটি একটি কার্যকর খাত। এ স্থানগুলোতে দেশি-বিদেশি প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটে। এ খাতে দেশে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। এর উন্নয়নের সঙ্গে অন্য ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে। পর্যটনের উন্নয়নের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। এর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যায়নও ঘটে। প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান প্রকৃতি হতে সৃষ্টি। এগুলোর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য মানুষকে পুলকিত করে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানে অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ করে সৌন্দর্য নষ্ট করা হচ্ছে। বেড়াতে আসা পর্যটকরাও যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে দূষণ করে। এজন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আমরা এ শিল্পে পিছিয়ে আছি। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনার পাশাপাশি বন ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানগুলোর সংরক্ষণ জরুরি। দেশি-বিদেশি পর্যটকের আকর্ষণ বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

গ) উপরের বর্ণনা পড়ে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের গুরুত্ব লিখি।

....

....

ঘ) উপরের বর্ণনা পড়ে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান সংরক্ষণে আমার ভূমিকা লিখি।

....

....

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. চিরসবুজ বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) পাতা সবুজ থাকে
খ) সব সময় গাছে পাতা থাকে
গ) শীতকালে পাতা ঝরে যায়
ঘ) সব সময় পাতা ঝরে যায়

২. শ্বাসমূল ও ঠেসমূল জন্মায় কোন বনে?

ক) সুন্দরবনে
খ) জলাবনে
গ) চিরসবুজ বনে
ঘ) পাতাঝরা বনে

৩. মিঠা পানির জলাবন দেখতে তুমি কোথায় যাবে?

ক) সিলেট
খ) টাঙ্গাইল
গ) খুলনা
ঘ) রাঙ্গামাটি

৪. একই স্থান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে চাও, কোথায় যাবে?

ক) কুয়াকাটা
খ) ময়নামতি
গ) পতেঙ্গা
ঘ) জাফলং

খ. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) বনভূমি _______ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২) গাছপালা মাটির _______ রোধ করে।

৩) পর্যটনের উন্নয়নের ফলে দেশের _______ উন্নয়ন হয়।

৪) পর্যটন শিল্পের প্রসার দেশে বহু লোকের _______ সৃষ্টি করে।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য কী?

২. ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন ও পাতাঝরা বনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩. তিনটি প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের নাম লেখ।

৪. প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের তিনটি গুরুত্ব লেখ।

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির ভূমিকা ব্যাখা করো।

২. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান সংরক্ষণে তুমি কীভাবে ভূমিকা রাখবে তা বর্ণনা করো।

অধ্যায় ১৩

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছবিতে কী করছে?

এ কাজে কোন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার হচ্ছে?

এটি কোন ধরনের সম্পদ?

ছবিতে কী করছে?

কী দিয়ে আসবাবপত্র বানাচ্ছে?

কাঠ কোথায় পাওয়া যায়?

এটি কোন ধরনের সম্পদ?

ছবিতে কী করছে?

কোথায় মাছ ধরছে?

নদী কোন ধরনের সম্পদ?

এমন বড়ো জাহাজ কোথায় চলাচল করে?

জাহাজ থেকে মালামাল কোথায় নামায়?

সমুদ্র কী ধরনের সম্পদ?

প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান। বাংলাদেশে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে খনিজ, বনজ, পানি ও সমুদ্র সম্পদ উল্লেখযোগ্য।

খনিজ সম্পদ

গ্যাস আমাদের দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ভোলা, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলায় প্রধান প্রধান গ্যাসক্ষেত্রগুলো অবস্থিত। এছাড়া

এদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, কঠিন শিলা, খনিজ তেল, আকরিক লৌহ, তামা, চুনাপাথর, নুড়িপাথর, চীনামাটি, সাদামাটি, সিলিকা বালি, গন্ধক উল্লেখযোগ্য।

বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনাঞ্চলে সেগুন, মেহগনি, শাল, গজারি, সুন্দরী, গেওয়া, গরান ইত্যাদি বৃক্ষ রয়েছে। বৃক্ষ হতে কাঠ পাই। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, নৌযান তৈরি এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া লতাপাতা, ফলমূল, মোম, মধু, বন্য প্রাণী বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

পানি সম্পদ

পানির অপর নাম জীবন। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ও ভূগর্ভস্থ হতে আমরা পানি পাই। পানির প্রধান উৎস বৃষ্টি। এই পানি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালি, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদনে পানি ব্যবহার করি। মৎস্য সম্পদের উৎসও পানি।

সমুদ্র সম্পদ

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজ সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে সামুদ্রিক মাছ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সমুদ্রের পানি হতে লবণ উৎপাদন করা হয়। এই সম্পদের সঠিকভাবে আহরণ করলে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিরাট উন্নতি সম্ভব। সেজন্য সমুদ্রের সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

খ) উপরের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে মোম, সেগুন, কয়লা, লবণ, লতাপাতা, চীনা মাটি, শাল, মাছ এবং গন্ধক কোনটি কোন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ তা ছকে লিখি।

প্রাকৃতিক সম্পদের ধরন	সম্পদের নাম
খনিজ সম্পদ	
বনজ সম্পদ	
পানি সম্পদ	
সমুদ্র সম্পদ	

২০২৬

গ) আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদের তথ্য নিয়ে নিচের মাইন্ডম্যাপটি তৈরি করি।

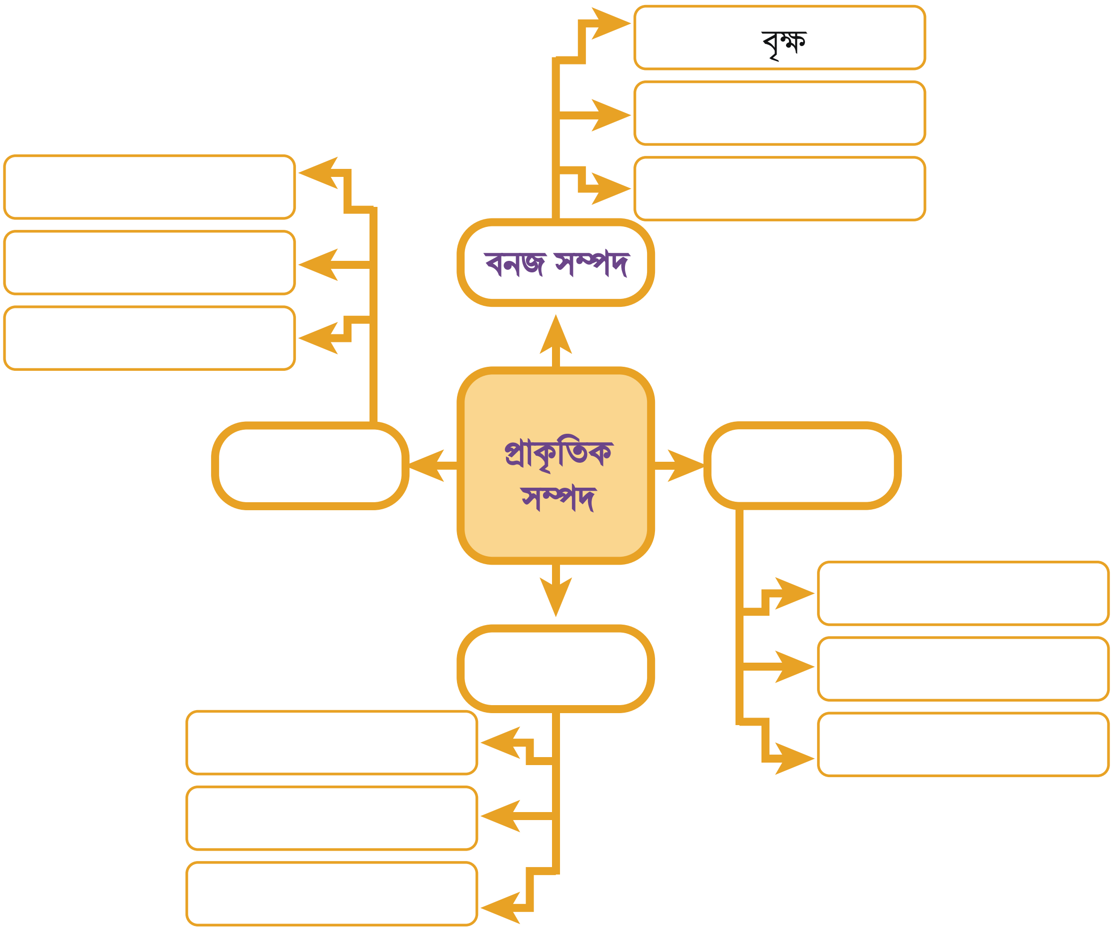

ঘ) আমরা দৈনন্দিন জীবনে কী কী ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি তার তালিকা তৈরি করি।

সম্পদের নাম	সম্পদের ধরন
লবণ	সমুদ্র সম্পদ

২০২৫

২ প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব ও সংরক্ষণ

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১। এটি কীসের ছবি?

২। এটি কোন ধরনের সম্পদ?

৩। এ ধরনের সম্পদ কোথায় পাওয়া যায়?

৪। কয়লা কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

১। পানি কী ধরনের সম্পদ?

২। নদীর পানি কী কাজে লাগে?

৩। কী কী কারণে নদীর পানি দূষিত হয়?

৪। নদীর পানি দূষিত হলে কী ক্ষতি হয়?

১। এটি কীসের ছবি?

২। এ ধরনের সম্পদ আমাদের কী কাজে লাগে?

৩। অতিরিক্ত গাছ কাটলে কী ক্ষতি হয়?

৪। বনভূমি ধ্বংস হলে কী ক্ষতি হয়?

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। পণ্য ও খাদ্য উৎপাদনে এবং জ্বালানি ও কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রপাতি তৈরি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অবকাঠামো, পরিবহণ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে খনিজ সম্পদ ব্যবহার হয়। যেমন– গ্যাস ও কয়লা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সার শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার অপরিহার্য।

ঘরবাড়ি নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরি, খাদ্য আহরণে বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় এর গুরুত্ব রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উপকূলীয় বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পানি সম্পদের গুরত্ব অনস্বীকার্য। মাছের বসবাস ছাড়াও কৃষিকাজে নদীর পানি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া মালামাল পরিবহণে সমুদ্র ও নদীপথ ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার সীমিত। শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামাল প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সংগ্রহ করা হয়। ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে পরিকল্পিত আহরণ নিশ্চিত করতে হবে। সাশ্রয়ী ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হবে। বাড়ির আঙিনায় বৃক্ষরোপণ, পতিত জমিতে বনায়ন করে আমরা বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারি। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের জন্য বনজ সম্পদ ধ্বংস করা হচ্ছে এবং নদী ও সমুদ্র দূষণ হচ্ছে। এতে করে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ সম্পদ সংরক্ষণ করা জরুরি। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব।

খ) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কিত মাইন্ডম্যাপটি তৈরি করি।

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব লিখি।

ঘ) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায় নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করি।

২০২৬

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. রান্নার কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত গ্যাস কোন ধরনের সম্পদ?

ক) বনজ সম্পদ
খ) খনিজ সম্পদ
গ) নবায়নযোগ্য সম্পদ
ঘ) সমুদ্র সম্পদ

২. কোন গুচ্ছটির সব কয়টি বনজ সম্পদ?

ক) মধু, মোম ও তামা
খ) মোম, তামা ও লৌহ
গ) মোম, মধু ও সুন্দরী
ঘ) মধু, কয়লা ও ফলমূল

৩. সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে কোনটি?

ক) সঠিক উপায়ে সম্পদ আহরণ
খ) জাহাজ চলাচল সীমিত করা
গ) মাছ আহরণ সীমিত করা
ঘ) সামুদ্রিক মাছের ব্যবহার হ্রাস করা

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান _______ সম্পদ।

২. আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত কাঠ _____ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনে______ব্যবহার হয়।

গ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখ।

১. নদ-নদী সমুদ্র সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

২. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস উল্লেখযোগ্য।

৩. লবণ ও মাছ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সম্পদ।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক গ্যাস কী কী কাজে ব্যবহার হয়?

২. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?

৩. বনজ সম্পদের মধ্যে বন্যপ্রাণী কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৪. নদীর পানি কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বনজ সম্পদের গুরুত্ব লেখ।

২. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায় লেখ।

অধ্যায় ১৪

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনসম্পদ

১ অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসম্পদ

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. কী কাজ করছেন?

....

২. তাঁরা কী কাজে দক্ষ?

....

৩. তাঁরা কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন?

....

১. কী কাজ করছেন?

....

২. তাঁরা কী কাজে দক্ষ?

....

৩. তাঁরা কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন?

....

১. কী কাজ করছেন?

....

২. তাঁরা কী কাজে দক্ষ?

....

৩. তাঁরা কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন?

....

মানুষ বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জন করে জনসম্পদে পরিণত হয়। দক্ষ মানুষজনই একটি দেশের জনসম্পদ। যেমন– মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদির মেরামতকারী, ইলেকট্রিশিয়ান, মেডিকেল টেকনিশিয়ান, নার্স, পোশাক তৈরির কর্মী, পোশাক ডিজাইনার, কলকারখানার কর্মী, অফিস কর্মী, শিক্ষক, ব্যাংকার, কৃষিবিদ, গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, প্রভৃতি জনসম্পদের উদাহরণ।

খ) আমার জানা ও আশপাশে থাকা দক্ষ মানুষের তালিকা তৈরি করি।

দক্ষ মানুষের ধরন	দক্ষ মানুষের ধরন
•	•
•	•
•	•
•	•

গ) তৈরিকৃত তালিকা থেকে ৪ ধরনের দক্ষ মানুষ বেছে নিই এবং তারা কোন কাজের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করেছেন তা নিচের ছকে লিখি।

দক্ষ মানুষের ধরন	তাদের কাজ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কলকারখানায় প্রচুর দক্ষ জনবলের প্রয়োজন। বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ লোক বিদেশে কাজ করে। এদের মধ্যে অধিকাংশই অদক্ষ শ্রমিক। যদি তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলে বিদেশে পাঠানো যেত, তাহলে তারা আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারত। দেশে দক্ষ জনশক্তি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায়। দেশের বেকারত্ব কমে যায়। একদিকে যেমন পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে। যে দেশ জনসম্পদে যত উন্নত, সে দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকেও তত উন্নত।

ঘ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদ পড়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসম্পদের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে বের করি ও নিচে লিখি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসম্পদের প্রয়োজনীয়তা

২ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর

প্রকৌশল শিক্ষা গ্রহণ করে ইঞ্জিনিয়ার হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডাক্তার ও কৃষি শিক্ষা গ্রহণ করে কৃষিবিদ হয়

কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, মেডিকেল টেকনিশিয়ান, নার্স, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইত্যাদি হয়

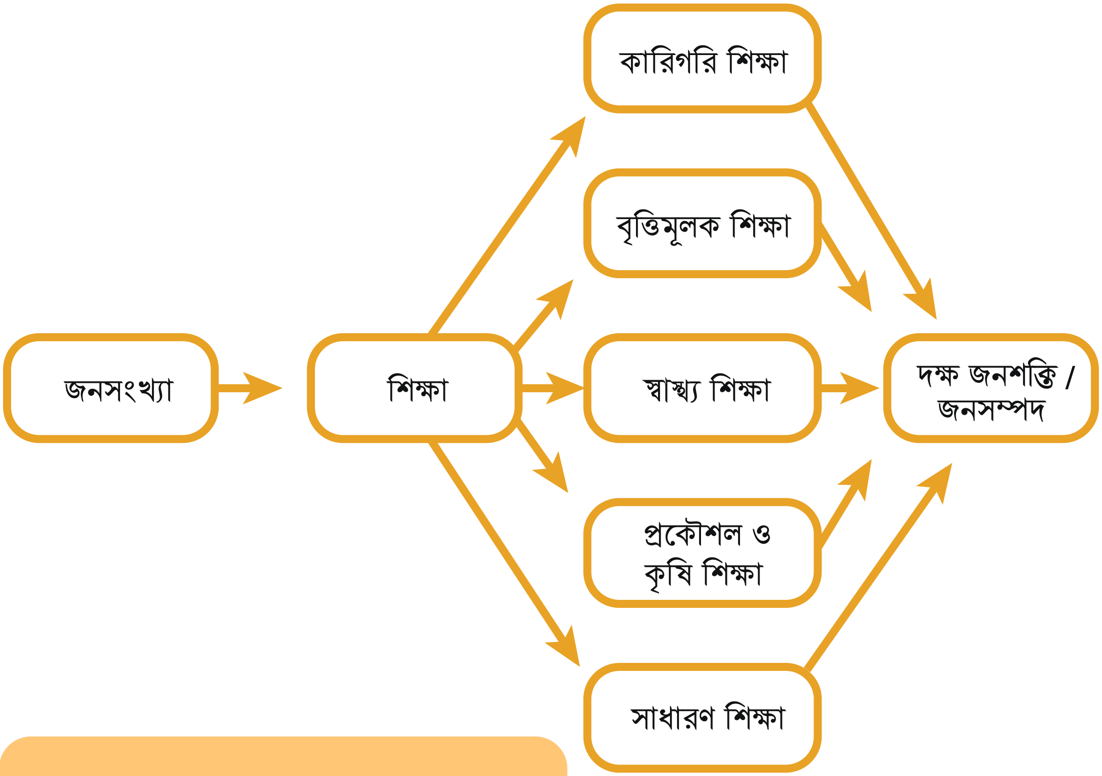

ইলেকট্রিশিয়ান, পর্যটন ও ভ্রমণ গাইড, ওয়েল্ডিং কাজ, টিভি, এসি, রেডিও, মোবাইল, কম্পিউটার মেরামত, পশুপালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদির জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়

সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষক, অফিস-আদালতের কর্মকর্তা, অফিস সহায়ক প্রভৃতি হয়।

ক) পূর্বের পৃষ্ঠায় প্রবাহচিত্রটি একাকী চিন্তা করি ও কীভাবে জনসংখ্যা দক্ষ জনশক্তি বা জনসম্পদে পরিণত হয় তা লিখি।

খ) প্রবাহচিত্রটি আবার ভালোভাবে পড়ি এবং কোন ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে কোন রকম জনশক্তি বা জনসম্পদ তৈরি হবে তা নিচের ছকে লিখি।

শিক্ষার ধরন	যে ধরনের জনসম্পদ তৈরি হবে
প্রকৌশল শিক্ষা	
সাধারণ শিক্ষা	
বৃত্তিমূলক শিক্ষা	
স্বাস্থ্য শিক্ষা	
কারিগরি শিক্ষা	
কৃষি শিক্ষা	

দেশে একটি পোশাক তৈরির কারখানা নির্মাণ করা হবে। কারখানাটি নির্মাণ করতে প্রথমেই প্রয়োজন হয় উপযোগী একটি বিল্ডিং। কারখানায় স্থাপন করা হয় নানা যন্ত্রপাতি। যন্ত্রপাতি চালানো, দেখাশোনা ও মেরামতের জন্যও জনবল প্রয়োজন। তার জন্য দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হয়। পোশাক তৈরি করতে প্রয়োজন নানা ধরনের মানুষের। কেউ হয়তো ডিজাইন করেন, ডিজাইন অনুসারে কাপড় কাটেন আর কেউবা সেলাই করেন। তৈরি কাপড় বিদেশে রপ্তানি করার জন্য বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতেও লোক দরকার। কারখানাটি পরিচালনায় প্রয়োজন হয় একজন ম্যানেজারের।

বাংলাদেশের পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে মালয়েশিয়ার একটি শিল্প কারখানায় কাজ করার জন্য বাংলাদেশ থেকে লোক নেওয়া হবে। কারখানায় যে যে কাজের জন্য লোক নেওয়া হবে সেগুলো হলো– বিদ্যুৎ সরবরাহ ও মেরামত, যন্ত্রপাতি পরিচালনা করা, কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণ ও যোগাযোগ করা, ক্যান্টিনে রান্না করা ইত্যাদি।

২০২৫

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার বাক্সে দেওয়া বর্ণনা দুটি পড়ে পোশাক তৈরি কারখানার জন্য কী ধরনের জনসম্পদ প্রয়োজন এবং মালয়েশিয়ায় কোন ধরনের জনসম্পদ রপ্তানি করতে হবে তার তালিকা তৈরি করি।

পোশাক তৈরি কারখানার জন্য জনসম্পদ	মালয়েশিয়ায় রপ্তানির জন্য জনসম্পদ

একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সে দেশের দক্ষ জনশক্তি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত দক্ষ জনশক্তি তাদের পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। এই জনসম্পদের একটি অংশ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। দেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ করে জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। বেকারত্ব দূর হয়। ফলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে যাবে।

ঘ) উপরের অনুচ্ছেদটুকু পড়ি এবং বাংলাদেশে কারখানায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করে ও মালয়েশিয়ায় দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে বাংলাদেশের কী লাভ হবে তা লিখি।

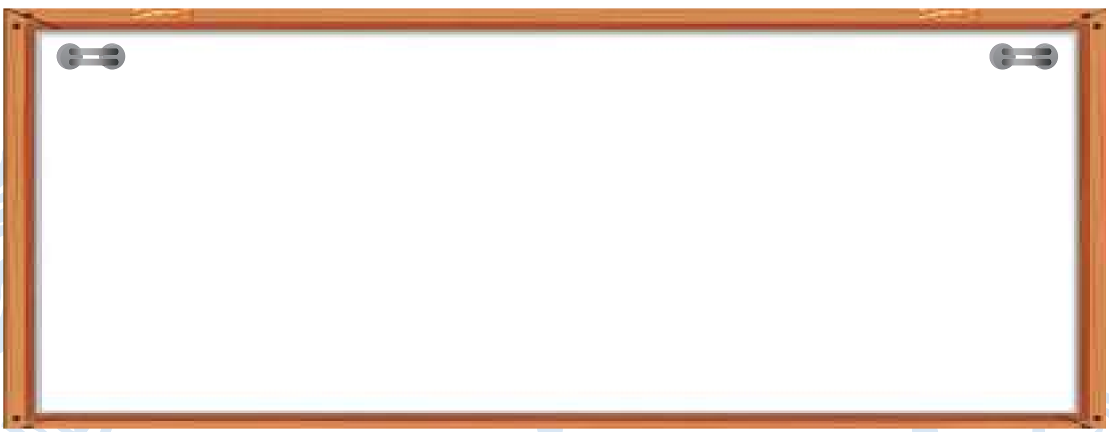

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুফল কোনটি?

ক) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি খ) আমদানি বৃদ্ধি

গ) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘ) সঞ্চয় বৃদ্ধি

২. অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হলে কী ধরনের জনবল বিদেশে পাঠানো উচিত?

ক) দক্ষ জনবল খ) অল্প দক্ষ জনবল

গ) অদক্ষ জনবল ঘ) প্রশিক্ষণবিহীন

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. দক্ষ মানুষজনই একটি দেশের ________ ।

২. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকাংশই ______ শ্রমিক।

৩. একটি শিল্প-কারখানায় যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য ________ প্রয়োজন।

৪. সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে অফিস-আদালতে ______ পায়।

গ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখ।

১. কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে।

২. দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি।

ঘ. বাম পাশের শব্দগুচ্ছের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
কারিগরি শিক্ষা	ইলেকট্রিশিয়ান
কৃষি শিক্ষা	আইনজীবী
বৃত্তিমূলক শিক্ষা	পশু চিকিৎসক
সাধারণ শিক্ষা	ইঞ্জিনিয়ার
স্বাস্থ্য শিক্ষা	শিক্ষক
	চিকিৎসক
	নার্স

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার তিনটি উপকারিতা লেখ।

২. তিনটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার নাম লেখ।

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়?

২. বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশার জনসম্পদের বিবরণ দাও।

২০২৫

অধ্যায় ১৫

ব্যক্তিগত বাজেট ও ব্যাংক

১ ব্যক্তিগত বাজেট ও সঞ্চয়

জাভেদ পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। সে গতমাসে তার বাবার নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে মোট ১২০ টাকা পেয়েছিল। মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিল ৮০ টাকা। সে মা-বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা ফেব্রুয়ারি মাসে কীভাবে খরচ করবে তার পরিকল্পনা করে। সে খাতা কেনার জন্য ১০০ টাকা, কলমের জন্য ৩০ টাকা, পেনসিল কেনার জন্য ২০ টাকা ও ড্রইং খাতা কেনার জন্য ৪০ টাকা রাখে। বাকি ১০ টাকা সঞ্চয় করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

ক) জাভেদের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী পড়ে নিচের ছকে তালিকাবদ্ধ করি।

জাভেদের আয় ও খরচের বিবরণী:		মাসের নাম:	
আয়ের বিবরণী/খাত	আয় (টাকা)	খরচের বিবরণী/খাত	খরচ (টাকা)
মোট আয়=	মোট খরচ =		
ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত =			

জাভেদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার নির্দিষ্ট আয় থেকে কীভাবে খরচ করবে সেটির পরিকল্পনা করেছে। এটি জাভেদের ব্যক্তিগত আয় ও খরচের পরিকল্পনা। এরূপ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ও ব্যয়ের/খরচের পূর্ব পরিকল্পনাই ব্যক্তিগত বাজেট। সঞ্চয়ের লক্ষ্যে মানুষ এমনভাবে বাজেট করে যাতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত টাকা দিয়েই মানুষ সঞ্চয় করে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে সঞ্চয়ের টাকা ব্যবহার করে।

২০২৪

খ) নিজের আয় ও খরচের খাতের তালিকা অনুযায়ী এক মাসের জন্য নিচের ছক অনুসরণ করে বাজেট তৈরি করি যাতে আয়ের সমপরিমাণ টাকা খরচ হয়।

আয় ও খরচের বিবরণী:		মাসের নাম:		
আয়ের বিবরণী/খাত	আয় (টাকা)	খরচের বিবরণী/খাত	সম্ভাব্য খরচ (টাকা)	মন্তব্য
মোট আয় =		মোট খরচ =		

গ) পূর্বের তৈরি করা বাজেটে বিভিন্ন খাতের খরচকে কমিয়ে নতুন করে নিচের ছকে বাজেট তৈরি করি এবং উদ্বৃত্ত টাকা খরচ না করে কী করব তা লিখি।

আয় ও খরচের বিবরণী:		মাসের নাম:			
আয়ের বিবরণী/খাত	আয় (টাকা)	খরচের বিবরণী/খাত	সম্ভাব্য খরচ (টাকা)	উদ্বৃত্ত (টাকা)	মন্তব্য
মোট আয় =		মোট খরচ =		মোট উদ্বৃত্ত	

২ ব্যাংক ও আর্থিক লেনদেন

ক) ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. ছবিটি কীসের?	
২. এখানে মানুষ কয়টি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে?	
৩. লাইন দুটোর সামনে কী লেখা আছে?	
৪. **টাকা গ্রহণ** লেখা কাউন্টারে কে টাকা গ্রহণ করে?	
৫. **টাকা প্রদান** লেখা কাউন্টারে কে টাকা প্রদান করে?	
৬. ব্যাংক প্রধানত কী কাজ করে?	

ব্যাংক এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এখানে মানুষ টাকা সঞ্চয় করতে পারে। সঞ্চয়ের বিনিময়ে সে মুনাফা পায়। ব্যাংকে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকায় পুঁজি বা মূলধন গড়ে ওঠে। ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করে। যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাদেরকে ব্যাংক মুনাফা দেয়। আর যারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যাংক তাদের নিকট থেকে সুদ আদায় করে।

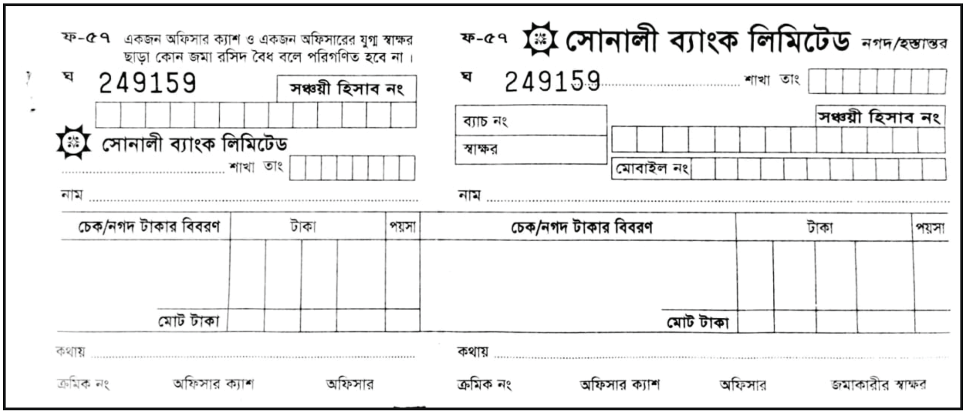

ফ-৫৭ একজন অফিসার ক্যাশ ও একজন অফিসারের যুগ্ম স্বাক্ষর ছাড়া কোন জমা রসিদ বৈধ বলে পরিগণিত হবে না।
ঘ 249159 সঞ্চয়ী হিসাব নং
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
শাখা তাং
নাম
চেক/নগদ টাকার বিবরণ | টাকা | পয়সা
মোট টাকা
কথায়
ক্রমিক নং | অফিসার ক্যাশ | অফিসার

ফ-৫৭ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড নগদ/হস্তান্তর
ঘ 249159 শাখা তাং
ব্যাচ নং
স্বাক্ষর
সঞ্চয়ী হিসাব নং
মোবাইল নং
নাম
চেক/নগদ টাকার বিবরণ | টাকা | পয়সা
মোট টাকা
কথায়
ক্রমিক নং | অফিসার ক্যাশ | অফিসার | জমাকারীর স্বাক্ষর

এটি ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই রশিদের নির্দিষ্ট স্থানে নাম, একাউন্ট নম্বর, তারিখ, টাকার পরিমাণ লিখে স্বাক্ষর দিতে হয়। এই রশিদসহ টাকা **'টাকা গ্রহণ'** কাউন্টারে দিলে ব্যাংক টাকা জমা রাখবে এবং জমা রশিদের একটি কপি ফেরত দিবে।

Sonali Bank Limited
Motijheel Branch
200274544
SJ-10 8418904
DATE
Pay To Or Bearer
The sum of Taka TK.
Name : Abdul Alim
A/C No. : 1234567890123

এটি ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এই চেকের নির্দিষ্ট স্থানে নাম, একাউন্ট নম্বর, তারিখ, টাকার পরিমাণ লিখে স্বাক্ষর দিতে হয়। এই চেক **'টাকা প্রদান'** কাউন্টারে জমা দিলে ব্যাংক টাকা প্রদান করবে।

খ) উপরের তথ্যগুলো পড়ি এবং বাম অংশের সাথে ডান অংশের দাগ টেনে মিল করি।

বাম অংশ	ডান অংশ
১. সাধারণ মানুষের টাকা জমা করে	১. মুনাফা প্রদান করে
২. ব্যাংকে টাকা জমা করতে ব্যবহার করা হয়	২. চেক
৩. টাকা জমাকারীকে ব্যাংক	৩. ব্যাংকে
৪. ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে ব্যবহার করা হয়	৪. জমা স্লিপ

২০২৫

গ) ব্যাংকে টাকা জমাদানের রশিদ ও টাকা উত্তোলনের চেক কীভাবে লিখতে হয় তা অনুশীলন করি।

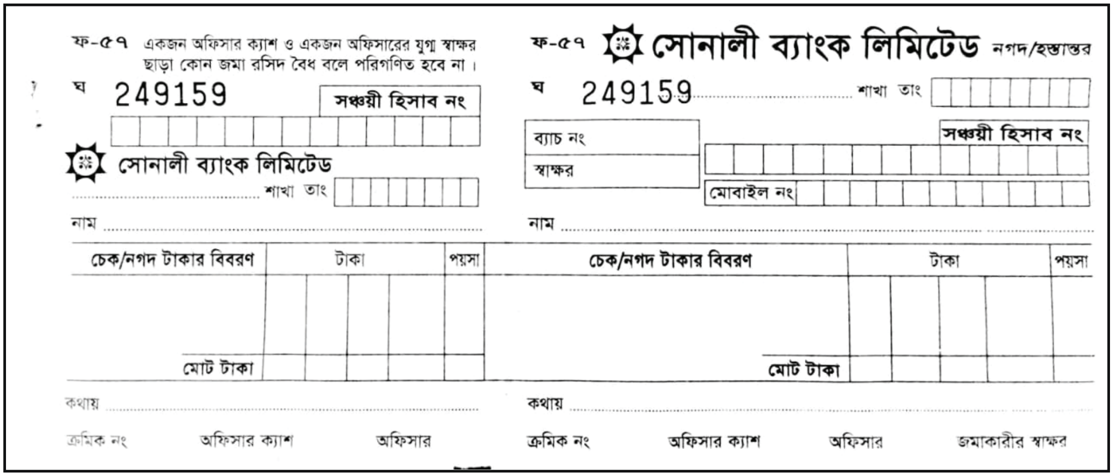

ফ-৫৭ একজন অফিসার ক্যাশ ও একজন অফিসারের যুগ্ম স্বাক্ষর ছাড়া কোন জমা রসিদ বৈধ বলে পরিগণিত হবে না।

ঘ 249159 সঞ্চয়ী হিসাব নং

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

শাখা তাং

নাম

চেক/নগদ টাকার বিবরণ	টাকা	পয়সা
মোট টাকা		

কথায়

ক্রমিক নং অফিসার ক্যাশ অফিসার

ফ-৫৭ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড নগদ/হস্তান্তর

ঘ 249159 শাখা তাং

ব্যাচ নং

স্বাক্ষর

সঞ্চয়ী হিসাব নং

মোবাইল নং

নাম

চেক/নগদ টাকার বিবরণ	টাকা	পয়সা
মোট টাকা		

কথায়

ক্রমিক নং অফিসার ক্যাশ অফিসার জমাকারীর স্বাক্ষর

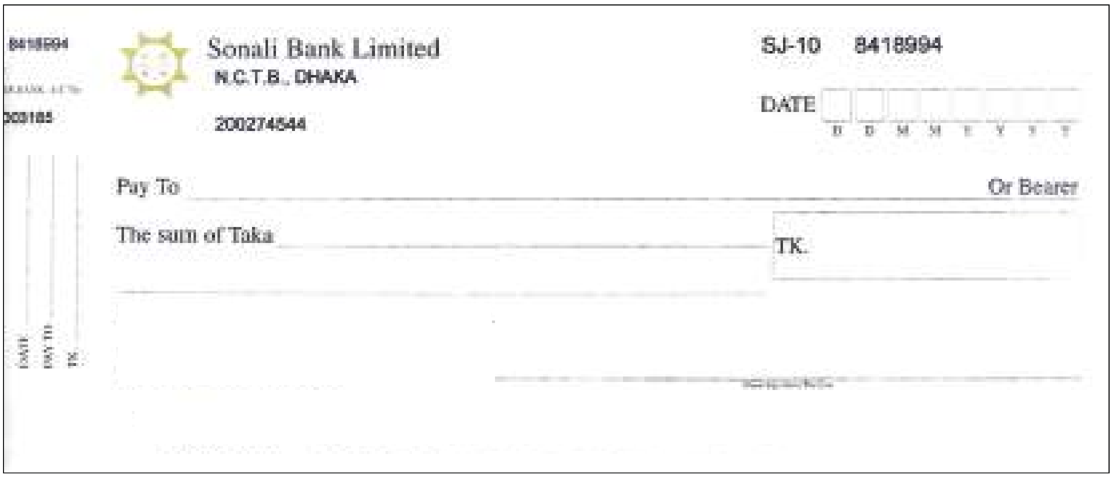

8418994

Sonali Bank Limited

N.C.T.B., DHAKA

200274544

SJ-10 8418994

DATE D D M M Y Y Y Y

Pay To Or Bearer

The sum of Taka TK.

ঘ) ব্যাংকে টাকা জমাদান ও টাকা উত্তোলনের ভূমিকাভিনয় করি।

২০২৪

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ভবিষ্যতের প্রয়োজনে কী করতে হয়?

ক) আসবাবপত্র ক্রয় খ) টাকাপয়সা সঞ্চয় গ) আয় উপার্জন ঘ) অর্থ ব্যয়

২. একজন ব্যক্তি তার আয়ের অর্থ ভবিষ্যতে কীভাবে খরচ করবে– এই পরিকল্পনাকে কী বলে?

ক) সঞ্চয় খ) বিনিয়োগ গ) মুনাফা ঘ) বাজেট

৩. ব্যাংকে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত অর্থে কী গড়ে ওঠে?

ক) মূলধন খ) মুনাফা গ) বিনিয়োগ ঘ) ক্ষুদ্র ঋণ

খ. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট সময়ের আয় ও ব্যয়ের ________ ব্যক্তিগত বাজেট।

২. আয় থেকে ব্যয় করার পর যে উদ্বৃত্ত থাকে সেটা _______ ।

৩. ব্যাংক এক ধরনের ________ প্রতিষ্ঠান।

৪. ব্যাংকে টাকাপয়সা সঞ্চয়ের বিনিময়ে _______ পাওয়া যায়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য	আবেদন করতে হয়
ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য	রসিদ ব্যবহার করা হয়
মুনাফা অর্জন করতে হলে ব্যাংকে	ফরম পূরণ করতে হয়
	টাকা জমা রাখতে হয়
	চেক ব্যবহার করতে হয়

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যাংকের প্রধান কাজ কী কী?

২. ব্যক্তিগত বাজেট কী?

২. সঞ্চয়ী হওয়ার সুবিধা কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তুমি বাবার কাছ থেকে ৮০ টাকা, মায়ের কাছ থেকে ৬০ টাকা ও বড়ো ভাইয়ের কাছ থেকে ৩০ টাকা পেয়েছ। স্কুলের টিফিন, খাতা, কলম, পেনসিল কেনায় ব্যয় দেখিয়ে একটি ব্যক্তিগত বাজেট তৈরি করো।

অধ্যায় ১৬

জরুরি পরিস্থিতি

১ জলোচ্ছ্বাস

ক) নিচের ছবিগুলো দেখে পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. এটি কীসের ছবি?

....

২. কেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়?

....

৩. এ দুর্যোগে কী ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়?

....

১. লোকটি কী করছে?

....

২. কেন করছে?

....

৩. কখন এমন কাজ করে?

....

১. এটি কী?

....

২. এটি কেন তৈরি করা হয়েছে?

....

৩. কখন মানুষকে এখানে যেতে হয়?

....

আসিফ আমার ছোটোবেলার বন্ধু। সে চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় বাবা-মার সাথে গ্রামে বাস করে। গ্রীষ্মের ছুটিতে ওদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাদের টিউবওয়েলে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে দেখলাম সেটি বেশ উঁচু স্থানে। বাড়িতে, রাস্তায় ও বাঁধের উপর সারি সারি গাছ। আসিফের বাবা সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। রেডিয়োতে জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস শুনে দ্রুত বাড়ি ফিরলেন। পরদিন দুপুরের দিকেই তারা আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যাওয়ার আগে আসিফের মা চুলার আগুন নিভালেন। টিউবওয়েলের উপরের অংশ খুলে রাখলেন। পাইপের খোলা মুখটি পলিথিন দিয়ে বাঁধলেন। আমি আসিফের মাকে এ কাজে সাহায্য করলাম। আসিফ গবাদি পশুগুলোকে নিকটস্থ উঁচু বাঁধে নিয়ে যেতে বাবাকে সাহায্য করছিল। আসিফের বাবা গুরুত্বপূর্ণ কিছু দ্রব্যসামগ্রী পলিথিন ব্যাগে ভরে ঘরের মেঝেতে গর্ত করে পুঁতে রাখলেন। বাড়িতে রাখা প্রাথমিক চিকিৎসার একটি বাক্স, দলিলপত্র, টাকাপয়সা ও কিছু শুকনো খাবার পলিথিনে মুড়ে নিজের সঙ্গে নিলেন। আসিফের বাবা-মা, দাদি, ছোটো ভাই ও আমাদের দুজনকে সাথে নিয়ে দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে ছুটলেন। এই সময় আমি কিছুটা ভয় পেয়েছিলাম। আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে দেখলাম আমাদের মতো অনেক পরিবার এসেছে।

খ) উপরের কেসস্টাডিটি পড়ে জলোচ্ছ্বাসের পূর্ববর্তী সময়ে আমরা কী কী প্রস্তুতি নেব তা নিচের ছকে লিখি।

ক্রমিক	জিনিসপত্র	নিরাপদে রাখা
১	গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী	পলিথিনে ভরে মেঝেতে গর্ত করে পুঁতে রাখা
২		
৩		
৪		
৫		

জলোচ্ছ্বাস একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক মানুষ ও গবাদি পশু মারা যায়। তবে পূর্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমানো সম্ভব। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকায় সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। দুর্যোগকালে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবক দল বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। যেমন– দুর্যোগের সতর্ক বার্তা দেওয়া, আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে সহায়তা করা, খাবার, পানি ও জরুরি ত্রাণ বিতরণ করা। তাছাড়া অবকাঠামো মেরামত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করে। জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করে। এ সময় দ্রুত জরুরি সেবা পেতে **১০৯০, ৯৯৯, ৩৩৩** নম্বরে ফোন করতে হয়।

গ) আশ্রয়কেন্দ্রে কী কী সহায়তা পেয়ে থাকি তা নিচের ছকে লিখি।

যেসব সহায়তা পাওয়া যায়

ঘ) জলোচ্ছ্বাসের সময় আমরা অন্যকে যেভাবে সহায়তা করতে পারি তা নিচের ছকে লিখি।

সহায়তা করার উপায়

২ বজ্রপাত

ক) পাশের ছবি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১। ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?

....

২। এটি কখন হয়?

....

৩। এর ফলে কী ক্ষতি হয়?

....

বর্ষা মৌসুমে বজ্রপাত হয়। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বজ্রপাতে আকাশে আলোর ঝলকানি দেখা যায়। বিকট শব্দ হয়। এর আঘাতের ফলে মানুষ ও পশুপাখি হতাহত হয়। গাছপালা পুড়ে যায়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বজ্রপাতে বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। বজ্রপাতে মৃত্যুর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে জনসচেতনতার অভাব।

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে বজ্রপাতের সময় কী করণীয় এবং কী করণীয় নয় তা নিচের ছকে লিখি।

ক্রমিক	করণীয়	করণীয় নয়
১	বজ্রপাতের সময় ঘরের ভেতরে থাকতে হবে	বজ্রপাতের সময় ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না
২		
৩		
৪		
৫		
৬		

জরুরি পরিস্থিতিতে আমরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা নিতে পারি। এসব সংস্থায় আমরা বিনামূল্যে কল দিয়ে সেবা নিতে পারি।

জরুরি সেবা পেতে ফোন দিতে হবে

- দুর্যোগের আগাম বার্তা – ১০৯০
- জরুরি সেবা – ৯৯৯
- ফায়ার সার্ভিস হেল্প ডেস্ক – ১৬১৬৩
- সরকারি তথ্য ও সেবা – ৩৩৩

গ) বজ্রপাতে কী কী ক্ষতি হয় এবং জরুরিভিত্তিতে কীভাবে সহায়তা পেতে পারি তা নিচের ছকে লিখি।

ক্ষতি	জরুরি সেবা প্রাপ্তি

ঘ) সকলে মিলে বজ্রপাতের সময় করণীয় দিকসমূহের একটি ভূমিকাভিনয় করি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. জলোচ্ছ্বাস একটি _______ দুর্যোগ।

২. উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসে ______ হয়।

৩. বাংলাদেশে বজ্রপাতজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ _______।

৪. দুর্যোগকালে স্বেচ্ছাসেবক দল বিভিন্নভাবে ______ করে।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জলোচ্ছ্বাসের পূর্বে তিনটি প্রস্তুতিমূলক কাজ লেখ।

২. বজ্রপাতের ফলে কী ক্ষতি হয়?

৩. জরুরি সেবা পেতে তিনটি সংস্থার নাম ও যোগাযোগের নম্বর লেখ।

গ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বজ্রপাতের সময় তুমি কী কী করবে?

২. জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমগুলো বর্ণনা করো।

শব্দভান্ডার

নবায়নযোগ্য শক্তি - এমন শক্তির উৎস যা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং এর ফলে শক্তির উৎসটি নিঃশেষ হয়ে যায় না।

প্রতিবন্ধিতা - শারীরিক অক্ষমতা, কর্মে সীমাবদ্ধতা।

চাহিদাভিত্তিক শিখন - শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী শিখন সুবিধা প্রদান করা।

বাগ্মী - যিনি ভালো বক্তৃতা দেন।

চরমপত্র - স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান, যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপনা প্রদানের জন্য ঢাকাইয়া আঞ্চলিক ভাষায় ব্যঙ্গাত্মকভাবে লেখা পাঠ করা হতো।

অসহযোগ আন্দোলন - সরকারের প্রতি জনগণের অসহযোগিতামূলক আচরণ।

হানাদার বাহিনী - ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা, নারীনির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক লুটতরাজের জন্য দায়ী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

শরণার্থী - আশ্রয়প্রার্থী।

মিত্রবাহিনী - মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বাহিনী।

প্রত্নতত্ত্ব - প্রাচীনকালের মুদ্রা, অট্টালিকা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বিচারপূর্বক ঐ সময়ের ইতিহাস উদ্ঘাটন।

নিদর্শন - চিহ্ন। (যেমন– প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন)

জাতিসংঘ - বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহের সংগঠন । The United Nations (UN)

সামাজিক সমস্যা - সমাজে বসবাসকারী মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রভাবিত করে বা বাধা সৃষ্টি করে।

চিরসবুজ বন - যে বনের গাছে সারাবছরব্যাপী পাতা থাকে।

পাতাঝরা বন - যে বনের গাছের পাতা বছরের একটা সময় ঝরে যায়।

ম্যানগ্রোভ বন - লোনা পানিতে জন্মায় এমন উদ্ভিদের বন।

জলাবন - এমন বন যেখানে সব সময় বা বছরের কোনো একটা সময় পানি থাকে।

অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর - শুধু দেশের অভ্যন্তরে বিমান চলাচলের জন্য ব্যবহৃত বন্দর।

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর - দেশের ও বহির্বিশ্বের বিমান চলাচলের জন্য ব্যবহৃত বন্দর।

গড় - উঁচু ভূমি (যেমন– মধুপুর গড়)।

তাম্র শাসন - তামার পাত্রে প্রাচীনতম লিখিত দলিল।

এই বইয়ে গুগলের মুক্ত উৎস থেকে কিছু তথ্য, ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা এই সকল উৎস থেকে নেওয়া সকল দেশি-বিদেশি ফটোগ্রাফার ও লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি–বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য